# সকালের শিরোনাম

রবিবার


মহানদী অববাহিকায় গভীর সমুদ্রে খনিজ তেলের সন্ধানে ভারত ● পৃঃ ৬

● ৯৩ লক্ষ' থেকে '৯৯ হাজার' বিধানসভায় অর্থমন্ত্রীকে ঘিরে তৃণমূল-বিজেপি তরজা ● পৃঃ ৩

● অর্থমন্ত্রীর 'সুযোগ নেওয়ার' মন্তব্যে ছাত্র আন্দোলন ও রাজনীতির ময়দানে নতুন দাবানল ● পৃঃ ৬


দৈনিক বাংলা পত্রিকা •২৬ জুলাই ২০২৬ • বাংলা ৯ শ্রাবন ১৪৩৩ •বর্ষঃ- ০১ •সংখ্যা ঃ- ৩১০ • মূল্যঃ- ০৫ টাকা• PRGI NO : WBBEN/25/A1493 • www.sakalershironam.in • sakalershironam@gmail.com

রক্ত নিয়ে কারবার! কলকাতার দুই ব্লাড ব্যাঙ্কে কোটি টাকার পাচার, জাল ছড়িয়েছে ভিন রাজ্যেও

আজকের খবর

## আমফান দুর্নীতি-সহ নানা অভিযোগের তদন্তে ক্যাগ রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ অর্থমন্ত্রীর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

তৃণমূল জমানায় আমফান দুর্নীতি-সহ নানা অভিযোগের তদন্তে ক্যাগ রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে সেই ক্যাগ-এর রিপোর্ট শনিবার বিধানসভায় পেশ করা হয়। সিএজির রিপোর্টগুলি (মোট ২৮টি) পেশ হবে পরবর্তী অধিবেশনে আলোচনা ও সুপারিশগুলি দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী গত বুধবারই জানিয়েছিলেন, যেখানে দুর্নীতির প্রমাণ মিলবে, সে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী বা যত বড় নেতাই তিনি হোন, তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের জন্য রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করা হবে।

অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এদিন ২৮টি রিপোর্ট পেশ করেন। ক্যাগ রিপোর্ট পেশ করে মন্ত্রী বলেন, 'এর জন্য স্পেশাল সেশন হবে। সরকারের যা ত্রুটি, তা সর্বজনীনভাবে পেশ করা গুরুত্বপূর্ণ। এই রিপোর্ট দেখে বুঝতে পারবেন, বাংলা কেন আর্থিকভাবে পিছিয়ে।' অর্থমন্ত্রী জানান, এই রিপোর্টগুলোতে রাজ্যের ৮ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি আর্থিক ঘাটতির কারণ স্পষ্ট হতে পারে। এই রিপোর্টগুলোর মধ্যে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ১০০ দিনের কাজ, আবাসের ঘর নির্মাণ, স্কুলশিক্ষা, পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের হিসেব এবং আমফান ত্রাণ দুর্নীতি সংক্রান্ত তদন্তের তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অর্থমন্ত্রীর মতে, সাংবিধানিক কর্তব্য পালনের অংশ হিসেবেই এই রিপোর্টগুলো প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়ে রেখেছেন যে, রিপোর্টে দুর্নীতির প্রমাণ মিললে রাজ্যপালের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর-এর সুপারিশ করা হবে। ক্যাগের ২৮ রিপোর্ট দেখেই শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় কার্যত টিপ্পনি ছুড়ে দেন ফিরহাদ হাকিমের উদ্দেশে। ফিরহাদকে লক্ষ্য করে তাপস বলেন, 'কী করেছিস ববি!' এই প্রসঙ্গে নওশাদ সিদ্দিকি বলেন, 'ধীর গতিতে তৃণমূলের সর্বোচ্চ স্তরে দুর্নীতি হয়েছে। ক্যাগ আরও বড় দুর্নীতি। সেবাশ্রয় নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক। যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। খালি হাউজে বলে লাভ হবে না। যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। সই জাল কাণ্ডের মতো থেমে থাকলে চলবে না।'

## বিধানসভায় হুঙ্কার শুভেন্দুর

# চিটিংবাজ ভাইপোকে এবার কেউ বাঁচাতে পারবে না

সকালের শিরোনাম
সুষমা পাল মন্ডল

এই চিটিংবাজ ভাইপোকে এবার কেউ বাঁচাতে পারবে না। এবার জেলে ঢুকলে আর বেরোতে পারবে না। সেবাশ্রয় দুর্নীতিতে যুক্ত থাকা কোনো অপরাধীকে রেয়াত করা হবে না। সমস্ত তথ্য-প্রমাণ হাতে নিয়ে আইন মেনেই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' শনিবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এভাবেই তৃনমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার বিধানসভার অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, তৃণমূল জমানায় 'সেবাশ্রয়' শিবিরের নামে একটি বড় মাপের কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছে। তিনি জানান, ইতিমধ্যে এই ঘটনায় বিষ্ণুপুর থানায় একাধিক এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশি পদক্ষেপ শুরু হতে চলেছে। বিধানসভায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'একটি বড় কেলেঙ্কারি সামনে এসেছে, সেটা হলো 'ভাইপোর' সেবাশ্রয় কেলেঙ্কারি। এই দুর্নীতির দরুন শিবিরে চিকিৎসা করাতে গিয়ে একটি শিশুর হাত বাদ গেছে এবং এক মহিলার পা বাদ পড়েছে। মানুষের জীবন নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। দিলীপ মণ্ডলের গোডাউন থেকে সেবাশ্রয় শিবিরের প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে এক্স-রে এবং ইউএসজি মেশিন বাইরে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই সব এক্স-রে ও ইউএসজি মেশিন ইতিমধ্যে সিজ করা হয়েছে। এই চিটিংবাজ ভাইপো আলট্রাসোনোগ্রাফির মেশিন, এক্সরে মেশিন বাইরে নিয়ে গেছে। সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের বাইরে নিয়ে গিয়েছে, মেডিকেল কলেজের পড়ুয়া মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছে। মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট চিকিৎসা করতে পারে? একবার ঢুকলে বেরোবে না। এটা খুনের মামলা। কেউ বাঁচাতে পারবে না চিটিংবাজ ভাইপোকে।'

### পুলিশ-সাংবাদিক নিগ্রহে গুন্ডাদমন আইন

প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে ককরোচ জনতা পার্টির সমর্থনে কলকাতায় মিছিল ও জমায়েতের ঘটনায় দায়ের হয়েছে মোট ৭টি এফআইআর। হেয়ার স্ট্রিট থানায় দায়ের হয়েছে ৬ টি এফআইআর। এন্টালি থানায় দায়ের একটি মামলা। এর মধ্যে পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিত মামলাও রয়েছে। এফআইআরে উল্লেখ করা হয়, বিক্ষোভকারীরা পতাকা, ব্যানার ও গাড়ি নিয়ে রাস্তা দখল করতে শুরু করে। পুলিশের দাবি, জনতাকে উসকানি দিয়ে পুরো ডোরিনা ক্রসিং দখল করার ডাক দেয় বিক্ষোভকারীরা। অভিযোগ, বারবার মাইকিং করে জমায়েতকে বেআইনি ঘোষণা করা হয় এবং এলাকা খালি করতে বলা হলেও তা কানে তোলেনি বিক্ষোভকারীরা। বরং পালটা পুলিশকে লক্ষ্য করে বোতল, জুতো, লাঠি ও পাথর ছুড়তে শুরু করেন তারা। ঘটনাস্থলে কর্মরত সাংবাদিকদের হেনস্তা করা হয় শুক্রবারের জমায়েতে। শনিবার সেই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গতকালের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গুন্ডাদমন আইনে মামলা যুক্ত হবে। এখনও পর্যন্ত মোট ৭০ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যাঁরা একজনও ছাত্র নন। ককরোচ পার্টির সদস্য নন। যাঁরা আন্দোলনকারীদের অংশ নয়। তাঁদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হবে। সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ হয়েছে। এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেছি। ককরোচ মার্চ ব্যানারে কর্মসূচি ডাকা হয়েছিল। পুলিশকে নির্দেশ ছিল সংযত থাকার, কোনও বলপ্রয়োগ না করার। যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায়। আন্দোলন তো গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু সেখানে গন্ডগোল হল। ককরোচ পার্টি বলেছে, বামপন্থীদের ছাত্র সংগঠন গুলো ঢুকে পড়ে। এসএফআই, ডিওয়াইএফআই, ডিএসও, এআইএসএফ সহ অনেকেই সেখানে ছিল। যাঁরা অনেকেই ছাত্র নন, নিটের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগ নেই। ভোটে হারারা রাজাবাজার, খিদিরপুর, পার্ক সার্কাস, গার্ডেনরিচ, নিউটাউন থেকে সব এসেছে। ডোরিনা ক্রসিংয়ে পুলিশকে জলের বোতল-জুতো ছুড়েছে। সাংবাদিকদের উপর হামলা করেছে।' শুক্রবারের অশান্তি সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত ছিল বলে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ওরা চেয়েছিল পুলিশ লাঠিচার্জ করুক। গ্যাসের সেল ফাটাক। ঝামেলা বাড়ুক। তাহলে নাটক জমবে। পুলিশ সেই পাতা ফাঁদে পা দেয়নি। কিন্তু ওরা হামলা চালিয়ে গেছে। অল্পবিস্তর জখম কয়েকজন সাংবাদিক। তবে গুরুতর জখম ছ'জন সাংবাদিক। মোট সাতটি মামলা দায়ের হয়েছে। সব ক্ষেত্রে গুন্ডাদমন আইন যুক্ত হয়েছে। রাজাবাজারের আফরোজ, খিদিরপুর থেকে নাহিন, একবালপুরের তানভির, রাহুল জামাল ওয়াটগঞ্জের। গুন্ডাদমন আইনে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এদের তিন পুরুষ মনে রাখবে। তিনি স্পষ্ট জানান, সিপিএম নেত্রী তো আগেই বলেছিলেন, পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুড়বে, সবাই জলের বোতল নিয়ে যান। সেই সব ছোড়া হয়েছে পুলিশকে। হেনস্তা করা হয় সাংবাদিকদের। ডিমও ছোড়া যেমন বাংলার সংস্কৃতি নয়। তেমন বোতল-জুতো ছোড়াও সংস্কৃতি নয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

## আইপিএস কোটেশ্বর রাও-সহ একাধিক পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড

তৃণমূল আমলের একাধিক ঘটনার সূত্র ধরে যে যে পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছিল। তাঁদের অনেককেই সাসপেন্ড ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

তৃণমূল আমলের একাধিক ঘটনার সূত্র ধরে যে যে পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছিল। তাঁদের অনেককেই সাসপেন্ড ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন পুলিশ জেলায় কাকদ্বীপে দেবী কালীর মূর্তি ভাঙার ঘটনা ঘটেছিল। তার প্রতিবাদ করছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেই সময়ে তৎকালীন সুন্দরবন জেলা পুলিশ সুপার আইপিএস কোটেশ্বর রাও-এর নেতৃত্বে জনতাকে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এরপরে দেবী মূর্তিকে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওই ঘটনায় আইপিএস কোটেশ্বর রাও-কে সাসপেন্ড করলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক আইপিএস-সহ পাঁচ পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ডের নির্দেশও এদিন দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, পূর্বতন তৃণমূল সরকারের সময় বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষত মা কালীকে যেভাবে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়েছে তা সনাতন ধর্মের আস্থার প্রতি আঘাত। সেদিকেই নজর রেখেই এহেন সিদ্ধান্ত বলে এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আবার দশকের পর দশক ধরে রাজ্য পুলিশের দক্ষ, সৎ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। শেষ জীবনে তাঁকেই সেই পুলিশের হাতে হেনস্থা হতে হয় বলে অভিযোগ ওঠে। বড়তলা থানায় প্রাক্তন আইপিএস অফিসার পঙ্কজ দত্তকে ডেকে হেনস্থার অভিযোগে জল গড়ায় রাজ্য মানবাধিকার কমিশন পর্যন্ত। অবশেষে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে, নিল বড় ব্যবস্থা। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুঞ অধিকারী* বলেন, * অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার পঙ্কজ দত্তকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বড়তলা থানাতে একাধিকবার ডেকে হেনস্থা করা হয়। পঙ্কজ দত্তকে সকাল ১০টায় ডাকা হয়, রাত ১০টায় ছাড়া হয়। তাঁকে থানায় চা তো দূরের কথা, জল খেতেও দেওয়া হয়নি।

করা হয় অপরিসীম হেনস্থা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি সেইসময় তৎকালীন বিধায়কদের নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলাম। সেইসময়কার আইওকে সাসপেন্ড করলাম। সেইসময় ওই থানার যিনি আইসি, সেই সুবর্ণ দত্তকে সাসপেন্ড করলাম'। *উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের প্রসঙ্গে তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কালিয়াগঞ্জে এক ছাত্রীকে শারীরিক অত্যাচার করে খুন করা হয়। পরবর্তীকালে দেহ ভেসে ওঠে পুকুরে। স্থানীয় পঞ্চায়েত উপপ্রধানের ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয় এলাকা। অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবিতে শান্তিপূর্ণ অবস্থান করেন স্থানীয়রা। সেই ঘটনায় শুরু হয় ধরপাকড়।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আন্দোলনে গেছিলেন বলে পুলিশের টিম রাত ২ টায় মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের বাড়ি পৌঁছায়। তিনি দরজা খুললে থানার আধিকারিকরা সরাসরি বুকে গুলি করেন। আমি তাঁর স্ত্রীকে অ্যাটেনডেন্টের কাজ দি। ক্ষমতায় আসার পর তদন্ত করেছি। এএসআই মোয়াজ্জেম হোসেনকে সাসপেন্ড করা হল।'

## হাইকোর্ট অনুমতি নেই

# স্কুটিতে চেপে মিছিলে যোগ মমতার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

কলকাতা হাইকোর্টের পক্ষ থেকে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় প্রতিবাদ জানানোর জন্য মিছিলের অনুমতি না পেলেও কলকাতার রাজপথে মিছিল করল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। আগাম ঘোষণা ছাড়া ইস্কুটিতে চেপে সেই মিছিলে যোগ দিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে অনুমতি ছাড়া মিছিল করার অপরাধে তৃণমূলের একাধিক নেতাকে কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করায় প্রতিবাদ জানাতে কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লাল বাজারে হাজির হলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন এবং ডেরেক ও'ব্রায়েন সহ তৃণমূলের প্রথম সারির একাধিক নেতা।প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে কালীঘাটপন্থী তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে মিছিলের অনুমতি দিল না হাই কোর্ট। তার পরেই উত্তেজনা ছড়াল কলকাতার পদ্মপুকুরে। কুণাল ঘোষ এবং বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়কে আটক করল পুলিশ। সেই খবর পেয়েই রাস্তায় নেমে পড়লেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পৌঁছে গেলেন পদ্মপুকুরে। শনিবার দুপুরে এখান থেকেই টিএমসিপি-র মিছিল শুরু করার পরিকল্পনা ছিল। পরে সেখান থেকে স্কুটিতে চেপে কালীঘাটের বাড়িতে ফেরেন মমতা। কালীঘাট তৃণমূলের দাবি, প্রথমে পুলিশ পদ্মপুকুর থেকে মৌলালি পর্যন্ত মিছিলে অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু পরে সেই অনুমতি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তাদের দাবি, কালীঘাটপন্থী টিএমসিপির সভানেত্রী প্রিয়ঙ্কা অধিকারীকে দুপুরে ই-মেল করে বলা হয়; শুক্রবারের ঘটনার জেরে মিছিলে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। বাম ছাত্র সংগঠনগুলির ডাকে শুক্রবার নিট-কাণ্ডের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অশান্তির অভিযোগ উঠেছে। এ অবস্থায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়ে দেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে মিছিলে অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। হাইকোর্টের এই নির্দেশ প্রকাশ্যে আসার পরেই পদ্মপুকুর থেকে জমায়েত সরাতে শুরু করে পুলিশ। তাতে পুলিশের সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তি শুরু হয় কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের। পুলিশ মিছিল আটকাতে গেলে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে তীব্র বচসা ও ধস্তাধস্তি শুরু হয়, যার জেরে সিআইটি রোডে যান চলাচল ব্যাহত হয়। ঘটনাস্থল থেকে বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ এবং আটক করা হয় নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়কে। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে হাজির হন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাংসদ দোলা সেন ও ডেরেক ও'ব্রায়েন। হাতে লাল কাপড়ে মোড়া সংবিধানের কপি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশি পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেন এবং অভিযোগ তোলেন যে গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মমতা বলেন, 'আদালতের নির্দেশকে সম্মান জানিয়ে আমরা মিছিল করিনি, কেবল দুটি ঘণ্টার জন্য একটি শান্তিপূর্ণ জমায়েত করতে চেয়েছিলাম। আমরা এখানে দলীয় স্বার্থে নয়, শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে এসেছি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশে দিল্লি সরকারের মতো এখানেও কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা চলছে, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে মানুষের কথা বলা বন্ধ হবে না।' অন্যদিকে, হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে বিনা অনুমতিতে সভা-মিছিল করার অভিযোগে পুলিশ এই আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানিয়েছে। সব মিলিয়ে নিট কাণ্ডকে কেন্দ্র করে তিলোত্তমায় রাজ্য রাজনীতি ও পুলিশের সংঘাত এখন চরম আকার ধারণ করেছে।

## অন্নপূর্ণা যোজনার তালিকা নিয়ে ক্ষোভ, বিধায়কদের মাঠে নামার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

**অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধাভোগীদের তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসতেই দলের বিধায়কদের সরাসরি দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠকে তিনি স্পষ্ট করে দেন, সরকারি আধিকারিকদের রিপোর্টের উপর পুরোপুরি নির্ভর না করে বিধায়কদের নিজেদের এলাকায় গিয়ে প্রকৃত উপভোক্তাদের চিহ্নিত করতে হবে।**

অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধাভোগীদের তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসতেই দলের বিধায়কদের সরাসরি দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠকে তিনি স্পষ্ট করে দেন, সরকারি আধিকারিকদের রিপোর্টের উপর পুরোপুরি নির্ভর না করে বিধায়কদের নিজেদের এলাকায় গিয়ে প্রকৃত উপভোক্তাদের চিহ্নিত করতে হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, জনকল্যাণমূলক এই প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হলে তার সরাসরি প্রভাব সরকারের জনভিত্তিতে পড়তে পারে;সেই কারণেই জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তালিকায় এমন ব্যক্তিদের নাম রয়েছে যাঁদের পরিবারের বার্ষিক আয় নির্ধারিত সীমার উপরে। আবার যোগ্য বহু মহিলার নাম এখনও তালিকায় জায়গা পায়নি। তাঁর কথায়, শুধু আধিকারিকদের উপর নির্ভর করলে হবে না। তালিকায় কার নাম থাকা উচিত এবং কার নাম বাদ দেওয়া দরকার, সেই কাজেও বিধায়কদের দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, বিধায়কদের জনসংযোগ বাড়াতে হবে। ভুল নামগুলি চিহ্নিত করার পাশাপাশি প্রকৃত প্রাপকদের তালিকাও দ্রুত তৈরি করতে হবে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে কোনও প্রশাসনিক ত্রুটি থাকলে তার দায় এড়িয়ে যেতে চাইছে না সরকার; একই সঙ্গে দলের জনপ্রতিনিধিদেরও সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। অন্নপূর্ণা যোজনা বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প। আগের সরকারের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর বিকল্প হিসেবে চালু এই প্রকল্পে বর্তমানে যোগ্য মহিলাদের মাসে ৩,০০০ টাকা দেওয়ার কথা। চলতি মাসে কয়েক দফায় বহু উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থ পৌঁছেছে। তবে কিছু নাম বাদ পড়া এবং কিছু অনুপযুক্ত নাম তালিকাভুক্ত হওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিধায়কদের দিয়ে তালিকা যাচাইয়ের সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক তাৎপর্যও রয়েছে। কারণ, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছনোর ক্ষেত্রে স্থানীয় স্তরে জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয়তা যেমন প্রশাসনিক ঘাটতি কমাতে পারে, তেমনই প্রকল্পের দায়ভারও রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর আরও স্পষ্ট করে দেয়।

সকালের শিরোনাম
সম্পাদকীয়
২৬ জুলাই ২০২৬ রবিবার

## জেন জি-র জ্যাকেটে মোদী?

গত এক দশকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক যোগাযোগের ধরন বলতে সাধারণ মানুষের মনে যে ছবি তৈরি হয়েছে, তা ছিল অনেকটাই একমুখী। 'মন কি বাত', বড় বড় জনসভা, নির্দিষ্ট সময়ে জাতির উদ্দেশে ভাষণ কিংবা এক্স-এ বার্তা;এটাই ছিল তাঁর পরিচিত রাজনৈতিক স্টাইল। কিন্তু ২০২৬ সালের ভারতের ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সেই ছবিতে দৃশ্যত পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। এখন তিনি সেলফি ক্যামেরায় ভিডিও করছেন, মধ্য রাতে ইনস্টাগ্রাম-ধাঁচের রিল পোস্ট করছেন, ভিডিওর শেষে বলছেন, এত বছর দেশবাসী মোদীকে 'মিত্র' বলতে শুনেছেন। আবার মন্ত্রিসভার সহকর্মীদেরও পরামর্শ দিচ্ছেন, তরুণদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ইনস্টাগ্রাম রিল এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশন করতে।এই পরিবর্তন শুধুই কি প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মেলানোর চেষ্টা? নাকি এর পিছনে রয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় যুব আন্দোলনের রাজনৈতিক চাপ? এই প্রশ্নই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।এবারের আন্দোলনের বিশেষত্ব ছিল, এটি শুধু রাস্তায় নয়, সোশ্যাল মিডিয়াতেও সমান শক্তিশালী। দিল্লির যন্তর মন্তর থেকে শুরু হওয়া নিট প্রশ্নফাঁস বিরোধী আন্দোলনের ভাষা ছিল মিম, রিল, এআই ভিডিও, ব্যঙ্গ এবং পপ কালচারের রেফারেন্স। প্রতিবাদকারীদের বড় অংশই জেন জি প্রজন্ম। ফলে আন্দোলনের ভাষাও হয়ে উঠেছিল সেই প্রজন্মের ভাষা। প্রচলিত রাজনৈতিক স্লোগানের বদলে অ্যালগরিদম, ট্রেন্ডিং অডিও এবং ভাইরাল কনটেন্ট আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

ঠিক এই সময়েই প্রধানমন্ত্রী মোদীর যোগাযোগের কৌশলেও পরিবর্তন দেখা যায়। দীর্ঘ নীরবতার পর তিনি পরপর দুদিন মধ্য রাতে ভিডিও প্রকাশ করেন। তাও আবার রিল ফরমেটে। সেখানে প্রশ্নফাঁস বিষয়টিকে সামনে এনেছেন 'লক্ষ লক্ষ ছাত্র ও তাদের পরিবার'। মোদী লাইভে জানান, আরও কঠোর আইন আনা হবে, ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট গঠন করা হবে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সেই সংক্রান্ত বিল আনার কথাও ঘোষণা করা হয়।কিন্তু এখানেই বিষয়টি শুধু নীতিগত ঘোষণায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভিডিওটির উপস্থাপনাও ছিল আলাদা। নির্দিষ্ট মঞ্চ বা সরকারি সেটআপ নয়, বরং ফোনের ক্যামেরায় রেকর্ড করা বার্তা। রাত প্রায় বারোটার সময় পোস্ট করা হয় সেই ভিডিও। ভারতের রাজনীতিতে, বিশেষ করে মোদীর যোগাযোগ কৌশলে, এটি ছিল তুলনামূলকভাবে ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ।পরদিন (২৪ জুলাই) আবার আরেকটি ভিডিও পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, তরুণদের কাছ থেকে অসংখ্য মতামত ও পরামর্শ পেয়েছেন এবং সেই অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। আগে যেখানে 'মিত্রো' সম্বোধনটি তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ের অংশ হয়ে উঠেছিল, সেখানে এখন অনেকের কাছেই নতুন বার্তা হিসেবে ধরা পড়েছে।একই সময়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সহকর্মীদের উদ্দেশে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেন। তিনি জানতে চান, কতজন মন্ত্রী নিয়মিত ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করেন।

এরপর তিনি বলেন, দেশের তরুণদের বড় অংশ এই প্ল্যাটফর্মেই রয়েছে। তাই শুধু সরকারি প্রকল্পের তথ্য নয়, রিল, ছোট ভিডিও এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশনের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বাড়াতে হবে।গত কয়েক বছরে বিজেপির ডিজিটাল প্রচার মূলত এক্স, ইউটিউব এবং হোয়াটসঅ্যাপকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তরুণদের বড় অংশের রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে ইনস্টাগ্রাম। সেখানে তথ্য যেমন দ্রুত ছড়ায়, তেমনই ব্যঙ্গ, মিম এবং ছোট ভিডিওর মাধ্যমে রাজনৈতিক বয়ানও দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সেই বাস্তবতাকে স্বীকার করেই সরকার নিজেদের যোগাযোগ কৌশল বদলাচ্ছে বলেই মনে করছেন অনেক পর্যবেক্ষক।তবে এটাও সত্য, সরকারের এই নতুন ডিজিটাল যোগাযোগের ধরন এমন এক সময়ে সামনে এসেছে, যখন প্রশ্নফাঁস নিয়ে দেশজুড়ে রাজনৈতিক চাপ ও ছাত্রদের ক্ষোভ তুঙ্গে। প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে ছাত্রদের ক্ষোভ, বিরোধীদের লাগাতার আক্রমণ এবং যন্তর মন্তরের আন্দোলন কেন্দ্রকে প্রতিক্রিয়া জানাতে বাধ্য করেছে। প্রধানমন্ত্রী কড়া আইনের আশ্বাস দিলেও আন্দোলনের অন্যতম দাবি;কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ; সে বিষয়ে কোনো ঘোষণা করেননি। ফলে সরকারের পদক্ষেপকে অনেকেই আংশিক সাড়া হিসেবে দেখছেন।আগে সরকার সাধারণত নীতি ঘোষণা করত, পরে সেই বার্তা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ত। এবার যেন উল্টো ছবি দেখা গেল। প্রথমে ভাইরাল ভিডিও, তারপর রিল, তারপর ধন্যবাদ বার্তা, এরপর মন্ত্রীদের ইনস্টাগ্রামে সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ।

## স্মৃতির পাতা থেকে

### নিল আর্মস্ট্রং

নিল এলডেন আর্মস্ট্রং ছিলেন একজন মার্কিন মহাকাশচারী, বৈমানিক প্রকৌশলী এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণকারী প্রথম ব্যক্তি। তিনি একজন নৌ-বিমানচালক, পরীক্ষামূলক বৈমানিক, এবং একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।পারডিউ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক আর্মস্ট্রং বৈমানিক প্রকৌশল-এ শিক্ষাগ্রহণ করেন। মার্কিন নৌবাহিনী তার পড়ার খরচ প্রদান করতেন 'হলোওয়ে প্ল্যান' এর তত্ত্বাবধানে। তিনি ১৯৪৯ সালে মিডশিপম্যান (মার্কিন নৌ ক্যাডেট) ও পরবর্তী বছরই একজন নৌ-বিমানচালক হন। তিনি গ্রামম্যান এফ৯এফ বিমান থেকে কোরিয়ার যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেন। ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বরে, লো বম্বিং রান করার সময় তার বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় যখন বিমানটি একটি আকাশযান প্রতিরোধী কেবলের সাথে সংঘর্ষের শিকার হয়। বিমানটির একটি ডানা ধ্বংস হয় এবং তাকে বিমান থেকে প্যারাস্যুটের মাধ্যমে লাফ দিতে হয়। যুদ্ধের পর তিনি পারডিউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি লাভ করেন এবং এডোয়ার্ডস এয়ার ফোর্স বেইজ, ক্যালিফোর্নিয়ায় -তে পরীক্ষামূলক বৈমানিক হন। তিনি তসেঞ্চুরি সিরিজ ফাইটার্সের একজন প্রজেক্ট পাইলট ছিলেন এবং উত্তর আমেরিকার এক্স-১৫ বিমানটি সহ সাতবার উড্ডয়ন করেন। নিল আর্মস্ট্রং মার্কিন বিমানবাহিনীতে 'বোয়িং এক্স-২০ ডায়না-সোয়ার হিউম্যান স্পেসফ্লাইট' প্রোগ্রামগুলোতে এবং অ্যান ইন স্পেস সুনেস্টদ হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।আর্মস্ট্রং নাসা'র দ্বিতীয় মহাকাশচারী দলের মহাকাশচারী কর্পসে ১৯৬২ সালে নির্বাচিত হয়ে যোগদান করেন। তিনি তার প্রথম মহাকাশযাত্রা করেন জেমিনি-৮ মহাকাশযানের কমান্ড পাইলট হিসেবে। তিনি ছিলেন নাসা'র প্রথম বেসামরিক মহাকাশচারী। তিনি তার এই মিশনে বৈমানিক ডেভিড স্কটের সঙ্গে প্রথমবারের মতো তস্পেসক্রাফট ডকিংদ অর্থাৎ মহাশূন্যে দুটি মহাকাশযানকে মিলিত করেন। মিশনটি অবশ্য বাতিল করা হয় যখন আর্মস্ট্রং বিপদজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন। আর্মস্ট্রং-এর শেষ এবং দ্বিতীয় মহাকাশযাত্রার প্রশিক্ষণের সময়, যেখানে তিনি ছিলেন এপোলো-১১ এর অধিনায়ক, তাকে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে লুনার ল্যান্ডিং রিসার্চ ভিহিকল এর সাহায্যে অবতরণ করতে হয়েছিলো। জুলাই ২০, ১৯৬৯ তারিখে আর্মস্ট্রং এবং চন্দ্রগামীযানের বৈমানিক বাজ আলড্রিন প্রথমবারের মতো চাঁদে পা রাখেন। তাঁরা পরের দিন দুই ঘণ্টা ত্রিশ মিনিট তাদের ঈগল নামক চন্দ্রযানটির বাইরে অবস্থান করেন। সহযাত্রী মাইকেল কলিন্স চন্দ্রযানটিতে অবস্থান করেন। চাঁদে পা ফেলেই আর্মস্ট্রং তার বিখ্যাত উক্তিটি করেন, এটি মানুষের জন্য অতি ক্ষুদ্র পদক্ষেপ; কিন্তু মানবজাতির জন্য এক বিরাট অগ্রযাত্রা। কলিন্স ও আলড্রিনের সাথে আর্মস্ট্রং মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনের কাছ থেকে পদক লাভ করেন। রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার তাকে ভূষিত করেন পদক দিয়ে। ২০০৯ সালে আর্মস্ট্রং ও তার সহযাত্রীদের প্রদান করা হয়। ১৯৭১ সালে নাসা থেকে পদত্যাগ করে আর্মস্ট্রং চিনচিনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অধ্যাপনা করেন। তিনি মহাকাশযান চ্যালেঞ্জার এর দুর্ঘটনার তদন্তের জন্য গঠিত 'রজার্স কমিশনের' সদস্য ছিলেন। বেশ কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র হিসেবেও দায়িত্বপালন করেন এবং আর্মস্ট্রং ১৯৭৯ সালের জানুয়ারির শুরু থেকে ক্রিস্লার নামক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনেও আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর্মস্ট্রং ১৯৩০ সালের ৫ই আগস্ট ওয়াপাকোনেটা, ওহাইও-তে জন্মগ্রহণ করেন।তিনি ভিওলা লাউসি ও স্টিফেন কনিগ আর্মস্ট্রং এর সন্তান। তিনি জার্মান, স্কটস-আইরিশ, স্কটিশ বংশোদ্ভূত। তার ভাই 'ডিন' এবং বোন 'জুন'।

# ছাত্র আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীরা কে কোথায় দাঁড়িয়ে?

২৬ মে ২০২৬ সালে ভারতের ছাত্র ও যুব আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল একটি নাম; 'কোকরোচ জনতা পার্টি' বা সিজেপি । নিট পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ফাঁস, সিবিএসই খাতা মূল্যায়নে কারচুপি, বারবার নিয়োগ পরীক্ষার চরম ব্যর্থতা এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে দিল্লির যন্তর মন্তর। কিন্তু এই আন্দোলন কেবল আর সাধারণ ছাত্র কিংবা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে বিনোদন, বুদ্ধিজীবী মহল ও জাতীয় রাজনীতির আঙিনায়। শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানানো আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। লাঠির জোর দিয়ে তরুণদের কণ্ঠ রোধ করা যায় না, দরকার মন খুলে আলোচনার।যন্তর মন্তরের তপ্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ভাষায় এই কথাই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন প্রবীণ অভিনেত্রী শবানা আজমি।২৬ মে ২০২৬ সালে ভারতের ছাত্র ও যুব আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল একটি নাম; 'ককরোচ জনতা পার্টি' বা সিজেপি । নিট পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ফাঁস, সিবিএসই খাতা মূল্যায়নে কারচুপি, বারবার নিয়োগ পরীক্ষার চরম ব্যর্থতা এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে দিল্লির যন্তর মন্তর। কিন্তু এই আন্দোলন কেবল আর সাধারণ ছাত্র কিংবা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে বিনোদন, বুদ্ধিজীবী মহল ও জাতীয় রাজনীতির আঙিনায়। আদালতে বিচারপতি সূর্য কান্তের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে 'ককরোচ' বা 'আরশোলা' শব্দটিকে নিজেদের অপমান ও ক্ষোভের প্রতীক বানিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন দলটির মূল রূপকার অভিজিৎ দীপকে এবং তাঁর সহযোদ্ধা সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঞ্জ্বা। একটি অনলাইন ব্যঙ্গাত্মক উদ্যোগকে তাঁরা সশরীরে উপস্থিত রাজপথের গণআন্দোলনে রূপ দেন। তবে তরুণদের এই লড়াইকে এক লহমায় এক অনন্য নৈতিক উচ্চতায় নিয়ে যান প্রখ্যাত পরিবেশকর্মী ও শিক্ষাবিদ সোনাম ওয়াংচুক। যন্তর মন্তরে তাঁর অনশন আন্দোলনকে এনে দেয় গান্ধীবাদী আত্মত্যাগের মাত্রা। পরে স্বাস্থ্যের অবনতি হলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেই কঠিন সময়ে আন্দোলন পরিচালনা ও আইনি লড়াইয়ের হাল ধরেন তাঁর স্ত্রী তথা শিক্ষাবিদ গীতাঞ্জলি জে অ্যাংমো। এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল সোশ্যাল মিডিয়ার গণ্ডি পেরিয়ে বিনোদন জগতের মানুষের সরাসরি রাজপথে নেমে আসা। প্রবীণ অভিনেত্রী শবানা আজমি বারবার যন্তর মন্তরে ছুটে গিয়েছেন, আন্দোলনকারীদের কথা শুনেছেন। তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে প্রখ্যাত গীতিকার ও লেখক জাভেদ আখতার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে একটি চিঠি পাঠান, যেখানে অবিলম্বে শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে তাঁদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার আর্জি জানানো হয়।একই সুর শোনা যায় অভিনেত্রী রত্না পাঠক শাহ-এর কণ্ঠেও। তিনি সর্বসমক্ষে অত্যন্ত চাঁচাছোলা ভাষায় সরকারের এই পুলিশি দমনপীড়নের তীব্র প্রতিবাদ জানান। রত্না পাঠক শাহ পরিষ্কার করে বলেন যে, নিজের অধিকারের জন্য সোচ্চার হওয়া তরুণদের গায়ে 'বিশৃঙ্খলাকারী' বা 'দেশবিরোধী' তকমা দিয়ে তাঁদের দাবিকে দমিয়ে দেওয়া কোনো সুস্থ ও সভ্য সমাজের লক্ষণ হতে পারে না।একইভাবে দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা প্রকাশ রাজ সরাসরি দিল্লির ধরণাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি হাতে দেশের সংবিধানের কপি তুলে ধরে স্লোগান তোলেন এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার জটিল আইনি মারপ্যাঁচকে সাধারণ মানুষের কাছে নাগরিক অধিকারের ভাষায় বুঝিয়ে দেন।রাজনৈতিক ব্যঙ্গ রচয়িতা কুণাল কামরা এবং অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর যন্তর মন্তরে এসে আন্দোলনকারীদের সশরীরে সমর্থন জানান। কুণাল কামরার উপস্থিতি ইন্টারনেট ও মিমের দুনিয়ায় গড়ে ওঠা ক্ষোভকে রাজপথের লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়।

অভিনেত্রী হুমা কুরেশি তাঁর ভাই সাকিব সেলিমকে নিয়ে আন্দোলনস্থলে পৌঁছন। সেখানে উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের সামনে হুমা অত্যন্ত কড়া ভাষায় বলেন যে তিনি সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার্থীদের দাবির পক্ষে আছেন এবং পরীক্ষা ফাঁসের দায় নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতেই হবে। এছাড়া মডেল ও অভিনেত্রী পুনম পাণ্ডেও যন্তর মন্তরে গিয়ে শিক্ষার্থীদের এই প্রতিবাদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে আসেন।এঁরা সকলেই তখন ছাত্রদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান যখন তাদের পুলিশদের লাঠির ঘায়ে হাসপাতালে যেতে হয়নি। এঁরা সকলেই তাদের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।তারপর ২০ জুলাই, সংসদ ভবন অভিযানে এই আন্দোলনের রূপে ভয় পেয়ে দিল্লি পুলিশ তার ভয়ঙ্কর লাঠি চালায় শিক্ষার্থীদের উপর। এই ঘটনার পর বহু চেনা মুখ এই ঘটনার নিন্দা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেনি। আবার অনেকেই এখনও বিরত।

কিন্তু কেন? তাঁরা কি জানেন না দেশ কীসে তোলপাড়? নাকি তাঁরা এই ঘটনাকে ভুল মনে করেন না?সম্প্রতি প্রায় ৭০ হাজার ফলোয়ার থাকা ক্যাটরিনা ক্যাফের একটি ফ্যানপেজ বন্ধ করে দেয় সেই পেজের অ্যাডমিন। কারণ, অভিনেত্রী এই বিষয়ে কোনো মত পোষণ করেননি বলে।আমরা কয়েকদিন পর পরই শুনতে পাই, শিল্পীদের কাজ হারানোর বিভিন্ন অদ্ভুত সব কারণ। ছবির মাঝপথে শিল্পী বদল, কাজের পরও বিভিন্ন রকম ঝামেলা, এছাড়া কাজ না পাওয়া, চলচ্চিত্র জগতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি তো আছেই। এ তো গেল, ইন্ডাস্ট্রির ভিতরের কথা। এর বাইরে চলচ্চিত্র জগতের ক্রমবর্ধমান করপোরেট সংস্কৃতির সঙ্গে এমন এক পরিবেশ তৈরি হয়েছে, যেখানে বিতর্ক মানেই বড়সড় আর্থিক ক্ষতি। তারকারা কেবল অভিনেতা নন, তাঁরা একেকটি 'ব্র্যান্ড'; যাঁদের বাণিজ্যিক মূল্য বজায় রাখা নির্ভর করে তাঁদের ভাবমূর্তির উপর। এমন পরিস্থিতিতে এই নীরবতাই তাঁদের জন্য ঝুঁকি এড়ানোর উপায়।তবে একে রাজনৈতিক উদাসীনতা বলা ভুল হবে। অফিসিয়ালি কিচ্ছু বলা বারণ থাকে না, কিন্তু মুখ খুললে তার মাসুল গুনতে হবে।যন্তর মন্তরের প্রতিবাদের উত্তাপ দিল্লির সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এখন তা দেশজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে। মুম্বইয়ের রাজপথেও ছড়াতে সময় নেয়নি। রণবীর সিং অভিনীত বহুচর্চিত সিনেমা 'ধুরন্ধর'-এর জনপ্রিয় আইটেম গান তশারারাতদ-এর মাধ্যমে রাতারাতি নজর কাড়া অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী আয়েশা খান ছাত্রদের সমর্থন করতে পৌঁছন মুম্বইয়ের দাদরে। যেখানে 'ধুরন্ধর' সিনেমার মূল তারকাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, সেখানে আয়েশা খান কোনো রাজনৈতিক জটিলতার তোয়াক্কা না করে সরাসরি ছাত্রদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। মুম্বইয়ের দাদারে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে, কোনো স্লোগান না দিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু মুম্বই পুলিশ অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের জোর করে ধরে পুলিশ ভ্যানে তোলে। পরবর্তীতে ওয়ার্লি থানায় কয়েক ঘণ্টা আটকে রাখার পর ছেড়ে দেওয়া হলে আয়েশা ইনস্টাগ্রামে এক আবেগঘন ভিডিও শেয়ার করে চরম আতঙ্ক ও ক্ষোভের কথা জানান। কাঁপানো গলায় তিনি বলেন যে তিনি কেবল রাস্তায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন, কোনো প্রতিবাদ শুরু করার আগেই পুলিশ তাঁকে ভ্যানে তুলে নেয়।যারা দিল্লিতে সরাসরি পৌঁছতে পারেননি, তাঁদের ভার্চুয়াল প্রতিরোধও কম তীব্র ছিল না। সংগীতশিল্পী অরিজিৎ সিং তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পেজে লেখেন যে, চাইলে তাঁর প্লেলিস্ট ডিলিট করে দিতে পারেন কিন্তু এই কঠিন সময়ে তিনি দেশের শিক্ষার্থীদের পাশে আছেন এবং তাঁদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানান। মেগাস্টার সালমান খান আন্দোলনস্থলে সহিংসতার খবর পেয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে এটি একটি পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ছিল, এখানে হিংসার কোনো স্থান নেই এবং সরকারের উচিত যুবসমাজের কথা শোনা। অভিনেতা সোনু সুদ পুলিশি দমনপীড়নের কড়া সমালোচনা করে বলেন যে শিক্ষার্থীদের পুলিশি লাঠি বা শক্তি দিয়ে নয়, বরং সহানুভূতি ও মানবিকতা দিয়ে বিবেচনা করা দরকার। সংগীতশিল্পী দিলজিৎ দোসাঞ্জ নিজের বিরুদ্ধে উঠতে থাকা অপপ্রচারের পরোয়া না করে সোজাসাপ্টা জানান যে তরুণদের উপর এমন দমনপীড়ন এক সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ হতে পারে না। তারকা দম্পতি রিতেশ ও জেনেলিয়া দেশমুখ জানান যে যুবসমাজই এই দেশের হৃৎস্পন্দন, তাই তাঁদের ভয় ছাড়া স্বাধীনভাবে কথা বলতে দেওয়া উচিত।কমেডিয়ান বীর দাস অন্য বিনোদন তারকাদের আয়না দেখিয়ে প্রশ্ন তোলেন যে, যে তরুণদের উপর ভিত্তি করে আমাদের এই বিনোদন শিল্প চলে, তাদের বিপদের দিনে চুপ থাকা অন্যায়। এদের পাশাপাশি ভূমি পেডনেকর, দিয়া মির্জা, সোনি রাজদান, অদিতি রাও হায়দারি, অনুরাগ কাশ্যপ, নাসিরুদ্দিন শাহ, জিনাত আমান, আলিয়া ভট্ট, সোনাক্ষী সিনহা এবং অতুল কুলকার্নির মতো ব্যক্তিত্বরা ভিডিও ও বার্তার মাধ্যমে নিরন্তর সোচ্চার হয়ে ওঠেন। সংস্কৃতি জগতের এই প্রতিরোধ ধীরে ধীরে সংসদের অলিন্দেও আছড়ে পড়ে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী যন্তর মন্তরের এই দাবিগুলিকে সংসদের মূল বিতর্কে পরিণত করেন। তিনি ও প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের কাছে অবস্থান বিক্ষোভে বসে পুলিশের হাতে আটক হন। তাঁদের পাশাপাশি সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর, শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত এবং ভীম আর্মির প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদ এই আন্দোলনের পক্ষে এক শক্তিশালী বিরোধী জোট গড়ে তোলেন। এমনকী শাসক জোটের ভিতর থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান প্রকাশ্যে স্বীকার করতে বাধ্য হন যে শিক্ষার্থীদের এই ক্ষোভ অত্যন্ত বাস্তব এবং বলপ্রয়োগের বদলে আলোচনার মাধ্যমেই এর সমাধান হওয়া দরকার।পরবর্তীতে রাজনৈতিক চাপ বাড়ায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে. পি. নাড্ডা সিজেপি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনায় বসেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের আশ্বাস দিতে বাধ্য হন। তবে এই আন্দোলনের আসল নায়ক কিন্তু কোনো সেলিব্রিটি বা রাজনেতা নয়।

আন্দোলনের আসল মুখ সেইসব অগণিত নিট ও সিবিএসই পরীক্ষার্থী, মধ্যবিত্ত বাবা-মা এবং রোদে পুড়ে রাজপথে বসে থাকা সাধারণ মানুষ। তারকা ও বুদ্ধিজীবীদের এই সোচ্চার অংশগ্রহণ সেই সাধারণ মানুষের লড়াইকেই কেবল এক সর্বভারতীয় মানচিত্র ও নৈতিক মর্যাদা এনে দিয়েছে। সৌঃ ইন্সক্রিপ্ট ডট মি।

## খবর

## সেবাশ্রয় নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ, শুভেন্দুর কড়া হুঁশিয়ারি

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

সেবাশ্রয় প্রকল্পকে ঘিরে অভিযোগের তদন্তে এ বার আরও কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিল রাজ্য সরকার। শনিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করলেন, বিনামূল্যে চিকিৎসার নামে আয়োজিত শিবিরে রোগীদের গুরুতর ক্ষতির অভিযোগ সামনে এসেছে। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তাঁর হুঁশিয়ারি, খুনের মামলা হবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না। এক বার ঢুকলে বেরোবে না।বিধানসভায় বক্তব্যের সময় একটি মা ও শিশুর ছবি দেখিয়ে শুভেন্দুর অভিযোগ, সেবাশ্রয়ের চিকিৎসার পর কারও হাত, কারও পা বাদ দেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাঁর দাবি, শিবিরে ব্যবহারের জন্য সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক এবং এক্স-রে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফির মতো যন্ত্রও বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শুধু চিকিৎসা পরিষেবা নয়, ওষুধ নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের গুদাম থেকে ২০২১ সালের মেয়াদ-উত্তীর্ণ ওষুধ উদ্ধার হয়েছে। সেগুলি সেবাশ্রয়-২৫ শিবিরে রোগীদের দেওয়ার অভিযোগও করেন তিনি।বিষয়টি কতটা গুরুতর, তা বোঝাতে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজের এক জুনিয়র চিকিৎসকের চিঠিও বিধানসভায় পড়ে শোনান শুভেন্দু। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে ওই চিকিৎসককে চাপের মুখে শিবিরে ডিউটি করতে হয়েছিল। একই সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়াদের দিয়ে চিকিৎসা করানোর অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়া চিকিৎসক হতে পারে? চিকিৎসা করতে পারে? সরকার যে বিষয়টিকে নিছক রাজনৈতিক অভিযোগ হিসেবে দেখছে না, তার ইঙ্গিতও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিষ্ণুপুর থানায় একাধিক মামলা হয়েছে বলে জানিয়ে তিনি বলেন, তআমরা প্রমাণ সংগ্রহ করছি। তদন্ত চলছে।দ সিআইডি, এসটিএফ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশ এবং চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তদন্তকারী দল কাজ করছে বলেও জানান তিনি। অভিযোগকারীদের বক্তব্যকে এফআইআর হিসেবে নিয়ে তদন্ত এগোনোর কথাও বলা হয়েছে। সরকারি অর্থ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের হিসাব খতিয়ে দেখতে স্বাস্থ্য দফতর, পরমাণু শক্তি দফতর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তাদের কাছেও চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে দাবি শুভেন্দুর। ডায়মন্ড হারবার ও নন্দীগ্রামের সেবাশ্রয় কর্মসূচিতে সরকারি অর্থের ব্যবহারও পরীক্ষা করা হচ্ছে। ফলে সেবাশ্রয় নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর এখন প্রশাসনিক তদন্তের পর্যায়ে পৌঁছেছে। শুভেন্দুর বক্তব্য, কোনও ছাড়াছাড়ির সিন নেই, সুযোগও নেই। তাঁর শেষ বার্তা;সময় কথা বলবে, টাইম উইল স্পিক।

## সেবাশ্রয়', জুনিয়র চিকিৎসকের চিঠি ঘিরে নতুন চাপ অভিষেকের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

সেবাশ্রয়' কর্মসূচিকে ঘিরে বিতর্ক এবার বিধানসভার ভিতরে নতুন মাত্রা পেল। এক দিকে চিকিৎসা শিবিরে পরিষেবার মান ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ, অন্য দিকে এক জুনিয়র চিকিৎসকের চিঠি;এই দুই বিষয়কে সামনে রেখে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে সরাসরি আঙুল তুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, এই কর্মসূচি ঘিরে ওঠা অভিযোগকে আর নিছক রাজনৈতিক চাপানউতোর হিসেবে দেখছে না সরকার।

বিধানসভায় বক্তব্য রাখার সময় মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, মেডিক্যাল কলেজের এক জুনিয়র চিকিৎসক রাজীব বিশ্বাস তাঁকে চিঠি লিখে 'অভয়া' আন্দোলনে নিজের ভূমিকা এবং পরবর্তী পরিস্থিতির কথা জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, আন্দোলনে যুক্ত থাকার জেরে কলেজের কয়েক জন ছাত্র এবং অধ্যক্ষের সঙ্গে বিরোধ তৈরি হয়েছিল। স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে দীর্ঘদিন চাপের মধ্যে থাকার আশঙ্কার কথাও ওই চিঠিতে রয়েছে বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, পরে আমতলা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত 'সেবাশ্রয়' শিবিরে চিকিৎসা পরিষেবায় যুক্ত হন ওই চিকিৎসক। 'সেবাশ্রয়-২' পর্বে পড়াশোনার কারণে তাঁর অংশগ্রহণ সীমিত ছিল বলেও চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে। ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে নিজের বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে দেখার আবেদন করেছেন ওই জুনিয়র চিকিৎসক;এমনটাই বিধানসভায় জানান মুখ্যমন্ত্রী।এর পাশাপাশি শিবিরের চিকিৎসা পরিকাঠামো নিয়েও একাধিক অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, তএকটি শিশুর হাত গেছে, এক মহিলা পা হারিয়েছেন।দ সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম শিবিরে ব্যবহারের বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, তআলট্রাসোনোগ্রাফি এবং এক্স-রে মেশিন বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অভিষেককে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, তএটা খুনের মামলা। কেউ বাঁচাতে পারবে না।দ যদিও এই অভিযোগগুলির সত্যতা এবং দায় নির্ধারণ তদন্তের বিষয়, রাজনৈতিক ভাবে এর তাৎপর্য যথেষ্ট। কারণ, এক সময় 'ডায়মন্ড হারবার মডেল' হিসেবে প্রচার পাওয়া স্বাস্থ্য পরিষেবা কর্মসূচিই এখন বিরোধীদের আক্রমণের পাশাপাশি সরকারি তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। বিধানসভায় জুনিয়র চিকিৎসকের চিঠি প্রকাশ্যে আনার মধ্য দিয়ে সরকার কার্যত জানিয়ে দিল, 'সেবাশ্রয়' বিতর্ক এখন শুধু রাজনৈতিক অভিযোগের পর্যায়ে নেই। চিকিৎসা পরিষেবা, সরকারি সম্পদের ব্যবহার এবং প্রশাসনিক দায়;তিনটি প্রশ্নই একসঙ্গে সামনে আসছে।

## ধর্মতলার অশান্তি নিয়ে বাম নেতৃত্বকে নিশানা অগ্নিমিত্রার

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ধর্মতলায় শুক্রবারের মিছিল ঘিরে সংঘর্ষ এবং সাংবাদিকদের হেনস্থার ঘটনায় রাজনৈতিক দায় কার, তা নিয়ে সরব হলেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর নিশানায় বাম নেতৃত্ব। তাঁর বক্তব্য, কোনও রাজনৈতিক দল কর্মসূচির ডাক দিলে সেই জমায়েতে শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়ও তাদের নিতে হবে। কিন্তু ধর্মতলার ঘটনায় সেই দায়িত্ব পালিত হয়েছে কি না, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অগ্নিমিত্রা বলেন, সামান্য একটা মিছিল যদি আপনারা সামলাতে না পারেন, তা হলে আপনারা মিছিল ডাকলেন কেন? তাঁর বক্তব্যের মূল সুর, আন্দোলনের অধিকার যেমন রয়েছে, তেমনই কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ রাখার দায়ও আয়োজকদের। সেই সীমারেখা ভাঙলে তার দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। শুক্রবারের ঘটনায় সাংবাদিকদের আক্রান্ত হওয়ার প্রসঙ্গেও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর মতে, রাজনৈতিক কর্মসূচির খবর করতে গিয়ে সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা যদি হেনস্থার শিকার হন, তা হলে বিষয়টি শুধু একটি মিছিলের বিশৃঙ্খলা হিসেবে দেখলে চলবে না। এর সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীন ভাবে কাজ করার পরিবেশও জড়িত। অগ্নিমিত্রার কথায়, যাঁরা খবর সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন, তাঁদেরই যদি আক্রান্ত হতে হয়, তা হলে এই ঘটনার দায় কার, সেই প্রশ্ন উঠবেই।ক্ষ্ম ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক পরিচয় বা সংগঠনের আড়াল কাউকেই দায়মুক্তি দিতে পারে না। সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ কিংবা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে হিংসা;দুই ক্ষেত্রেই কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন।ধর্মতলার ঘটনা তাই শুধু একটি মিছিলের নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঘটনা নয়, রাজনৈতিক কর্মসূচির দায়বদ্ধতা নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, আন্দোলনের নামে পরিস্থিতি অশান্ত হয়েছে এবং সংবাদমাধ্যমও তার বাইরে থাকেনি।

এখন নজর বাম নেতৃত্বের দিকে;তারা এই ঘটনার দায় কী ভাবে ব্যাখ্যা করে এবং ভবিষ্যতের কর্মসূচিতে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কী পদক্ষেপ নেয়।

## সর্বশক্তিতে ইরানের উপর হামলা কুয়েত-বাহরিনের!

# মহাযুদ্ধের প্রমাদ গুনছে মধ্যপ্রাচ্য

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

সৌদি আরবের সাহায্যে ইরানের মিসাইল স্টোরেজ ও অন্য সেনাঘাঁটিগুলিতে আক্রমণ শানাতে শুরু করেছে কুয়েত ও বাহরিন। এই হামলায় সৌদি আরব দুই দেশকে ইন্টেলিজেন্স ও ডিফেন্সিব এয়ার কভার দিয়ে সাহায্য করছে।লাগাতার মার খাওয়ার পর এবার ইরানকে পালটা মারতে শুরু করল কুয়েত ও বাহরিন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, এই প্রথমবার সর্বশক্তিতে ইরানের উপর হামলা চালাতে শুরু করেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি। সৌদি আরবের সাহায্যে ইরানের মিসাইল স্টোরেজ ও অন্য সেনাঘাঁটিগুলিতে আক্রমণ শানাতে শুরু করেছে কুয়েত ও বাহরিন। এই হামলায় সৌদি আরব দুই দেশকে ইন্টেলিজেন্স ও ডিফেন্সিব এয়ার কভার দিয়ে সাহায্য করছে।আমেরিকার তরফে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে থাকা মার্কিন ঘাঁটিগুলিকে নিশানা করেছে ইরান। এই যুদ্ধে এতদিন আত্মরক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি। ইরানের দিক থেকে ছোড়া মিসাইল ও ড্রোন ধ্বংস করছিল দেশগুলি। তবে অনুমান করা হচ্ছে, জল শোধনাগারে ইরানের হামলার পর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে কুয়েতের। তারই পরিণতি এই হামলা। তবে কুয়েত ও বাহরিন হামলা চালালেও বাকি দেশগুলি এখনও এই যুদ্ধ থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছে। যেমন, ওমান, কাতারের মতো দেশ এখনও সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। যুদ্ধে ইরানের তরফে জর্ডানে লাগাতার হামলা চালানো হলেও তাদের তরফে কোনও প্রত্যাঘাত এখনও দেখা যায়নি। তবে লাগাতার ইরানের মিসাইল স্টোরেজ ও অন্য সেনাঘাঁটিগুলিতে হামলা চালাচ্ছে কুয়েত ও বাহরিন।এদিকে শোনা যাচ্ছিল যুদ্ধের মাঝে ইরানে নতুন করে বড়সড় সামরিক অভিযান করতে চলেছে মার্কিন সেনা। শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের সেই দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। ওভাল অফিসে তিনি বলেন, তআমরা এই মুহূর্তে ওদের (ইরান) সঙ্গে কথা বলছি। আমার মনে হয়, জরুরি কারণেই ওরা বিষয়টাকে (আলোচনা) গুরুত্ব দিচ্ছে। তার মানে এই নয় যে আমরা কোনও সমাধানে পৌঁছে গিয়েছি।পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে সংবাদমাধ্যম জানতে চায়, কীভাবে ইরান যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার কথা ভাবছেন তিনি? উত্তরে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কথা বলেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, তবেরিয়ে আসার একটা রাস্তা অবশ্যই সামরিক বলপ্রয়োগ, যেটা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আগামী দিনে আক্রমণের জোর আরও বাড়িয়ে দিয়ে ওদের ধ্বংস করে দিতে পারি।দ এইসঙ্গে যোগ করেন, তআর অন্য রাস্তাটাও খোলা। সমঝোতার মাধ্যমে বুদ্ধিমানের মতো যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসা।

# সাংবাদিক নিগ্রহ নিয়ে কড়া বার্তা সুকান্তের

নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের প্রতিবাদে কলকাতার ধর্মতলায় বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির ডাকা কর্মসূচি শেষ পর্যন্ত নতুন বিতর্ক তৈরি করেছে। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষের পাশাপাশি সাংবাদিক ও ক্যামেরাকর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ সামনে আসায় রাজনৈতিক প্রতিবাদের পরিসর ছাপিয়ে এখন প্রশ্ন উঠছে আন্দোলনের শৃঙ্খলা নিয়েও। ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে একাধিক মহল থেকে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘‘যাঁরা গতকালের ঘটনায় যুক্ত ছিলেন, তাঁদের কাউকেই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।’’ তাঁর অভিযোগ, মিছিলের সময় কয়েক জন সাংবাদিককে হেনস্থা করা হয়েছে। এমনকি এক মহিলা সাংবাদিকের উপরেও আক্রমণের চেষ্টা হয়েছিল বলে দাবি তাঁর। সুকান্তের বক্তব্য, ‘‘যাঁরা এই ধরনের কাজ করেছেন, তাঁরা কেউ ছাত্র নন। নিট পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয় যোগ্যতার কাছাকাছিও তাঁরা নেই।’’ তাঁর দাবি, পুলিশের দিকে বোতল-সহ নানা জিনিস ছোড়া হয়েছিল এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়। ঘটনার পর কলকাতার একাধিক থানায় মামলা দায়ের হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। আহত কয়েক জন সাংবাদিকের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে দেখা করেন বিরোধী দলের নেতারা। তাঁদের বক্তব্য, সংবাদমাধ্যমের উপর হামলা কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনের গ্রহণযোগ্য অংশ হতে পারে না। ঘটনার রাজনৈতিক তাৎপর্য এখানেই।

নিট-প্রশ্নফাঁসের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে প্রতিবাদ সংগঠিত হলেও সেই কর্মসূচি যদি সংঘর্ষ, সাংবাদিক নিগ্রহ বা পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতিতে গড়ায়, তবে মূল দাবি আড়ালে চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে এখন প্রশাসনের সামনে একদিকে অভিযুক্তদের শনাক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব, অন্যদিকে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার চ্যালেঞ্জ। রাজনৈতিক দলগুলির কাছেও এই ঘটনা জনআন্দোলনের নামে হিংসা ও বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি নতুন করে সামনে আনল।

# গ্রেফতার টেট প্রশ্নফাঁসের মূল মাথা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

যখন নিটের প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে উত্তাল সারা দেশ ঠিক সেই সময় ধরা পড়লো মহারাষ্ট্রের টেট পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের মূল চক্রি। ধৃত ব্যক্তির নাম বীরেন্দ্র গুপ্তা। বিগত এক মাস ধরে পলাতক ছিল ওই ব্যক্তি। শুক্রবার মহারাষ্ট্র পুলিশ বীরেন্দ্রকে বিহার থেকে গ্রেফতার করে। জানা গিয়েছে, ধৃত বীরেন্দ্র গুপ্তার অপরাধের দীর্ঘ ইতিহাস আছে। এর আগে দেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বীরেন্দ্র। গত জুন মাসে ২৮ তারিখ মহারাষ্ট্রে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ছিল। ঠিক তার আগেই জানা যায় যে টেটের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে এই মামলায় পুলিশ একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। বীরেন্দ্রর স্ত্রী সুমন গুপ্তাকেও গ্রেফতার করে তদন্তকারীরা। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা সামনে আসার পর থেকেই পলাতক

ছিলেন বীরেন্দ্র। পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল যে বীরেন্দ্র বিহারে লুকিয়ে আছেন। এরপর একাধিকবার তল্লাশি চালানো হয়। অবশেষে তাঁকে গ্রেফতার করে মহারাষ্ট্র পুলিশ। তাঁর সঙ্গে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের পরই প্রথমবার বীরেন্দ্রর নাম সামনে আসে। ইন্ডিয়া টুডে-র করা স্টিং অপারেশনে বীরেন্দ্র বলেছিলেন যে কীভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সিন্ডিকেট চলে, কীভাবে প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করা হয়।

# ধর্মতলার ঘটনায় গ্রেপ্তার ১১

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

শুক্রবারের ঘটনায় কড়া ভাষায় নিন্দা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছাত্র আন্দোলনের নামে যেভাবে সাংবাদিকদের হেনস্থা করা হয়, সেই ঘটনায় কাউকে ছাড়া হবে না বলেও দিয়েছিলেন হুঁশিয়ারি। এহেন ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ১১ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ছাত্র-যুবদের শুক্রবারের মিছিলে অশান্তির ঘটনায় এই গ্রেপ্তারি। পুলিশের দাবি, ধৃতরা কেউই পড়ুয়া নয়। ঘটনার পরই ভিনরাজ্যে পালিয়ে যাওয়ার ছক ছিল, এমন অভিযোগ সামনে আসছে। তার আগেই পুলিশের জালে অভিযুক্তরা। নতুন সরকারের আমলে কার্যকর হওয়া গুণ্ডাদমন আইনে অভিযুক্তদের কড়া শাস্তি হবে বিধানসভা থেকেই আশ্বাস দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এরপরই একে একে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১১ জনকে। এর মধ্যে দুজনের পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পালানোর ছক ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। ধৃতরা হলেন, ইমরান খুরশিদ, আরশাদ আলি ওরফে সাজিদ, মহম্মদ মঈনুদ্দিন, মহম্মদ আলমগীর ওরফে রাজু, ইমরান আহমেদ ওরফে গোপী, খালিদ রেজা ওরফে রিংকু, জমির আহমেদ ওরফে মিনকু, মহসিন খান, দীপক ভৌমিক ওরফে ভিকি, মহম্মদ আজাদ ও মহম্মদ আফরোজ। এই আজাদ ও আফরোজ ভিন রাজ্যে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল বলে অভিযোগ। তাঁদের অন্ডালের কাছে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের উপর থেকে ধরা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। জানা যায়, ঘটনার পরই ভিডিও ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে পুলিশ। এরপরই শুরু হয় ধরপাকড়। নতুন সরকারের আমলে কার্যকর হওয়া গুণ্ডাদমন আইনে অভিযুক্তদের কড়া শাস্তি হবে বিধানসভা থেকেই আশ্বাস দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এরপরই একে একে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১১ জনকে। এর মধ্যে দুজনের পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পালানোর ছক ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। ধৃতরা হলেন, ইমরান খুরশিদ, আরশাদ আলি ওরফে সাজিদ, মহম্মদ মঈনুদ্দিন, মহম্মদ আলমগীর ওরফে রাজু, ইমরান আহমেদ ওরফে গোপী, খালিদ রেজা ওরফে রিংকু, জমির আহমেদ ওরফে মিনকু, মহসিন খান, দীপক ভৌমিক ওরফে ভিকি, মহম্মদ আজাদ ও মহম্মদ আফরোজ। এই আজাদ ও আফরোজ ভিন রাজ্যে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল বলে অভিযোগ। তাঁদের অন্ডালের কাছে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের উপর থেকে ধরা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। জানা যায়, ঘটনার পরই ভিডিও ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে পুলিশ। এরপরই শুরু হয় ধরপাকড়। শুক্রবার ধর্মতলায় সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনার পর আহতদের দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী।

## ‘৯৩ লক্ষ’ থেকে ‘৯৯ হাজার’

# বিধানসভায় অর্থমন্ত্রীকে ঘিরে তৃণমূল-বিজেপি তরজা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে বিধানসভায় শাসক ও বিরোধী দলের সংঘাত ফের প্রকাশ্যে এল। অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল নিয়ে আলোচনায় তৃণমূলের আমলে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ঋণের বোঝা এবং সরকারি পরিসংখ্যানের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। পাল্টা, আগের সরকারের উন্নয়ন ও সামাজিক প্রকল্পের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরলেন তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। আলোচনায় শোভনদেবের দাবি, তাঁদের সময়ে কৃষি উৎপাদন, শিল্পে বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন সামাজিক সূচকে বাংলা দেশের প্রথম সারিতে ছিল। তাঁর কথায়, তধান, পাট উৎপাদন এবং ক্রপিং ইনটেনসিটিতে বাংলা প্রথম ছিল। আলু ও মাছ উৎপাদনেও রাজ্য দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে ছিল।দ কেন্দ্রীয় রিপোর্টের উল্লেখ করে তিনি আরও দাবি করেন, অপুষ্টি মোকাবিলাতেও বাংলার সাফল্য উল্লেখ যোগ্য ছিল। এই দাবির জবাবে অর্থমন্ত্রী মূলত সরকারি তথ্যের নির্ভুলতা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, রাজ্য থেকে কেন্দ্রের কাছে যে পরিসংখ্যান পাঠানো হয়, তার উপর ভিত্তি করেই অনেক মূল্যায়ন তৈরি হয়। সেই তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ থাকলে ‘বাংলা এক নম্বর’ দাবিও প্রশ্নের মুখে পড়ে। এ প্রসঙ্গে এমএসএমই-র পরিসংখ্যান সামনে এনে স্বপন বলেন, সরকারি হিসাবে রাজ্যে ৯৩ লক্ষ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প থাকার কথা বলা হলেও ‘উদ্যম’ পোর্টালে নথিভুক্ত সংস্থার সংখ্যা প্রায় ২২ লক্ষ। তাঁর দাবি, এর মধ্যে প্রায় সাড়ে চার লক্ষের প্যান তথ্যও মেলেনি এবং কার্যকর সংস্থার সংখ্যা শেষ পর্যন্ত প্রায় ৯৯ হাজারে নেমে আসে।

তাঁর কটাক্ষ, তএই কারণেই ব্যবসায়ীরা বাংলা ছেড়ে পালাচ্ছিল।দ অর্থমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, পূর্বতন সরকারের সময় আর্থিক শৃঙ্খলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তাঁর দাবি, রাজ্যের উপর প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকার ঋণের চাপ রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সহায়তা না এলে পরিস্থিতি আরও কঠিন হত।

সিঙ্গুর ও হলদিয়া-সহ পুরনো প্রকল্পের আর্থিক দায়ও বর্তমান সরকারকে বহন করতে হচ্ছে বলে তাঁর বক্তব্য। তবে রাজনৈতিক বিতর্কের বাইরে এই সংঘাতের তাৎপর্য অন্যত্র। উন্নয়নের সাফল্য মাপতে সরকারি পরিসংখ্যান কতটা নির্ভরযোগ্য এবং রাজ্যের আর্থিক দায়ের প্রকৃত চিত্র কী;বিধানসভার বিতর্কে সেই প্রশ্নই এখন আরও জোরালো হয়ে উঠছে।

# হাইকোর্টের অনুমতি নেই, তবুও জমায়েত, আটক কুণাল-বৈশ্বানর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

কলকাতায় নিট প্রশ্নফাঁসের অভিযোগের প্রতিবাদে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মসূচি ঘিরে শনিবার নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হল। কলকাতা হাইকোর্ট মিছিলের অনুমতি না দেওয়ার পরও পদ্মপুকুর এলাকায় তৃণমূল সমর্থকদের জমায়েতকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে বচসা বাধে। পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ এবং বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়কে আটক করে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কালীঘাট-তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন এবং দোলা সেন-সহ দলের কয়েকজন নেতা। মমতার বক্তব্য, আদালতের নির্দেশ মেনে তাঁরা মিছিল করছেন না। তাঁর প্রশ্ন, ‘‘হাইকোর্টের কথা মেনে আমরা মিছিল করছি না। তা হলে মাত্র দু’ঘণ্টার একটি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিও কেন করতে দেওয়া হবে না?’’ তৃণমূলনেত্রীর দাবি, তিনি মিছিলে অংশ নিতে নয়, দলের কর্মী-সমর্থকদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের উদ্দেশে বার্তা দিতেই সেখানে গিয়েছিলেন। আটক নেতাদের মুক্তির আইনি উদ্যোগ নিয়েও আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। পরে মোটরবাইকে চেপে এলাকা ছাড়েন মমতা। ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবারের নিট-বিরোধী কর্মসূচিকে ঘিরে। ওই কর্মসূচিতে অশান্তির অভিযোগ ওঠার পর শনিবারের মিছিলের অনুমতি না দেওয়ার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানান, আগের দিনের পরিস্থিতির পর পুলিশের যুগ্ম কমিশনার মিছিলের অনুমতি না দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাতে আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। এর পরেও পদ্মপুকুরে জমায়েত শুরু হওয়ায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। পুলিশ রাস্তা খালি করার চেষ্টা করলে দু’পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেত্রী প্রিয়াঙ্কা অধিকারী মিছিলের অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু সেই আবেদনও মঞ্জুর হয়নি।

ঘটনাটি ফের একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন সামনে আনল;আদালতের নির্দেশ এবং প্রশাসনিক বিধিনিষেধ মেনে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের সীমা কোথায়,

আর প্রতিবাদের অধিকার কতটা বিস্তৃত? নিট-প্রশ্নফাঁসের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাজনীতির ময়দানে এই টানাপড়েন আগামী দিনেও বাড়তে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

# পুরসভা-পঞ্চায়েতের পুরনো নথিও আতসকাচের নীচে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্রের তথ্যের সঙ্গে আধার, প্যান-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথির যোগ থাকায় এই ব্যবস্থায় অনিয়মের অভিযোগ প্রশাসনের কাছে ক্রমেই উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠছে। সেই কারণেই রাজ্যজুড়ে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের পুরনো নথি নতুন করে যাচাই করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুরসভা থেকে পঞ্চায়েত;সব স্তরেই জারি হতে চলেছে নথি পরীক্ষার প্রক্রিয়া। মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালের বক্তব্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যে যে সব জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র ইস্যু হয়েছে, সেগুলিও পরীক্ষার আওতায় আসবে। তাঁর কথায়, ‘‘যত তথ্য রয়েছে, সব স্ক্যান করে পরীক্ষা করা হবে। কোনও ভয় পাওয়ার কারণ নেই।’ প্রশাসনের পরিকল্পনা শুধু কাগজপত্র মিলিয়ে দেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কোনও নথিতে অসঙ্গতি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের স্তরে তার পুনরায় যাচাই হবে। ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল তথ্য দেওয়া বা জাল নথি তৈরির প্রমাণ মিললে কঠোর পদক্ষেপের ইঙ্গিতও দিয়েছেন মুখ্যসচিব। তবে তাঁর বক্তব্য, নিছক মানবিক ভুলের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং যাচাইয়ের নামে সাধারণ মানুষকে অযথা হয়রানি করা হবে না। এই অভিযানের গুরুত্ব আরও বেড়েছে ভোটার তালিকা নিয়ে ওঠা নানা অভিযোগের প্রেক্ষাপটে। প্রশাসনের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৪৬,৯৯৮টি নথি পরীক্ষা করে ১১,৩৯৮টিতে অসঙ্গতি বা ভুয়ো

তথ্যের অভিযোগ সামনে এসেছে। এই দাবির সত্যতা ও পরিসংখ্যানের পূর্ণ প্রেক্ষাপট অবশ্য স্বাধীন ভাবে যাচাই করা প্রয়োজন। জন্মের ২১ দিনের মধ্যে নিবন্ধনের নিয়ম থাকলেও নির্ধারিত সময়ের পরে আবেদন করার ক্ষেত্রেও নথি তৈরির সুযোগ রয়েছে। ফলে নিবন্ধন ব্যবস্থার ফাঁকফোকর ব্যবহার করে জাল শংসাপত্র তৈরি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখাই এই অভিযানের অন্যতম লক্ষ্য। প্রশাসন সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন পোর্টালের সঙ্গে রাজ্যের ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার কাজও এগোচ্ছে। গোয়েন্দা সতর্কবার্তার ভিত্তিতে কয়েকটি জেলায় বিশেষ নজর দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। তবে এই পুরো প্রক্রিয়ার সাফল্য নির্ভর করবে যাচাই কতটা স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ এবং তথ্যভিত্তিক ভাবে করা হচ্ছে তার উপর। কারণ একটি জাল শংসাপত্র যেমন প্রশাসনিক নিরাপত্তার প্রশ্ন তোলে, তেমনই ভুল যাচাইয়ের শিকার হলে প্রকৃত নাগরিকের অধিকারও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

# ২৮টি ক্যাগ রিপোর্ট একসঙ্গে বিধানসভায় ৮ লক্ষ কোটির দেনা নিয়ে সরব অর্থমন্ত্রী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিধানসভায় নতুন করে রাজনৈতিক চাপ তৈরি হল। শনিবার একসঙ্গে ২৮টি ক্যাগ রিপোর্ট পেশ করে রাজ্যের বিপুল ঋণ ও ঘাটতির প্রশ্ন তুললেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। তাঁর দাবি, এই রিপোর্টগুলি খতিয়ে দেখলেই রাজ্যের বর্তমান আর্থিক অবস্থার পিছনের কারণগুলি স্পষ্ট হবে।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশ অনুযায়ী এ দিন বিধানসভার প্রথমার্ধে রিপোর্টগুলি পেশ করা হয়। ২০২১ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থবর্ষের হিসাব-নিরীক্ষা রয়েছে তাতে। পঞ্চায়েতি রাজ, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, আদিবাসী এলাকায় জমি ব্যবস্থাপনা, অঙ্গনওয়াড়ি-আইসিডিএস, জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং সমগ্র শিক্ষা অভিযানের মতো একাধিক ক্ষেত্রের কাজকর্মও

ক্যাগের পরীক্ষার আওতায় এসেছে। পাশাপাশি রয়েছে রাজ্য সরকারের অর্থ দফতর এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার আর্থিক অডিট। তবে রিপোর্ট পেশের পাশাপাশি রাজনৈতিক বার্তাটিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, গত কয়েক বছরে বিধানসভায় ক্যাগের রিপোর্ট নিয়ম মেনে তোলা হয়নি। বিষয়টিকে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে গুরুতর ঘাটতি বলে উল্লেখ করে স্বপন বলেন, তকোনও জানা এবং অজানা কারণে গত কয়েক বছর ধরে এই সিএজি রিপোর্টগুলি আমাদের বিধানসভায় পেশ করা হয়নি। এটা একটা বড় সাংবিধানিক ল্যাপস।দ রাজ্যের ঋণের পরিমাণ নিয়েও সরাসরি প্রশ্ন তোলেন তিনি। বিধায়কদের উদ্দেশে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য, তএই রিপোর্টগুলি দেখে আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন, কেন আজ পশ্চিমবঙ্গে আমাদের ডেফিসিট ৮ লক্ষ কোটিরও বেশি।দ ফলে ক্যাগ রিপোর্টগুলি এখন শুধুই বিধানসভার নথি নয়, রাজ্যের আর্থিক উত্তরাধিকার নিয়ে সরকার বনাম বিরোধীদের রাজনৈতিক বিতর্কের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হতে চলেছে। একসঙ্গে ২৮টি রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার জন্য পৃথক বিশেষ অধিবেশনের পরিকল্পনাও জানিয়েছেন স্বপন। তাঁর কথায়, তআমরা সামনের দিনে পুরো একটা স্পেশাল অধিবেশন, স্পেশাল সেশন করতে চাই, যেখানে এই সিএজি রিপোর্টগুলি নিয়ে আলোচনা হবে।দ

অর্থাৎ, দীর্ঘদিনের জমে থাকা অডিট রিপোর্ট এবার বিধানসভার আলোচনায় এলে অতীতের আর্থিক সিদ্ধান্ত, ব্যয় এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে একাধিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারে আগের সরকার।

# রক্ত নিয়ে কারবার !

## কলকাতার দুই ব্লাড ব্যাঙ্কে কোটি টাকার পাচার, জাল ছড়িয়েছে ভিন রাজ্যেও

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

মানুষের প্রাণ বাঁচাতে দান করা রক্তই হয়ে উঠেছে ব্যবসার পণ্য। স্বাস্থ্য দপ্তরের তদন্তে উঠে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের বুকেই চলছিল কোটি কোটি টাকার রক্ত পাচার চক্র। দক্ষিণ কলকাতার যোধপুর পার্ক এবং পদ্মপুকুরের দুটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে বিহার, উত্তরপ্রদেশে রক্ত ও প্লাজমা পাচারের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। ছ’মাসেই প্রায় ২ কোটি টাকার লেনদেন। হিসেবটা যোধপুর পার্কের অশোক ব্লাড ব্যাঙ্কের। রাজ্য ব্লাড ট্রান্সফিউশন সেল নথি চেয়ে পাঠানোর পর যা বেরিয়েছে, তা চোখ কপালে তোলার মতো। ২০২৬-এর জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এই ব্যাঙ্ক ৩২৬২ ইউনিট লাল রক্তকণিকা বিক্রি করেছে, যার বাজারমূল্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। এর বাইরে প্রায় ১২ হাজার ইউনিট প্লাজমা, অর্থাৎ ৩০০০ লিটার, বিক্রি হয়েছে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকায়।

ক্রেতা পাঁচটি বড় ওষুধ কোম্পানি। শুধু বিক্রিই নয়, পদ্ধতিতেও কারচুপি। স্বাস্থ্য ভবন জানতে পেরেছে, রক্তদান শিবিরে ডাক্তারের পোশাকে হাজির করা হয়েছিল এসএসকেএম-এর দ্বিতীয় বর্ষের এমবিবিএস পড়ুয়াদের। তাদের ডেকে লিখিত বয়ানও নিয়েছেন আধিকারিকরা। আপাতত তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যাঙ্কের শিবির থেকে রক্ত তোলা বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা একা নয়। পদ্মপুকুরের হেলথ পয়েন্ট ব্লাড ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধেও প্রায় ৬ কোটি টাকার রক্ত পাচারের অভিযোগ।

আগেই মথুরাপুর থানায় এফআইআর হয়েছিল। এবার স্বাস্থ্য দপ্তর সরাসরি কলকাতা পুলিশের সাহায্য চেয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখার্জি আজকালকে বলেন, তমথুরাপুরের হিন্দুস্তান পয়েন্ট নামে আরেকটি প্রাইভেট ব্যাঙ্কের হদিশ পাই। অভিযোগ ছিল, তারা উপহার আর টাকার লোভ দেখিয়ে ক্যাম্প করছে। আমাদের টিম গিয়ে হাতেনাতে ধরে। দুই ভাই মিলে এই চক্র চালাচ্ছিল। পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও তারা জামিন পেয়ে যায়। তবে লাইসেন্স বাতিল হয়েছে।দ তিনি আরও যোগ করেন, তরক্তদান শিবিরে উপহার দেওয়া পুরোপুরি বেআইনি। সাধারণ মানুষকে এটা জানতে হবে।

কলকাতার আরও কয়েকটি জায়গায় একই কায়দায় কাজ চলছে বলে খবর আছে।দ এখন প্রশ্ন একটাই, রাজ্যে সরকার বদলালেও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুর্নীতির শিকড় কেন অটুট? যে রক্ত আত্মীয়ের জন্য দান হয়, তা কেন পৌঁছে যাচ্ছে রাজ্যের বাইরে? জনস্বাস্থ্যের সবচেয়ে সংবেদনশীল জায়গায় এই বাণিজ্য শুধু অপরাধ নয়, মানবিকতার উপর আঘাত। স্বাস্থ্য দপ্তরের এই অভিযান কতটা কড়া হবে, সেটাই এখন দেখার।

# ধর্মতলায় সাংবাদিক হেনস্থা

## বাম-কংগ্রেসের ঘাড়েই দায় চাপালেন শমীক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

কলকাতায় শুক্রবার বাম সংগঠনগুলির ডাকা ছাত্র মিছিল ঘিরে উত্তেজনার মধ্যে কয়েকজন সাংবাদিক হেনস্থার শিকার হন। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, আন্দোলনের আড়ালে ইচ্ছাকৃতভাবে অশান্তি তৈরি করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ক্ষ্মগতকাল কলকাতায় বাম সংগঠনগুলোর ডাকা ছাত্রদের প্রতিবাদ মিছিলে সাংবাদিক হেনস্থার তীব্র নিন্দা জানাই। ছাত্রদের ঢাল বানিয়ে দুষ্কৃতীদের মাধ্যমে অশান্তি সৃষ্টি করার বাম সংগঠনগুলোর এই কার্যকলাপ আমরা আগেও দেখেছি। তিনি আরও দাবি করেন, প্রকৃতপক্ষে ছাত্র আন্দোলনের নামে ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলো। আন্দোলনের নামে ভারতবর্ষের সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করাই কংগ্রেস ও বাম সংগঠনগুলোর প্রকৃত উদ্দেশ্য। সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা প্রসঙ্গে বিজেপি সভাপতি বলেন, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ। একটি দায়িত্বশীল সংবাদমাধ্যমের কাজ সরকারের সাফল্য তুলে ধরার পাশাপাশি প্রশাসনের ভুল, দুর্নীতি, অনিয়ম কিংবা জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তকে নির্ভীকভাবে মানুষের সামনে আনা। একইভাবে, বিরোধী রাজনৈতিক দল বা তার নেতাদের কোনও ত্রুটি বা অনিয়ম থাকলে তাও সমান গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা। বর্তমান পরিস্থিতিতে সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জের কথাও তুলে ধরেন তিনি। আজকের সময়ে ভুয়ো তথ্য, বিভ্রান্তি এবং রাজনৈতিক মেরুকরণের আবহে সাংবাদিকতার দায়িত্ব আরও বেড়েছে। সত্যের পক্ষে নির্ভীক সাংবাদিকতা এবং জবাবদিহিমূলক রাজনীতিই একটি শক্তিশালী গণতন্ত্রের ভিত্তি। শেষে তিনি বলেন, সংবাদমাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়। প্রতিবাদের নামে যদি এইভাবে সাংবাদিকদের হেনস্থা করা হয় তাহলে গণতন্ত্রকেই আঘাত করা হয় ক্ষ্ম রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিরোধী আন্দোলন এবং সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর বাড়ছে। ধর্মতলার ঘটনা সেই বিতর্কে নতুন ইন্ধন জোগাল।

# চাঁচলে সাংসদ কার্যালয়ের উদ্বোধন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চাঁচল

মালদার চাঁচলে উদ্বোধন হল মালদা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর সাংসদ কার্যালয়। শনিবার ফিতে কেটে এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন তিনি ।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা সুভাষ কৃষ্ণ গোস্বামী, শীতল প্রসাদ চক্রবর্তী, অভিষেক মিশ্র, দীপঙ্কর রাম, মালদা উত্তরের বিজেপি নেত্রী অনিন্দিতা প্রামাণিক, পঞ্চায়েত সদস্য ম্যাম্পী দাস, মামনি সাহা-সহ দলের একাধিক নেতা-কর্মী ও সমর্থক।চাঁচল কোর্ট সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত এই সাংসদ কার্যালয় সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

সাংসদ খগেন মুর্মু জানান, এলাকার মানুষের বিভিন্ন সমস্যা, অভিযোগ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এই কার্যালয় চালু করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি বুধবার তিনি নিজে কার্যালয়ে উপস্থিত থেকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করবেন এবং তাঁদের সমস্যার কথা শুনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করবেন ।নতুন এই সাংসদ কার্যালয় চালু হওয়ায় চাঁচল ও আশপাশের এলাকার মানুষের প্রশাসনিক ও জনসংযোগমূলক পরিষেবা পেতে সুবিধা হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন উপস্থিত বিজেপি নেতৃত্ব।

# প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদহ

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার প্রকৃত উপভোক্তার পরিচয় ব্যবহার করে সরকারি অনুদানের অর্থ অন্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করে আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে মালদার কালিয়াচক-২ নম্বর ব্লকের বাঙ্গীটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের এক তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, দড়ি দিয়ারা এলাকার বাসিন্দা মানবী মণ্ডল ও ভাসানী মণ্ডলের নামে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর অনুমোদিত হলেও তাঁরা বরাদ্দের অর্থ পাননি। উপভোক্তাদের দাবি, পঞ্চায়েত সদস্যা অনিমা মণ্ডলের স্বামী গুদুর মণ্ডল ঘরের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় নথি ও ছবি সংগ্রহ করেন। এরপর দীর্ঘদিন কেটে গেলেও তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কোনও অর্থ জমা পড়েনি। বিষয়টি জানতে চাইলে বারবার অপেক্ষা করতে বলা হয়। পরে উপভোক্তারা অনলাইনে প্রকল্পের তথ্য যাচাই করে দেখতে পান, তাঁদের নামে প্রকল্প থাকলেও ছবি ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য ভিন্ন। অভিযোগ, সরকারি অর্থ অন্য একটি অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছে ।ঘটনার জেরে প্রাপ্য অর্থ ফেরত এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে কালিয়াচক-২ বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁরা ।এদিকে, বিজেপি নেতা নিবারণ ঘোষ ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তদের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

# আলিপুরদুয়ারে প্রসূতির মৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতির গুরুতর অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আলিপুরদুয়ার

এক প্রসূতির আকস্মিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল আলিপুরদুয়ারে। চিকিৎসায় গাফিলতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তুলে শহরের একটি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে আলিপুরদুয়ার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতার পরিবার। ঘটনার ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছেন স্বজনহারা স্বামী। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে আলিপুরদুয়ার শহরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় আলিপুরদুয়ার,২ ব্লকের পশ্চিম খ লসামারির বাসিন্দা শ্রেয়া সরকারকে। ওই দিন বিকালেই তিনি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। মৃতার স্বামী মানিক সরকারের অভিযোগ, গত সাত মাস ধরে এক স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা চালিয়ে আসছিলেন। অথচ ওই চিকিৎসক একবারের জন্যও শ্রেয়ার কোনো শারীরিক জটিলতার কথা জানাননি। এমনকী, সন্তান প্রসবের পরেও তিনি জানিয়েছিলেন যে মা ও সন্তান দুজনেই সুস্থ আছেন। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে কীভাবে এমন মর্মান্তিক পরিণতি হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পরিবার। মানিকের কথায়, ‘‘সন্ধে সাতটা নাগাদ নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ জানায় আচমকা শারীরিক অবস্থার অবনতিতে স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আমার স্ত্রীর চিকিৎসায় অবশ্যই চরম গাফিলতি হয়েছে। আমি এর সুবিচার চাই।’’ এই ঘটনার পর শুক্রবার আলিপুরদুয়ার থানায় নার্সিংহোম ও চিকিৎসকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃতের স্বামী। পাশাপাশি, সেই অভিযোগের প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (ঋথঞ্জছ) সুমিত গঙ্গোপাধ্যায়, স্থানীয় বিধায়ক পরিতোষ দাস এবং জেলাশাসক ময়ুরী ভাসুর কাছেও। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ বা

অভিযুক্ত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করা হয়নি। তবে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার অমিতকুমার শাহ। নবজাতককে কোলে পাওয়ার আনন্দ মুহূর্তেই বিষাদে বদলে যাওয়ায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

# শিক্ষাবর্ষের সাত মাস পর বিনা রসিদে ১২০ টাকায় ডায়েরি বিক্রির অভিযোগ!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জলপাইগুড়ি

শিক্ষাবর্ষের শুরুতে বিনামূল্যে ডায়েরি দেওয়ার কথা থাকলেও, প্রায় সাত মাস পর তা ছাত্রদের কাছে ১২০ টাকা মূল্যে বিক্রির চেষ্টা করার অভিযোগ উঠল জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, এর জন্য কোনো রসিদও দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা শুক্রবার সরাসরি স্কুলে গিয়ে ডায়েরি না নেওয়ার কথা জানিয়ে বিক্ষোভ দেখান। পুরো ঘটনার দায় প্রধান শিক্ষকের ওপর চাপিয়েছেন স্কুলের শিক্ষকদের একাংশও। সাধারণত শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই জেলা স্কুলের পক্ষ থেকে ছাত্রদের যে ডায়েরি দেওয়া হয়, তাতে নতুন অ্যাকাডেমিক সেশন, ছুটির তালিকা এবং বিভিন্ন কালচারাল অ্যাক্টিভিটি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য থাকে। কিন্তু এবছর নির্দিষ্ট সময়ে সেই ডায়েরি দেওয়া হয়নি। এক অভিভাবিকা কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘‘এই ডায়েরি প্রতিবছর বিনামূল্যে দেওয়া হয়। কিন্তু এবছর সাত মাস পর ডায়েরি নিতে ১২০ টাকা ধার্য করা হয়েছে এবং কোনো রসিদ দেওয়া হচ্ছে না। এই ডায়েরি আমরা নেব না বলেই প্রধান শিক্ষককে জানাতে এসেছিলাম। কিন্তু উনি আমাদের অফিসে ঢুকতে দেননি।’’ আর এক অভিভাবক রঞ্জিত চক্রবর্তীও স্কুল কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপকে ‘অনৈতিক’ বলে তোপ দাগেন। এই ঘটনায় প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বারুইয়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে শিক্ষকদের একাংশও। শিক্ষক বাপ্পা চক্রবর্তী জানান, ‘‘এই ডায়েরি নিয়ে একটি নোটিস জারি করা হয়েছিল। সেখ ানে বলা হয়েছিল, ডায়েরির পরিবর্তে ১২০ টাকা করে নিতে হবে এবং সেই টাকা অফিসে জমা করতে হবে। কিন্তু ওই নোটিসে অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা স্বাক্ষর করেননি।’

’ তাঁদের দাবি, প্রধান শিক্ষক নিজের উদ্যোগে নতুন ডায়েরি ছাপিয়ে ১২০ টাকা দিয়ে তা জোর করে বিক্রি করার চেষ্টা করছেন। এদিকে, এই পুরো বিতর্ক নিয়ে প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বারুইয়ের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনো কথা বলতে রাজি হননি। শিক্ষাবর্ষের মাঝপথে এমন খামখেয়ালি নিয়ম চালু হওয়ায় স্কুল চত্বরে চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

# বেঁচে থেকেও প্রশাসনের খাতায় ‘মৃত’! রেশন-স্বাস্থ্যসাথী হারিয়ে চরম বিপাকে হেমতাবাদের বৃদ্ধা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হেমতাবাদ

রক্তমাংসের মানুষটা দিব্যি হেঁটেচলে বেড়াচ্ছেন, স্বাভাবিক কাজকর্ম করছেন; অথচ সরকারি কাগজপত্রে তিনি মৃত! আধার কার্ডের ডেটাবেসে এমনই এক ভুলের জেরে চরম দুর্দশার মুখে পড়েছেন উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলোনি পাড়ার বাসিন্দা সুশীলা বারুই। সরকারি এই মারপ্যাঁচে বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাঁর রেশন, গ্যাস সিলিন্ডার, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং স্বাস্থ্যসাথী পরিষেবা। বর্তমানে কিডনির জটিল সমস্যায় ভুগলেও সরকারি নথিতে মৃত থাকায় হাসপাতালে মিলছে না সঠিক চিকিৎসাও। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তিন বছর আগে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা তুলতে ব্যাংকে গিয়ে সুশীলাদেবী জানতে পারেন তিনি ‘মৃত’। পরবর্তী সময়ে পঞ্চায়েত অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তাঁর আধার কার্ডের তথ্য ব্যবহার করে কেউ বা কারা একটি জাল ডেথ সার্টিফিকেট বের করে নিয়েছে। এই মর্মে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য, প্রধান থেকে শুরু করে বিডিও, জেলাশাসক এবং হেমতাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হলেও দীর্ঘ তিন বছরেও কোনো সুরাহা মেলেনি। এই প্রসঙ্গে হেমতাবাদের বিজেপি সদস্য বিপ্লব সরকার অভিযোগ করেছেন, বিগত আমলে এই ধরনের বহু জাল জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র তৈরি হয়েছে, এটি তারই একটি প্রমাণ। অন্যদিকে, হেমতাবাদের বিডিও বিশ্বজিৎ দত্ত জানিয়েছেন, বিষয়টি জানার পরই সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানানো হয়েছে যাতে দ্রুত মহিলার আধার কার্ড সংশোধন করা যায়। কার্ড ঠিক হলেই তিনি সমস্ত সরকারি পরিষেবা পুনরায় পাবেন। তবে প্রশাসনিক জটিলতা আর জালিয়াতির এই বেড়াজালে পড়ে সুশীলাদেবীর আক্ষেপ, ক্ষমাঝে মধ্যে মনে হয় এর চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো।

# মধ্যরাতে চলন্ত বাইকে হঠাৎ আগুন!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চ্যাংরাবান্ধা

চলন্ত বাইকে আকস্মিক আগুন লেগে যাওয়ার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। শুক্রবার মধ্যরাতে প্রায় দেড়টা নাগাদ চ্যাংরাবান্ধা বাইপাস সংলগ্ন একটি পেট্রোলপাম্পের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে বাইক আরোহী দুই যুবক সময়মতো বাইক থেকে নেমে পড়ায় বরাত জোরে বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। মেখলিগঞ্জ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহারের দেওয়ানহাটের দিকে যাচ্ছিলেন জয়ন্ত বর্মন ও শুভঙ্কর দে সরকার নামের দুই যুবক। তাঁরা চ্যাংরাবান্ধার কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ দেখতে পান বাইকের ইঞ্জিনের পাশ থেকে ধোঁয়া ও আগুন বের হচ্ছে। পরিস্থিতি বুঝে তাঁরা বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে চলন্ত বাইক থেকেই দ্রুত নেমে পড়েন।

এর ঠিক মুহূর্তের মধ্যেই বাইকটিতে দাউ দাউ করে আগুন ধরে যায়। ঘটনাচক্রে কাছেই চ্যাংরাবান্ধা নাকা চেকপয়েন্ট থাকায় মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই দমকলে খবর দেয়। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে অবশ্য বাইকটি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঠিক কী কারণে ওই চলন্ত বাইকে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখছে মেখ লিগঞ্জ থানার পুলিশ।

# বালুরঘাটে বামেদের ‘রাত জাগো, দেশ জাগাও’ কর্মসূচি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বালুরঘাট

দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর পুলিশি লাঠিচার্জের প্রতিবাদে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে বৃহস্পতিবার রাতে বালুরঘাটে অভিনব ‘রাত জাগো, দেশ জাগাও’ কর্মসূচি পালন করল বামফ্রন্টের শরিক ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলি। বৃহস্পতিবার রাতে বালুরঘাট থানার ঠিক পাশের এলাকায় একত্রিত হন বামপন্থী ছাত্র ও যুব সংগঠনের শত শত কর্মী-সমর্থক। তাঁদের হাতে ছিল বিভিন্ন দাবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতি ও পুলিশি আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র স্লোগান তোলেন বিক্ষোভকারীরা। আন্দোলনকারীদের স্পষ্ট অভিযোগ, দেশের শিক্ষার অধিকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতেই পুলিশ দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর দমননীতি চালানো হয়েছে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি তোলেন তাঁরা। এদিনের কর্মসূচি থেকে বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও ছাত্রসমাজের স্বার্থে এই আন্দোলন থামবে না। ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর চলা এই হামলার বিরুদ্ধে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর ও তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে যাতে আইন-শৃঙ্খলার কোনো অবনতি না ঘটে, সেজন্য বালুরঘাট থানার মূল ফটকের সামনে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। তবে পুলিশি কড়াকড়ির মধ্যেই শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবেই কর্মসূচি সম্পন্ন করেন আন্দোলনকারীরা।

# দার্জিলিংয়ের বুংকুলুংয়ে আনারস চাষে তাক লাগাচ্ছেন বিবিমায়া

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দার্জিলিং

পাহাড়ি উপত্যকার মাটি ও অনুকূল আবহাওয়ায় নানা ফসলের চাষ হয় দার্জিলিংয়ের মিরিক মহকুমার বুংকুলুং বস্তিতে। কৃষিকাজের জন্য সুপরিচিত এই এলাকায় এখন কৃষকদের আয়ের অন্যতম প্রধান ভরসা হয়ে উঠছে আনারস চাষ। আর এই চাষেই নিজের সাফল্যের ছাপ রেখে এলাকায় চর্চায় উঠে এসেছেন বিবিমায়া লিম্বু নামের এক স্থানীয় নারী চাষি। ছোটবেলা থেকেই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত বিবিমায়া। পেশায় আনারস চাষি এই নারী নিজের হাতেই গাছের পরিচর্যা করা থেকে শুরু করে বাগান থেকে ফল তুলে বিক্রির পুরো কাজটিই একা সামলান। প্রতি বছর জুলাই ও অগস্ট মাসে পাহাড়ে আনারস পাকে। বাগান থেকেই পাইকারি দরে ফল বিক্রি হয়ে যায়। বাগান থেকে প্রতিটি আনারস ৩০ থেকে ৫০ টাকায় বিক্রি করেন তিনি এবং প্রতি ফল তোলার মরশুমে প্রায় ৪০০টি আনারস সংগ্রহ করেন। বুংকুলুংয়ের আনারসের মূল চাহিদা রয়েছে স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি লপচু ও পেশক এলাকায়। এমনকি এলাকায় আসা পর্যটকদের কাছেও এই মিষ্টি আনারসের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। স্থানীয় কৃষক এনবি লিম্বুর মতে, কৃষি ও উদ্যানপালনের উপযুক্ত পরিবেশের কারণে বুংকুলুং বস্তি ইতিমধ্যেই ‘কৃষি মডেল ভিলেজ’ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এখানকার মাটির গুণগত মানের কারণে এখানকার আনারসের স্বাদ অন্যান্য এলাকার তুলনায় কিছুটা আলাদা।

বিবিমায়ার এই সাফল্য দেখে এখন এলাকার অন্য কৃষকেরাও আনারস চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। অন্যান্য অনেক ফসলের তুলনায় আনারস চাষে পরিশ্রম কিছুটা কম এবং লাভ ভালো হওয়ায় কৃষকদের ঝোঁক বাড়ছে। তবে কৃষকদের আয়ের পথ আরও প্রশস্ত করতে এবং এই চাষকে আরও ছড়িয়ে দিতে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সরকারি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন স্থানীয় চাষিরা।

# শিলিগুড়িতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সরকারি গাড়ির ধাক্কায় মৃত বাইক আরোহী

শনিবার সকালে শিলিগুড়ির চেক পোস্ট সংলগ্ন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক মোটরবাইক চালক।

গাড়ির চাকায় পিষে দেওয়ায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এই দুর্ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য ওই জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ চেক পোস্টের দিক থেকে নির্মাণকাজে ব্যবহৃত গাড়িটি যাওয়ার সময় একটি মোটরবাইককে ধাক্কা মারে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ধাক্কায় বাইকটি রাস্তায় পড়ে গেলে গাড়িটির পিছনের চাকা আরোহীর মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়, যার ফলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার কবলে পড়া গাড়িটির গায়ে সরকারি বোর্ড লাগানো ছিল। খবর পাওয়া মাত্রই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভক্তিনগর থানার পুলিশ এবং ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডের কর্মীরা। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক ও গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে।

জানা গেছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি কালিম্পং জেলায় নিবন্ধিত এবং সেটি রাজু ছেত্রী নামের এক ব্যক্তির নামে রেজিস্টার্ড।

পাশাপাশি, ঘাতক গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।

# কাংয়ারাগ শৃঙ্গ জয়ের লক্ষ্যে পাড়ি পাঁচ অভিযাত্রীর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

কোনও শেরপার সাহায্য ছাড়াই লাদাখে র দুর্গম মাউন্ট কাংয়ারাগ শৃঙ্গ জয়ে পাড়ি দিচ্ছেন উত্তরবঙ্গের পাঁচ পর্বতারোহী। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর উদ্যোগে শনিবার শিলিগুড়ি থেকে লাদাখের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন তাঁরা। শুক্রবার শিলিগুড়িতে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সকল অভিযাত্রীকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। লাদাখের হেমিস ন্যাশনাল পার্কের মারখা উপত্যকায় ৬২১০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই কাংয়ারাগ শৃঙ্গ পর্বতারোহীদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ন্যাফ আয়োজিত পাঁচজনের এই দলে রয়েছেন শিলিগুড়ির গণেশ সাহা ও টিনা খাঁ, মালবাজারের সুদেব রায় ও কাজলকুমার দত্ত এবং দার্জিলিংয়ের পামেলা ভুটিয়া। দলনেতা গণেশ বলেন, ‘শেরপা ছাড়াই আমরা এই অভিযানটি করব। অভিযানের মূল্য লক্ষ্য হল লাদাখের দূরবর্তী পার্বত্য অঞ্চল অনুসন্ধান করা এবং সফলভাবে মাউন্ট কাংয়ারাগের শীর্ষে পৌঁছানো।’ দলের অন্যতম সদস্য পামেলা বলেন, ‘মহিলাদের জন্য এধরনের দুর্গম জায়গায় যাওয়া অনেকটা চ্যালেঞ্জের। তবে নিজেকে সেভাবে ট্রেনিং দিয়েছি যাতে অধিক উচ্চতায় অসুবিধা না হয়।’ এদিন শিলিগুড়ির এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অভিযাত্রীদের হাতে পতাকা তুলে দেন হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট (এইচএমআই)-এর প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর (ফিল্ড ট্রেনিং) নিমা তাশি। ভিডিওবার্তায় অভিযাত্রীদের শুভেচ্ছা জানান পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। এছাড়াও নর্থবেঙ্গল এক্সপ্লোরার ক্লাব, বান্ধব সংঘ এবং ইনারহুইল ক্লাবের তরফেও পর্বতারোহীদের শুভেচ্ছা জানানো হয়। অভিযাত্রীরা শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনে চণ্ডীগড় এবং সেখান থেকে মানালি হয়ে লে-র উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। এরপর স্কিউ (এসকেআইইউ), মারখা গ্রাম, হাংকার ও নিমালিং হয়ে তাঁদের ট্রেকিং শুরু হবে। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে ৫ ও ৬ অগাস্ট দুটি ধাপে শৃঙ্গ জয়ের চেষ্টা করবেন তাঁরা। আরোহণ শেষে আগামী ১৪ অগাস্ট তাঁদের শিলিগুড়িতে ফিরে আসার কথা রয়েছে। অভিযাত্রীদের যাতায়াত, খাবার, পার্বত্য সরঞ্জাম, প্রশাসনিক ও চিকিৎসার খরচ মিলিয়ে এই অভিযানের আনুমানিক বাজেট সাড়ে চার লক্ষ টাকার বেশি। ন্যাফের কর্ণধার অনিমেষ বসু জানান, অভিযানটি সফল করতে অনেকেই আর্থিকভাবে সাহায্য করেছেন। ন্যাফের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই ৯টি দুর্গম শৃঙ্গ সফলভাবে জয় করেছেন অভিযাত্রীরা। এই অভিযান সফল হলে ন্যাফের মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত হবে।

# অবৈধ হোর্ডিং সরাতে দল গঠন পুরনিগমের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

পুরনিগম নোটিশ জারি করার পরও শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকার রাস্তা স্তার ধার থেকে সরেনি অবৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং। এই পরিস্থিতিতে এবার শিলিগুড়ি পুরনিগম কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ দল গঠন করল। পুরনিগমের পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের নেতৃত্বাধীন ১৩ সদস্যের ওই দল এখন থেকে নিয়মিত শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালাবে। মূলত অবৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং সরাতেই এই দল শহরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালাবে বলে পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে। পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাই শুক্রবার এ বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। এই প্রসঙ্গে পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, ‘নোটিশ জারির পর সময় দেওয়া হলেও সমস্যা মেটেনি। এখনও শহরে অনেক অবৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং আছে। এই কারণে এবার বিশেষ দল গঠন করা হল। এই দল নিয়মিত শহরজুড়ে অভিযান চালাবে। অবৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি জরিমানাও করা হবে।’

# শিলিগুড়ি পুরনিগমে বেআইনি কারবার বিরোধী অভিযান হঠাৎ স্তিমিত, কমিশনারের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

প্রশাসক বোর্ড দায়িত্ব নেওয়ার পর শিলিগুড়ি পুরনিগমে নতুন কর্মতৎপরতার ইঙ্গিত মিললেও তা সাময়িক বলেই প্রমাণিত হয়েছে। কমিশনার বীর বিক্রম রাই দায়িত্ব নেওয়ার পর অবৈধ নির্মাণ ভাঙা, বেআইনি হোর্ডিং অপসারণ, খাবারের দোকানে হানা এবং বেআইনি ব্রুয়ারির বিরুদ্ধে যে জোরালো পদক্ষেপ শুরু করেছিলেন, তা মাত্র আট-দশদিনের মধ্যেই কার্যত থেমে যাওয়ায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গত ২২ জুন পুরনিগমে প্রশাসক হিসেবে আর বিমলা দায়িত্ব নেওয়ার পরদিনই এসজেডিএ-র সিইও বীর বিক্রম রাইকে পুর কমিশনার করা হয়। দায়িত্ব নিয়েই তিনি জঞ্জাল অপসারণ থেকে শুরু করে শপিং মলের অবৈধ নির্মাণ ভাঙা এবং সেবক রোডের রেস্তোরাঁর ব্রুয়ারি বন্ধের মতো একাধিক কঠোর পদক্ষেপে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সেই হানাদারি ও ভাঙার অভিযান হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। শহরের সমস্ত বেআইনি কারবার কি তবে রাতারাতি বন্ধ হয়ে গেছে? এই বিষয়ে পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। পুর প্রশাসক আর বিমলা দাবি করেছেন যে অভিযান এখনও চলছে, তবে অধিকাংশ কর্মী জনগণনার কাজে যুক্ত থাকায় কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। অন্যদিকে, স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শংকর ঘোষ জানিয়েছেন, সবকিছুই পরিকল্পনামাফিক ও ভারসাম্য রেখে করা হচ্ছে। বেআইনি নির্মাণ ভাঙার পাশাপাশি ডেঙ্গি মোকাবিলার প্রস্তুতিতেও যাতে কোনো ঘাটতি না হয়, সেদিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিরোধীরা পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে তীব্র সমালোচনা শুরু করেছেন। সিপিএম নেতা দিলীপ সিংয়ের অভিযোগ, কমিশনার প্রথমদিকে কড়া পদক্ষেপের ভান করলেও বাস্তবে মানুষ ন্যূনতম পুর পরিষেবা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে, প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব সবকিছু নজরে রাখছেন বলে মন্তব্য করেছেন এবং পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন আশা প্রকাশ করেছেন যে আগামী দিনে এই ধরনের অভিযান ফের শুরু হবে।

# কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে মাদকবিরোধী অভিযান, ১৫৯ বোতল কাফ সিরাপ সহ গ্রেপ্তার ত্রিপুরার দুই পাচারকারী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বড়সড় সাফল্য পেল নিউ জলপাইগুড়ি জিআরপি এবং শিলিগুড়ি হেডকোয়ার্টার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)। নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনের ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা আপ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে যৌথ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে।

এই ঘটনায় ত্রিপুরার বাসিন্দা দুই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনের ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আপ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের জেনারেল কোচে তল্লাশি চালানো হয়।

পুলিশের জালে পড়েছেন ত্রিপুরার বাসিন্দা মোহাম্মদ সোসাজ ও নাহিমুদ্দিন নামের দুই সন্দেহভাজন যাত্রী। ধৃতদের কাছ থেকে দুটি ট্রলি ব্যাগ ও দুটি পিঠের ব্যাগ তল্লাশি করে কার্টুনে ভরা মোট ১৫৯ বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা কলকাতা থেকে আপ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে চেপে ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। এই ঘটনার সঙ্গে আন্তঃরাজ্য কোনো পাচারচক্র জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

শনিবার তাদের জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হবে।

# ডাবল ইঞ্জিনের গতিতে কি ঘুরবে চাকা ? জট কাটিয়ে বাস্তবের পথে বাংলার আটকে থাকা রেলপ্রকল্প !

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
**শিলিগুড়ি**

ডাবল ইঞ্জিনের গতি। জমিজটের গেরো কাটিয়ে অবশেষে বাস্তবের মুখ দেখতে চলেছে রাজ্যের আটকে থাকা ৬৩টি রেলপ্রকল্পের অধিকাংশ। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পও রয়েছে। তৃণমূল সরকারের জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে দীর্ঘদিন ধরে যা থমকে ছিল, বিজেপি সরকারের আমলে সেই প্রকল্পগুলি এবার গতি পাচ্ছে। শুক্রবার রাজ্যসভায় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো যে তথ্য পেশ করেছেন, তাতে ৪,৬৯৬ হেক্টর জমির ২৭ শতাংশ অধিগ্রহণ হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে।

বাকি জমি পাওয়ার ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারের তরফে রেলকে আশ্বস্ত করা হয়েছে। রেলমন্ত্রীর এই তথ্যে স্পষ্ট, ডাবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তরবঙ্গের রেল পরিকাঠামোয় এক নতুন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। জমিজটে আটকে পশ্চিমবঙ্গে একাধিক রেলপ্রকল্প, এমন অভিযোগ একাধিকবার ধ্বনিত হয়েছে লোকসভা থেকে রাজ্যসভা, সংসদ ভবনে। কিন্তু শুক্রবার রাজ্যসভায় এক অন্য তথ্য পেশ করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের এক প্রশ্নোত্তরে রেলমন্ত্রী বৈষ্ণো এদিন জানান, চলতি বছরের ১ এপ্রিলের নিরিখে ট্র্যাক সংক্রান্ত ৬৩টি রেলপ্রকল্প রয়েছে বাংলায়। এর মধ্যে ৪৫টি ডাবল লাইন, ১৪টি নতুন লাইন এবং ৪টি গেজ পরিবর্তন। সব মিলিয়ে ৫,১৪৮ কিলোমিটার রেলপথের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৮৩,৪৩৩ কোটি টাকা। কিন্তু প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ৪,৬৯৬ হেক্টর জমি পাওয়া না যাওয়ায় আটকে থাকে প্রকল্পগুলি। তবে সম্প্রতি রাজ্য সরকারের তরফে রেল জমি পাচ্ছে বলেও এদিন নিজের বক্তব্যে তুলে ধরেন রেলমন্ত্রী। রাজ্যসভায় তাঁর পেশ করা তথ্য অনুযায়ী, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ১,২৭৩ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করে রেলের হাতে তুলে দিয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্পগুলির জন্য প্রয়োজনীয় জমির ২৭ শতাংশ জমি রেল পেয়েছে। বাকি ৩,৪২৩ হেক্টর জমি রাজ্যের থেকে পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী রেলমন্ত্রী।

রেলপথে বাংলার উন্নয়নে গতি দেখতে পাচ্ছেন সাংসদ ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, 'রাজনীতি করতে গিয়ে তৃণমূল রেল প্রকল্পগুলি আটকে দিয়েছিল। ফলে রাজ্য যেমন পিছিয়ে পড়েছে, তেমনই তার মাশুল গুনতে হয়েছে রাজ্যবাসীকে।' রেল সূত্রে খবর, রাজ্য সরকারের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় গতি পাবে কালিয়াগঞ্জ-বুনিয়াদপুর (৩৩ কিলোমিটার নতুন লাইন, বরাদ্দ ১,১৪৭ কোটি টাকা), কাটিহার-কুমেদপুর এবং কাটিহার-মুকুরিয়া (৬৫ কিলোমিটার ডাবল লাইন, বরাদ্দ ৯৪৩ কোটি টাকা), নিউ জলপাইগুড়ি-আলুয়াবাড়ি রোড (৫৭ কিলোমিটার তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন, বরাদ্দ ১,৬৩০ কোটি টাকা), নিউ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি (৭ কিলোমিটার ডাবল লাইন, বরাদ্দ ২১৫ কোটি টাকা) সহ একাধিক প্রকল্প। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পরই রাজ্যে রেলপ্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের কথা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। জুন মাসের শুরুতে নবান্নে বাংলার প্রকল্পগুলি নিয়ে বৈঠক হয় তাঁর এবং রেলমন্ত্রীর। এর পরেই জমি অধিগ্রহণ ইস্যুতে মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালের নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্স গঠন করে রাজ্য।

# ভিন রাজ্যে টাওয়ার দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল মালদার তিন যুবকের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
**মালদা**

পেটের দায়ে কর্মসংস্থানের খোঁজে রাজস্থানে গিয়েছিলেন তিন যুবক। কিন্তু জীবিকার সন্ধানে যাওয়া সেই পথই শেষ পর্যন্ত তাঁদের জীবনের শেষ যাত্রা হয়ে দাঁড়াল। রাজস্থানের শিরহী জেলায় টাওয়ারের কাজ করার সময় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল পুরাতন মালদা ব্লকের তিন যুবকের।মৃতরা হলেন মহিষবাথানি অঞ্চলের মুরসালিম হক (২৪), পাঁচু শেখ (২৮) এবং সাহাপুরের রায়পুর গ্রামের রুহুল শেখ (২০)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দেড় মাস আগে তাঁরা টাওয়ার নির্মাণের কাজে যোগ দিতে রাজস্থানে যান।গত বুধবার কাজ চলাকালীন আচমকাই টাওয়ারের একটি অংশ ভেঙে পড়ে। গুরুতর দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তিন যুবকের মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। শনিবার সকালে

তিনজনের মরদেহ নিজ নিজ গ্রামে পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে মহিষবাথানি ও সাহাপুর এলাকায়। স্বজনদের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে গোটা পরিবেশ।

শেষবারের মতো প্রিয়জনকে দেখতে ভিড় জমান এলাকার বহু মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় বহু যুবক বাধ্য হয়ে ভিন রাজ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে পাড়ি দেন। তাঁদের দাবি, মৃতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় স্তরে স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনও পরিবারকে এভাবে প্রিয়জন হারানোর বেদনা সহ্য করতে না হয়।ঘটনায় এলাকাজুড়ে গভীর শোকের আবহ তৈরি হয়েছে।

# শূন্য থেকে ৭০ কোটির সাম্রাজ্য গড়েছেন চন্দন, আলিপুরদুয়ারের এক রূপকথার লড়াই

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
**আলিপুরদুয়ার**

শূন্য থেকে ৭০ কোটি। শুনলে মনে হতেই পারে বুঝিবা জাদুকর পিসি সরকারের ম্যাজিক। আদতে ম্যাজিক নয়, আসলে রীতিমতো দাঁতে দাঁত চেপে তৈরি এক 'রূপকথা' । চারপাশে কান পাতলে একটাই কথা, পশ্চিমবঙ্গে শিল্প নেই, বাণিজ্য নেই। অগত্যা বাড়ি ছেড়ে কর্মসংস্থানের খোঁজে বাংলার তরুণ প্রজন্ম মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু কিংবা গুজরাটে পাড়ি দেয়। তবে চোখে স্বপ্ন আর মনে জেদ থাকলে যে মরুভূমিতেও শিল্পের ফুল ফোটানো যায় তা আলিপুরদুয়ারের চন্দন ঘোষকে দেখ লেই স্পষ্ট হয়ে যায়। আলিপুরদুয়ারের মতো প্রান্তিক শহর থেকেই তিনি অবিশ্বাস্য এক উপন্যাস গড়েছেন। শূন্য থেকে লড়াই করে চন্দন আজ ৭০ কোটির বিশাল ব্যবসার মালিক।নিউ আলিপুরদুয়ারে চন্দনের অত্যাধুনিক অটোমোটেড ফার্নিচার কারখানা, এক লক্ষ বর্গফুট এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে। সেই কারখানায় তৈরি স্টিলের খাট, আলমারি, চেয়ার,টেবিল স্থানীয় এলাকা তো বটেই, রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে অসম, মেঘালয় সহ গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের বাজারে রাজত্ব করছে। ৭০ কোটির ব্যবসা দ্রুত ১০০ কোটির ঘরে পৌঁছাবে বলে চন্দন আশাবাদী। বিশাল সাফল্যের ইমারত কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। ১৯৮৩ সাল, চন্দন তখন মাত্র ১৪। আচমকাই হৃদরোগে বাবার মৃত্যু। তার আগে চিকিৎসার বিপুল খরচে গোটা পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বসে পড়েছিল। মাধ্যমিক পাশ করা কিশোর চন্দনের আর পড়াশোনা হল না। সংসারের হাল ধরতে, ভাইদের পড়াশোনা ও দিদিদের বিয়ের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ট্রাংক তৈরির পৈতৃক ব্যবসায় তিনি নামেন। তবে প্রথম পদক্ষেপেই প্রবল বাধা। উন্নত মানের টিন কিনে ট্রাংক বানানোর মতো পুঁজিটুকুও তখন হাতে নেই। অগত্যা নিজেই সাইকেল নিয়ে ঘুরে ঘুরে বাজার থেকে বাতিল তেলের টিন কিনে আনতেন। সেই টিন কেটে, পিটিয়ে তিনজন শ্রমিকের সঙ্গে নিজেও দিনরাত ঘাম ঝরাতেন। এভাবে একটু একটু স্বপ্নের ভিত তৈরি হচ্ছিল। ১৯৯১ সাল থেকে ট্রাংক তৈরির পাশাপাশি বালতি বানানোর ব্যবসাও শুরু করেন। কিন্তু ভাগ্য যেন নাছোড়বান্দা। ফের কঠিন পরীক্ষা নিতে চাইল। ১৯৯৩ সালের ভয়াবহ বন্যা সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। চরম ক্ষতির মুখে পড়ে সেই ব্যবসায় তালা। চন্দন তবুও হাল ছাড়ার পাত্র নন। ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়েই বড় ফার্নিচারের কারখানা খোলার স্বপ্ন দেখলেন। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনার টাকা কই ? ভরসা কেবল ব্যাংকঋণ। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিন্যান্স কর্পোরেশন থেকে প্রথম সরকারি ঋণ পেলেন। তবে মাত্র ১৮ হাজার টাকা। আর সেই সামান্য টাকাটা মঞ্জুর করাতেও তাঁকে অন্তত ৩০ বার ব্যাংকের দরজায় কড়া নাড়তে হয়েছিল।

# বইয়ের বোঝায় নুয়ে খুদে!

## নজরদারির আশ্বাস স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর

সকালবেলা স্কুলে রওনা দিয়েছে ক্লাস সিক্সের দর্শন বণিক। বছর বারোর দর্শনের পিঠের চেয়ে বড় তার স্কুলব্যাগটাই। কয়েক কদম এগোতেই কাঁধ বদলাতে হচ্ছে। কখনও আবার হাতে নিতে হচ্ছে ব্যাগ। রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ রয়েছে, পড়ুয়ার শরীরের ওজনের ১০ শতাংশের বেশি যেন বই-খাতার ব্যাগের ওজন না হয়। অভিযোগ, বহু স্কুল সেই নির্দেশ মানছে না। ফলে অতিরিক্ত বইয়ের বোঝা বইতে গিয়ে পিঠ ও কাঁধের সমস্যায় ভুগছে পড়ুয়ারা। এই পরিস্থিতিতে ব্যাগের অতিরিক্ত ওজন নিয়ে নজরদারির আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। শুক্রবার শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'পড়ুয়াদের বইয়ের অতিরিক্ত বোঝা পিঠে বইতে হবে, সেটা কখনোই হওয়ার কথা নয়। বিষয়টি আমরা দেখছি।' এব্যাপারে শীঘ্রই শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক এবং বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। বইয়ের ব্যাগের অতিরিক্ত ওজন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে বহু বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুল সরকারি নির্দেশিকা মানছে না বলেই অভিযোগ। ফলে ছোটদের শারীরিক সক্ষমতার বাইরে গিয়েও প্রতিদিন ভারী ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যেতে হচ্ছে। সিবিএসই স্কুলগুলির উত্তরবঙ্গের সংগঠন সহোদয়া স্কুল কমপ্লেক্সের সভাপতি এসএস আগরওয়াল বলেন, 'বইয়ের বোঝা কমাতে সিবিএসই-র তরফে স্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে যাতে স্কুলগুলি প্রতিদিন ছয়টা কিংবা সাতটা করে বিষয় না পড়ায়। বদলে কোনও একটি বিষয় পড়ানোর জন্য যাতে দুটো পিরিয়ড নেওয়া হয়। এর ফলে কম বইখাতা স্কুলে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু বেশির ভাগ স্কুল সরকারি নিয়মনীতির তোয়াক্কা করে না। আর তাই দুশ্চিন্তা ফুটে ওঠে শিলিগুড়ির হায়দরপাড়ার বাসিন্দা সম্প্রীতা কর্মকারের গলায়। তাঁর মেয়ে দাগাপুরের একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। প্রতিদিন ছয়টি পিরিয়ডের জন্য ছয়টি বই, ছয়টি খাতা, সঙ্গে ডায়েরি নিয়ে স্কুলে যেতে হয়। ব্যাগ পিঠে নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে হেঁটে যাওয়া, স্কুলের ভেতর হাঁটা এবং একইভাবে সেই ওজন নিয়ে ফিরে আসতে হয়। সম্প্রীতা বলছিলেন, 'মেয়ে মাঝেমধ্যেই পিঠে ব্যথার কথা বলে। কিন্তু স্কুলের রুটিন মেনে বইখাতা দিয়ে পাঠাতে আমি বাধ্য হই।' প্রধাননগরের বাসিন্দা রাখি সরকারও একই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'যা বইখাতা প্রতিদিন ব্যাগে করে নিয়ে যেতে হয়, তার ওজন অন্তত চার কেজি। যখন মেয়ে পিঠে ব্যাগ রাখ তে পারে না, তখন পারলে টেনেহিঁচড়ে ব্যাগ নিয়ে যায়।' অভিভাবকদের পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রীর এহেন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন। এবিআরএসএমের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের মনের কথা শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন।' এবিটিএ-র জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরুর বক্তব্য, 'ব্যাগের ওজন নিয়ে বহু অভিযোগ রয়েছে। সরকারি পদক্ষেপ জরুরি।'

# শিক্ষাঙ্গনে অশান্তি

## চাঁচল ও সামসি কলেজে বহিরাগতদের তাণ্ডবের অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
বিশ্বজিৎ সাহা
**মালদা**

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন চাঁচল ও সামসি কলেজে ফের অশান্তির ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুই কলেজেই বহিরাগতদের তাণ্ডব, ছাত্র ও নিরাপত্তারক্ষীদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। আক্রান্তদের অভিযোগের তির তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) দিকে। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে টিএমসিপির কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। অভিযোগ, শুক্রবার চাঁচল কলেজে চতুর্থ সেমিস্টারের ছাত্র মোজাহিদুল ইসলামকে কলেজ চত্বর থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে একদল বহিরাগত মারধর করে। তাঁকে রক্ষা করতে গেলে এক নিরাপত্তারক্ষীকেও হেনস্থা ও মারধর করা হয়। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এসেছে। আক্রান্ত ছাত্র ও নিরাপত্তারক্ষী চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।অন্যদিকে, সামসি কলেজে পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়াকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তারক্ষীর সঙ্গে বচসা বাধে। অভিযোগ, পরে এবিভিপি-র দুই পড়ুয়াকেও মারধর করা হয়। আহত সৌম্যদীপ মণ্ডলের দাবি, তাঁকে মারধরের পাশাপাশি জামা ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে।দুই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার দুপুরে কলেজ চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে চাঁচল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। চাঁচল কলেজের অধ্যক্ষ উত্তম পাল বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। নিরাপত্তারক্ষী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।

# পর্যটকদের পথ দেখাতে আট জেলায় তথ্যকেন্দ্র, উত্তরের পর্যটনে বিশেষ পুলিশি ব্যবস্থা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
**দার্জিলিং**

হোমস্টে বুকিং করে বাতিল করায় এক পর্যটক টাকা পাচ্ছিলেন না। বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশ হস্তক্ষেপ করায় ওই পর্যটক ফেরত পেয়েছেন টাকা। দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে একজনকে টাকা দিয়ে প্রতারিত হতে হয়েছিল একটি পর্যটক দলকে। যদিও পুলিশি তৎপরতায় ওই দলটি টাকা পেয়েছে। দুটি ঘটনাই পর্যটন মহলে আশার আলো দেখাচ্ছে। উত্তরের পর্যটন 'চাঁদের পাহাড়'। কিন্তু এখানে বেড়াতে এসে প্রায়শই নানা দুর্ভোগের মুখে পড়ার পাশাপাশি প্রতারণার শিকার হতে হয় পর্যটকদের। 'পুলিশে জানিয়ে কিছু হবে না', নিজেদের নানা অভিজ্ঞতায় এই ধারণা থেকে অধিকাংশ পর্যটক চুপ থেকে বাড়ি চলে যান। কিন্তু অবস্থার বদল যে ঘটেছে, তা উপরের ওই দুটি ঘটনাতেই স্পষ্ট। একজন পর্যটককে যাতে আর ভুঁইফোঁড় সংস্থার প্রতারণার শিকার হতে না হয়, সেদিকে লক্ষ রেখে এবার পর্যটনের ক্ষেত্রে আলাদা পুলিশি ব্যবস্থায় জোর দিচ্ছে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর। উত্তরবঙ্গের আট জেলায় ১০০টি ইনফরমেশন সেন্টার বা তথ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পর্যটন দপ্তর। ওই সেন্টারগুলিতেই থাকবে পরামর্শের পাশাপাশি অভাব-অভিযোগ জানানোর বিশেষ ব্যবস্থা। উত্তরবঙ্গে বেড়াতে এসে কোথায় যাবেন বা থাকবেন, তা নির্দিষ্টভাবে জানা না থাকার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি পর্যটকদের প্রতারণার শিকার হতে হয়। এই সমস্যা দূর করতেই মূলত ইনফরমেশন সেন্টার গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত। উত্তরবঙ্গে যে ১০০টি সেন্টার গড়ে তোলা হচ্ছে, তার প্রতিটি হবে একই ধরনের দ্বিতল। গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকবে বিশ্রাম নেওয়ার জায়গার পাশাপাশি পর্যটন দপ্তরের ডেস্ক। এখান থেকেই পর্যটকরা আশপাশ এলাকার যাবতীয় তথ্য পাবেন। ডেস্টিনেশন, বিভিন্ন এলাকায় যাওয়ার ক্ষেত্রে গাড়িভাড়া এবং হোটেল অনুযায়ী সেখানে রাত কাটাবার ক্ষেত্রে টাকা খরচের বিষয়টি। ফার্স্ট ফ্লোরে থাকবে ক্যাফেটেরিয়া। অর্থাৎ অলস সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন পর্যটকরা। তবে আট জেলায় কোথায় কতটা ইনফরমেশন সেন্টার গড়ে তোলা হবে, তা এখনও নির্দিষ্ট হয়নি। তবে প্রতিটি জেলায় ন্যূনতম যে আটটি এমন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে। কেন্দ্রগুলি হবে বিভিন্ন ডেস্টিনেশনের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে। এমন একটি কেন্দ্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর খরচ করবে ৭৫ লক্ষ টাকা। ইনফরমেশন সেন্টারগুলি যেমন পর্যটকদের সঠিক পথ দেখাবে, তেমনই স্থানীয় এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলছেন, 'আমাদের লক্ষ্য বাংলার পর্যটনকে বিশ্বের সর্বত্র নতুনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া।

# কোকো চারা, বীজে সাফল্য, নতুন করে খ্যাতির আলোয় মোহিতনগর ফার্ম

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
**জলপাইগুড়ি**

জলপাইগুড়ির মোহিতনগর কৃষি খামারে দীর্ঘ ৪৬ বছরের কোকো গবেষণায় এল বিরাট সাফল্য। উত্তরবঙ্গে কোকো চাষের তেমন প্রসার ঘটেনি। তবে, এবার মোহিতনগরের হাত ধরেই উত্তর-পূর্ব ভারতে কোকো বিপ্লব শুরু হতে চলেছে। চকোলেট প্রস্তুতকারক সংস্থা মন্ডেলেজ ইন্টারন্যাশনালের সৌজন্যে মেঘালয়, অসম, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও নাগাল্যান্ডে পাড়ি দিচ্ছে এখানকার উন্নতমানের কোকো চারা এবং বীজ। ইতিমধ্যেই গত জানুয়ারি মাসে ৪০ হাজার চারাগাছ পাঠানো হয়েছে। চলতি মাসের শেষে আরও ১০ হাজার চারা এবং ৫ হাজার বীজ পাঠানোর প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। ফলে উত্তরবঙ্গের কৃষি মানচিত্রে মোহিতনগর খামার নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। মোহিতনগরে কেন্দ্রীয় সরকারের ফসল রোপণ গবেষণা ইনস্টিটিউটে সুপারি, নারকেল ও মশলার পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে কোকো চাষ নিয়ে গবেষণা চলছে। বর্তমানে এখানকার মাত্র এক হেক্টর জমিতে কোকোর পরীক্ষামূলক প্ল্যান্টেশন রয়েছে। সম্প্রতি বহুজাতিক

**জলপাইগুড়ির মোহিতনগর কৃষি খামারে দীর্ঘ ৪৬ বছরের কোকো গবেষণায় এল বিরাট সাফল্য। উত্তরবঙ্গে কোকো চাষের তেমন প্রসার ঘটেনি। তবে, এবার মোহিতনগরের হাত ধরেই উত্তর-পূর্ব ভারতে কোকো বিপ্লব শুরু হতে চলেছে।**

সংস্থা মন্ডেলেজ ইন্টারন্যাশনাল উত্তর-পূর্ব ভারতে কোকো চাষের প্রসারে উদ্যোগী হয়েছে। অসমে একটি অফিস খুলেছে ওই সংস্থা। কিন্তু অসমের গবেষণাকেন্দ্রটির পরিকাঠামো ছোট। তাই বিপুল পরিমাণ চারা তৈরির মূল দায়িত্ব এসে পড়ে মোহিতনগর ইনস্টিটিউটের ওপর। ডিরেক্টরেট অফ কোকোনাট অ্যান্ড কোকোয়া ডেভেলপমেন্ট বোর্ড-এর নির্দেশে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সামলাচ্ছে মোহিতনগর ফার্ম। বর্তমানে চকোলেট ছাড়াও কসমেটিক্স, আইসক্রিম এবং কোকো বাটার তৈরিতে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে কোকোর। তাই চকোলেট ছাড়াও অন্যান্য সেক্টরে কোকো সরবরাহের লক্ষ্যে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলো সরকারিভাবে কৃষকদের এই চাষে উৎসাহ দিচ্ছে। এই বিষয়ে ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট ডঃ অরুণ শীট বলেন, 'আমাদের এখানকার কোকো গাছ অত্যন্ত উন্নতমানের। মূলত উপযুক্ত বিপণনের অভাবেই উত্তরবঙ্গে এর প্রসার ঘটেনি। এখন উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোতে কোকো চাষের এলাকা বাড়াতেই আমরা বিপুল পরিমাণ চারা ও বীজ সরবরাহ করছি।'কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, অবহিমালয় অঞ্চলের আর্দ্র আবহাওয়া কোকো চাষের জন্য আদর্শ।

শুধু টানা এক সপ্তাহ তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে না নামলেই এই গাছ দারুণভাবে বাড়ে। উত্তরবঙ্গের কৃষকরা প্রথম থেকে কোকো চাষে উদ্যোগী হলে হয়তো এলাকার অর্থনৈতিক চিত্রটা আজ অন্যরকম হতে পারত। কাঁচামালের সহজলভ্যের কারণে এই অঞ্চলেই গড়ে উঠতে পারত চকোলেট তৈরির কারখানা। তবে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে এই চাষ নিয়ে অনীহা থাকলেও, পড়শি রাজ্যগুলোতে উন্নত কোকো চারা পাঠিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই করছে জলপাইগুড়ির মোহিতনগর কৃষি খামার।

# ‘গণতন্ত্রের জয়’, উচ্ছ্বসিত সিজেপি নেতা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের খবর সামনে আসতেই আনন্দে ফেটে পড়ে বিক্ষোভরত ছাত্রসমাজ এবং ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকের একটি ভিডিও এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তাঁকে উল্লাসে ফেটে পড়তে দেখা যায়। এই ঘটনাকে ‘গণতন্ত্রের জয়’ বলে উল্লেখ করে তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশে বলেন, ক্ষ্মবলা হতো এই সরকারে কেউ ইস্তফা দেন না। কিন্তু দুনিয়া মাথা নোয়ায়, শুধু মাথা নোয়ানোর মতো কাউকে দরকার (ঝুকতি হ্যায় দুনিয়া, ঝুকানে ওয়ালা চাহিয়ে) ক্ষ্ম নরেন্দ্র মোদীর সরকারে এই প্রথম কোনও মন্ত্রীর পদত্যাগের ঘটনাকে নিজেদের সবচেয়ে বড় জয় হিসেবেই দেখছেন আন্দোলনকারীরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে লেখা পদত্যাগপত্রে শিক্ষাক্ষেত্রে নিজের চার দশকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। নিট-ইউজি পরীক্ষা নিয়ে বিতর্কের কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, গত ৩ মে পরীক্ষার পর অনিয়মের বিষয়টি সামনে আসতেই সরকার দ্রুত পদক্ষেপ করেছিল। সিবিআই-এর হাতে তদন্তভার দেওয়ার পাশাপাশি পরীক্ষা বাতিল করে ফের নতুন দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়। আগামী বছর থেকে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ করতে সম্পূর্ণ কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়ার কথাও জানান তিনি। প্রাক্তন মন্ত্রীর দাবি, পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে ২০ লক্ষ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং প্রথম দিন থেকেই তিনি এই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। শিক্ষামন্ত্রীর এই ইস্তফা ঘোষণার ঠিক আগেই রাজধানী দিল্লিতে আন্দোলনরত তরুণ পড়ুয়াদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে পুলিশ। উল্লেখ্য, এই পদত্যাগের ঠিক আগের দিনই সিজেপি-র মুখপাত্ররা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। ধারাবাহিক ছাত্র আন্দোলন এবং দেশজুড়ে তৈরি হওয়া প্রবল চাপের মুখেই শেষ পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

# দক্ষিণ চিন সাগরে বেপরোয়া বেজিং
## ট্রাম্পের দ্বারস্থ ফিলিপাইনস

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ম্যানিলা

দক্ষিণ চিন সাগরের বিতর্কিত জলসীমায় আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে এবার সমস্ত কূটনৈতিক শিষ্টাচার শিকেয় তুলে চরম আগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে চিন। চলতি সপ্তাহে এই নিয়ে তৃতীয়বার স্কারবরো শোল বা চিনের ভাষায় হুয়াংইয়ান দ্বীপের কাছে ফিলিপিন্সের কোস্ট গার্ডের নৌকোর ওপর চিনা কোস্ট গার্ডের বর্বরোচিত হামলার ঘটনা সেই রূঢ় বাস্তবেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। শুক্রবার চিনা বাহিনী ফিলিপিন্সের একাধিক নৌকোর ওপর তথাকথিত ‘নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ’ নেওয়ার দাবি করেছে, যা আদতে বেজিংয়ের একতরফা আগ্রাসনেরই একটি মোড়ক। এর ঠিক আগের দিনই ফিলিপিন্সের একটি নৌকোকে লক্ষ্য করে টানা দুই মিনিটেরও বেশি সময় ধরে জলকামান দেগেছিল চিনা কোস্ট গার্ড। এই ঘটনাগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে পেশিশক্তির জোরে প্রতিবেশীদের কণ্ঠরোধ করার কৌশল নিয়েছে শি জিনপিংয়ের প্রশাসন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, চলতি সপ্তাহের শুরুতে সেকেন্ড থমাস শোলে চিনা কোস্ট গার্ডের কাঠের লাঠির ঘায়ে ফিলিপিন্সের এক নৌসেনা মারাত্মক আহত হয়েছেন। জলকামান থেকে সরাসরি শারীরিক আক্রমণের এই রূপান্তর স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, এই সংঘাত আর নিছক ভয় দেখানোর পর্যায়ে নেই, বরং তা যেকোনো মুহূর্তে এক বড়সড় সামরিক সংঘর্ষের রূপ নিতে পারে। এই অভূতপূর্ব উত্তেজনার আবহে সংঘাতটি আর কেবল দুটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতির এক নতুন ভরকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়র মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। ম্যানিলাকে আশ্বস্ত করে ট্রাম্প জানিয়েছেন যে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে তাঁর আগামী বৈঠকে তিনি এই বিষয়টি কড়াভাবে উত্থাপন করবেন। ট্রাম্পের এই আশ্বাস এবং ঠিক একই সময়ে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের ‘জর্জ ওয়াশিংটন ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ’-এর লুসোন প্রণালী হয়ে দক্ষিণ চিন সাগরে প্রবেশের ছবি প্রকাশ্যে আসার ঘটনাটি আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে এক বিরাট বার্তা। এটি আদতে বেজিংয়ের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনের সামরিক উপস্থিতি ও পাল্টা পেশিপ্রদর্শনের এক চরম হুঁশিয়ারি। এই সংঘাতের ঠিক আগেই বুধবার চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই এবং ফিলিপিন্সের বিদেশ সচিব মা. তেরেসা লাজারোর মধ্যে হওয়া বৈঠকটি তীব্র বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। সেখানে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক একটি ‘চৌরাস্তায়’ দাঁড়িয়ে আছে বলে চিনা বিদেশমন্ত্রীর যে প্রচ্ছন্ন হুমকি, তা ফিলিপিন্সকে বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করার জন্য এক চরম কূটনৈতিক চাপ বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বস্তুত, ২০১২ সালে স্কারবরো শোল দখল করে সেখানে কৃত্রিম দ্বীপ বানানো থেকে শুরু করে ২০১৬ সালের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের রায়কে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা;চিনের এই ধারাবাহিক ইতিহাস এটাই প্রমাণ করে যে, দক্ষিণ চিন সাগরে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করতে তারা সামরিক বা আইনি, কোনো সীমারেখাই মানতে আর রাজি নয়।

# ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগকে ‘গণতন্ত্রের বিজয়’ আখ্যা সোনম ওয়াংচুকের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নতুন দিল্লি

শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের খবর প্রকাশ্যে আসতেই একে দেশের সাধারণ মানুষের এক ঐতিহাসিক জয় বলে বর্ণনা করলেন বিশিষ্ট জলবায়ু কর্মী এবং শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক। কোনো রাজনৈতিক বোঝাপড়া বা দরকষাকষির মাধ্যমে নয়, বরং গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রাজপথে সাধারণ নাগরিকদের দেখানো লাগাতার শৃঙ্খলাবদ্ধ আন্দোলনের ফসল হিসেবেই এই পদত্যাগকে দেখছেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘এক্স’-এ দেওয়া এক তাৎক্ষণিক বার্তায় তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, প্রশাসনের শীর্ষস্তরের এই পতন আসলে রাজপথ থেকে উঠে আসা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রেরই এক অনস্বীকার্য বিজয়। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষ যখন ভয়কে জয় করে একজোট হয়, তখন ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে বসে থাকা জনপ্রতিনিধিদেরও জবাবদিহি করতে বাধ্য করা যায়। নিজের বার্তায় এই জয়কে ‘শান্তি, ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের বিজয়’ বলে উল্লেখ করেছেন ওয়াংচুক। তিনি সিজেপি এবং দেশের ‘জেন জি’ বা নতুন প্রজন্মের তরুণদের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি ভয়ডরহীনভাবে দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে রুখে দাঁড়ানোর জন্য সমস্ত নাগরিককে কুর্নিশ জানিয়েছেন। ওয়াংচুকের এই মন্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ অত্যন্ত গভীর। এটি বুঝিয়ে দেয় যে, অহিংস এবং সুশৃঙ্খল প্রতিবাদ আজও কতটা প্রাসঙ্গিক এবং শক্তিশালী। তরুণ প্রজন্ম যে শুধু সোশ্যাল মিডিয়াতেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং তারা রাজপথে নেমে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারে এবং সরকারের ভিত নাড়িয়ে দিতে পারে, ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ সেই সত্যকেই সিলমোহর দিল। তবে এখানেই থেমে থাকতে নারাজ এই সমাজকর্মী। মন্ত্রীর পদত্যাগের ঘটনাকে একটি প্রাথমিক সাফল্য হিসেবে ধরে নিয়ে তিনি তাঁর বার্তায় আরও লিখেছেন, ক্ষ্মজবাবদিহিতা থেকে এবার আমাদের লক্ষ্য সংস্কার ক্ষ্ম তাঁর এই শেষ বাক্যটি আগামী দিনের আন্দোলনের বৃহত্তর রূপরেখা স্পষ্ট করে দিয়েছে। এর অর্থ হলো, কেবল একজন মন্ত্রীর পদত্যাগ বা ক্ষমতার হাতবদলই এই ছাত্র-আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি হতে পারে না; বরং শিক্ষা ব্যবস্থার গভীরে থাকা ত্রুটিগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে দীর্ঘস্থায়ী এবং ইতিবাচক কাঠামোগত পরিবর্তন আনাই এখন তাঁদের মূল লক্ষ্য। একজন শীর্ষ ব্যক্তির জবাবদিহি নিশ্চিত করার পর এবার গোটা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের যে ডাক ওয়াংচুক দিয়েছেন, তা দেশের অগণিত প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষের কাছে ভবিষ্যতের এক নতুন গঠনমূলক লড়াইয়ের দিশা।

# অর্থমন্ত্রীর ‘সুযোগ নেওয়ার’ মন্তব্যে ছাত্র আন্দোলন ও রাজনীতির ময়দানে নতুন দাবানল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

দেশজুড়ে ‘নিট’ পরীক্ষা নিয়ে চলা নজিরবিহীন জলঘোলার মধ্যে আগুনে ঘি ঢাললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনাকে ইতিবাচক আলোয় তুলে ধরতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, পুনরায় পরীক্ষা হওয়ার আগে পাওয়া অতিরিক্ত সময়কে কাজে লাগিয়ে বহু শিক্ষার্থী নাকি তাঁদের পারফরম্যান্সের উন্নতি ঘটিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের একটি কাল্পনিক মনোভাবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ক্ষ্মপ্রথমে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় কষ্ট পেয়েছিলাম, কিন্তু পরে আমি তার সুযোগ নিই এবং আরও বেশি প্রস্তুতি নিয়ে নিজের পারফরম্যান্সের উন্নতি করিক্ষ্ম;কিছু শিক্ষার্থী নাকি পরিস্থিতিকে এভাবেই চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে নিজেদের সাফল্য ছিনিয়ে এনেছে। হাজার হাজার নিট পরীক্ষার্থীর মানসিক যন্ত্রণা ও আত্মহত্যার ঘটনা যেখানে গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে, সেখানে প্রশ্ন ফাঁসের মতো পরিকাঠামোগত কেলেঙ্কারির পর অতিরিক্ত সময় পাওয়ার বিষয়টিকে ‘সুযোগ’ বা ‘লাভ’ হিসেবে উপস্থাপন করার এই অদ্ভুত যুক্তি সরকারের আত্মপক্ষ সমর্থনের চরম দেউলিয়াপনা এবং অসংবেদনশীলতাকেই জনসমক্ষে উন্মোচিত করে দিল। অর্থমন্ত্রীর এই বেপরোয়া মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই তা নিয়ে দেশজুড়ে প্রবল রাজনৈতিক বিতর্ক ও গণঅসন্তোষের দাবানল জ্বলে উঠেছে। রাজধানী দিল্লির যন্তর মন্তরে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রতিবাদে সোচ্চার ক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ ও কাকরোজ জনতা পার্টি (সিজেপি) এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এটিকে শিক্ষার্থীদের প্রতি চরম কটাক্ষ বলে অভিহিত করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সিজেপি ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছে, অর্থমন্ত্রী যেখানে দাবি করছেন যে প্রশ্ন ফাঁসের সুবাদে শিক্ষার্থীরা ‘রি-নিট’ পরীক্ষার জন্য বেশি পড়াশোনা করার ‘সুযোগ’ পেয়েছেন, তখন এটি পরিষ্কার যে সরকার নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে এখন প্রশ্ন ফাঁসের উপকারিতা প্রচার করতে শুরু করেছে। সংস্থার পক্ষ থেকে সোজা ভাষায় প্রশ্ন তোলা হয়, সরকারের অযোগ্যতার কারণে যেখানে কুড়ি জন শিক্ষার্থী হতাশায় আত্মহত্যা করেছেন, সেখানে দাঁড়িয়ে এমন সংবেদনহীন মন্তব্য কীভাবে কোনো দায়িত্বশীল মন্ত্রী করতে পারেন! অন্যদিকে সিজেপি নেতা আশুতোষ রাঙ্কা অর্থমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে তীব্র ব্যঙ্গ করে বলেন, এই যুক্তি মানলে তো দেশের প্রতিটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রই ফাঁস করে দেওয়া উচিত! এমনকি কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাতেও অর্থমন্ত্রীকে বিঁধে জানতে চান যে প্রশ্ন ফাঁস কেলেঙ্কারির জেরে যে বাইশ জন ছাত্র আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন, তাঁদের পাওয়া ‘সুযোগ বা উপকারিতা’-র তালিকাও কি মন্ত্রী দয়া করে প্রকাশ করবেন!

অবশ্য বিরোধীদের এই তুমুল আক্রমণের মুখে নিজের ও কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নির্মলা সীতারামন দাবি করেন, সরকার শুরু থেকেই এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে; সঠিক সময়ে গ্রেপ্তার, পুনরায় পরীক্ষা গ্রহণ এবং দ্রুত ফল প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন এবং প্রতিবাদী শিক্ষার্থী ও সোনম ওয়াংচুকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করছেন বলেও তিনি জানান। সংসদ অচল থাকা নিয়ে কংগ্রেসকে নিশানা করে তিনি অভিযোগ তোলেন যে সরকার সংসদে বিষয়টি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় রাজি থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসই বারবার অধিবেশন বানচাল করছে, কারণ সত্যিটা সামনে আসুক তা তারা চায় না। কিন্তু গত ২০ জুলাই সংসদে অভিযানের সময় পুলিশের লাঠিচার্জ এবং কাঁদানে গ্যাসের মুখোমুখি হওয়া রক্তাত ছাত্রসমাজের কাছে অর্থমন্ত্রীর এই সাফাই কোনো মলম লাগাতে পারেনি। এই বিতর্ক আদতে প্রমাণ করে দেয় যে, প্রশ্ন ফাঁসের মতো জাতীয় কেলেঙ্কারি থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রশাসনিক সংস্কারের পথে হাঁটার বদলে, শাসক দল কীভাবে শব্দের মায়াজাল বুনে নিজের দায় এড়াতে চাইছে;যা ছাত্র আন্দোলনের ক্ষোভের আগুনকে নেভানোর বদলে আরও বাড়িয়ে দিল।

# মহানদী অববাহিকায় গভীর সমুদ্রে খনিজ তেলের সন্ধানে ভারত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নতুন দিল্লি

জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিদেশের উপর নির্ভরতা কমিয়ে আত্মনির্ভরতার পথে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক ছুঁল ভারত। শনিবার মহানদী সামুদ্রিক অববাহিকায় এমএন-ডিডব্লিউএন আঠারো-এক-এইচডি নামের প্রথম মূল্যায়ন কূপ খননের কাজ শুরু হওয়ার মধ্য দিয়ে দেশের খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। এই পদক্ষেপটি কেবল সমুদ্রের তলদেশে একটি সাধারণ খননকার্য নয়, বরং এটি ভারতের নিজস্ব হাইড্রোকার্বন উৎপাদন বাড়িয়ে ভবিষ্যৎ শক্তির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার এক সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক কৌশল। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এই মেগা প্রকল্পের সূচনা করে একে গত এক দশকের যুগান্তকারী নীতিগত সংস্কারের ফসল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই প্রথম কূপটি আসলে চারটি পরিকল্পিত গভীর সমুদ্রের মূল্যায়ন কূপের মধ্যে অন্যতম, যা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে মহানদী অববাহিকার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবে। এই উদ্যোগের বৃহত্তর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন্ত্রী জানিয়েছেন, হাইড্রোকার্বন এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড লাইসেন্সিং পলিসি, ওপেন একরেজ লাইসেন্সিং প্রোগ্রাম, স্বচ্ছ রাজস্ব-ভাগাভাগি কাঠামো এবং পূর্বতন ‘নো-গো’ বা নিষিদ্ধ সামুদ্রিক এলাকার প্রায় নিরানব্বই শতাংশ মুক্ত করে দেওয়ার মতো সরকারি সংস্কারগুলোই আজ দেশের অনুসন্ধান ও উৎপাদন ক্ষেত্রকে খোলনলচে বদলে দিয়েছে। ২০১৪ সালের পর থেকে দেশের সক্রিয় অনুসন্ধান এলাকার প্রায় একাশি শতাংশ লিজ দেওয়া এবং ওপেন একরেজ লাইসেন্সিং প্রোগ্রামের অধীনে তিন লক্ষ আশি হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে একশো বাহাত্তরটি ব্লক থেকে ৪.৩ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি

জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিদেশের উপর নির্ভরতা কমিয়ে আত্মনির্ভরতার পথে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক ছুঁল ভারত। শনিবার মহানদী সামুদ্রিক অববাহিকায় এমএন-ডিডব্লিউএন আঠারো-এক-এইচডি নামের প্রথম মূল্যায়ন কূপ খননের কাজ শুরু হওয়ার মধ্য দিয়ে দেশের খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো।

বিনিয়োগ আকর্ষণ করার পরিসংখ্যান স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, ভারতের শক্তি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আস্থা এখন তুঙ্গে। এর পাশাপাশি মিশন অন্বেষণ, ন্যাশনাল সিসমিক প্রোগ্রাম, এক্সটেন্ডেড কন্টিনেন্টাল শেলফ সার্ভে এবং ন্যাশনাল ডেটা রিপোজিটরির মতো বৈজ্ঞানিক উদ্যোগগুলো দেশের ভৌগোলিক তথ্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে অজানা প্রান্তিক অববাহিকাগুলোতেও অনুসন্ধানের পথ প্রশস্ত করেছে। শুধুমাত্র ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরেই ৬৭৪টি কূপ খনন, পাঁচটি নতুন হাইড্রোকার্বন ভাণ্ডার আবিষ্কার এবং সাতটি পুরোনো ক্ষেত্র থেকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরুর তথ্য বুঝিয়ে দেয় যে সরকার কেবল নতুন খনির খোঁজেই থেমে নেই, বরং পুরোনো খনিগুলো থেকেও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সর্বোচ্চ উৎপাদনের দিকে কড়া নজর দিয়েছে। এই খননকে ‘উন্নত ভারত’-এর স্বপ্নপূরণের সোপান হিসেবে বর্ণনা করে মন্ত্রী পুরী ওএনজিসি, অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ হাইড্রোকার্বন্স সহ সমস্ত প্রযুক্তিগত অংশীদারদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। মন্ত্রীর কথায়, সমুদ্রের প্রতিটা মিটারের এই খনন ভারতকে আমদানির দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে জ্বালানি ক্ষেত্রে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলারই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করল।

# ভারতীয় কোস্ট গার্ডের সাহসিক অভিযানে ১৭০ জন দুর্গত উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দমন

অবিশ্রান্ত বর্ষণ ও ভয়াবহ প্লাবনের জেরে যখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে দমন, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দক্ষিণ গুজরাতের বিস্তীর্ণ এলাকা, ঠিক তখনই দেবদূতের মতো আবির্ভূত হলো ভারতীয় কোস্ট গার্ড। প্রতিকূল আবহাওয়া, প্রবল জলের স্রোত এবং কাদা-জলে ডুবে থাকা দুর্গম এলাকাগুলোকে তোয়াক্কা না করে একটার পর একটা ঝুঁকিপূর্ণ উদ্ধার অভিযান চালিয়ে এ পর্যন্ত ১৭০ জন জলবন্দী মানুষকে সুরক্ষিত স্থানে সরিয়ে নিয়ে এসেছে বাহিনী। স্থানীয় অসামরিক প্রশাসনের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গত ২২ জুলাই মধ্যরাত থেকে এ পর্যন্ত মোট ১১টি উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেছে তারা। এই তৎপরতা কেবল একটি মানবিক উদ্ধারকাজ নয়, বরং প্রাকৃতিক দুর্যোগের চরম মুহূর্তে রাষ্ট্রের দ্রুত পদক্ষেপ ও প্রশাসনিক সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। উদ্ধার অভিযানের সূচনা হয়েছিল ২২-২৩ জুলাইয়ের মধ্যরাতে, যখন সিলভাসার খানভেল এলাকা থেকে আটকে পড়া ৫ জন মানুষকে উদ্ধার করেন কোস্ট গার্ডের জওয়ানরা। এরপর কদাইয়া উপকূলীয় অঞ্চলের প্লাবিত নদীর তীর থেকে চরম বিপদে থাকা ৩ জন মৎস্যজীবীকে নিরাপদে বের করে আনা হয়। তবে সবচেয়ে বড় এবং জটিল চ্যালেঞ্জটি আসে ২৩-২৪ জুলাইয়ের রাতে, যখন রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া ওয়েলস্পন শিল্পাঞ্চল থেকে ৬০ জন মানুষকে উদ্ধার করতে হয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাতের অন্ধকারে জলমগ্ন শিল্পাঞ্চল থেকে এত বিপুলসংখ্যক মানুষকে উদ্ধার করা কোস্ট গার্ডের অসাধারণ প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও অদম্য সাহসিকতারই প্রমাণ দেয়। পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকাজের পরিধিও দ্রুত বিস্তার লাভ করে। অ্যারো ফাইবার প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে বন্যায় আটকে পড়া একটি বাস থেকে ৭ জন যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়, ডোংরি এলাকা থেকে সরিয়ে আনা হয় ১০ জনকে। অন্যদিকে ভলসাড-পারডি এলাকায় পরিস্থিতির গভীরতা বিবেচনা করে হেলিকপ্টারের সাহায্যে ৪ জনকে এয়ারলিফ্ট করা হয় এবং রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এলাকা থেকে রাতভর অভিযান চালিয়ে আরও ৮ জনকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়।

# অজেয় নন মোদী-শাহ, ওঁদেরও যেতে হবে, হুঙ্কার বিরোধীদের

নিট ইউজি প্রশ্নফাঁস এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় চলা চরম অব্যবস্থার প্রতিবাদে দেশজুড়ে গড়ে ওঠা লাগাতার ছাত্র বিক্ষোভের কাছে অবশেষে পিছু হঠতে বাধ্য হলো কেন্দ্রীয় সরকার। তুমুল গণআন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের খবর প্রকাশ্যে আসতেই এই ঘটনাকে রাজপথের যুবসমাজের এক ঐতিহাসিক বিজয় হিসেবে তুলে ধরে শাসক দলকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিরোধী শিবির।

দিল্লির যন্তর মন্তরে প্রতিবাদী পড়ুয়াদের নেতৃত্ব দেওয়া অনলাইন ব্যঙ্গাত্মক প্ল্যাটফর্ম কাকরোজ জনতা পার্টির সঙ্গে সরকারের তৃতীয় দফার আলোচনার ঠিক আগেই শিক্ষামন্ত্রীর এই ইস্তফা আসলে সরকারের কোণঠাসা অবস্থারই সুস্পষ্ট প্রতিফলন। আর এই অভূতপূর্ব জয়কে হাতিয়ার করেই এবার সরাসরি বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বকে নিশানা করেছেন বিরোধীরা। শিবসেনা ইউবিটি সাংসদ সঞ্জয় রাউত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে একটি কড়া বার্তায় লিখেছেন যে, ধর্মেন্দ্র প্রধানের এই পদত্যাগ প্রমাণ করে দিল যে মোদী এবং শাহ কেউই অজেয় নন, এবার তাঁদেরও ক্ষমতা থেকে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

রাউতের এই রাজনৈতিক হুঙ্কার আসলে বিরোধী শিবিরের সেই নতুন আত্মবিশ্বাসেরই বহিঃপ্রকাশ, যেখানে একটি অরাজনৈতিক ছাত্র আন্দোলন কীভাবে পরাক্রমশালী সরকারের ভিত নাড়িয়ে দিতে পারে, তা গোটা দেশের সামনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন এবং তার চূড়ান্ত পরিণতিকে ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর এক বিরাট জয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন আপ-এর জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এক্সে একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের জন্য গোটা দেশকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, এটি আসলে সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে অহংকারের পতন।

বস্তুত, রাজপথের নিরলস লড়াই এবং কাকরোজ জনতা পার্টির মতো একটি ব্যঙ্গাত্মক সংগঠনের ছাতার তলায় জড়ো হওয়া হাজার হাজার তরুণের অদম্য জেদ যে শেষ পর্যন্ত সরকারের শীর্ষস্তরে ভাঙন ধরাতে পারে, বিরোধীদের এই উচ্ছ্বাস দেশের রাজনীতিতে সেই নতুন সমীকরণেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

এই ইস্তফা শুধু একজন মন্ত্রীর বিদায় নয়, বরং এটি বিরোধীদের হাতে এমন এক রাজনৈতিক হাতিয়ার তুলে দিল যা আগামী দিনে সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের অজেয় ভাবমূর্তিকে আরও জোরালোভাবে চ্যালেঞ্জ জানাবে।

# খনিতে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু ইসিএল কর্মীর

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
অন্ডাল

শনিবার সকালেই অন্ডালের বিশ্বেশ্বরী কোলিয়ারিতে কর্মরত অবস্থায় এক ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ইসিএল)-এর কর্মীর আকস্মিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতের নাম শিবকুমার (৩৮)। আচমকা এই মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে তাঁর পরিবার, সহকর্মী এবং গোটা কোলিয়ারি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো এদিনও শিবকুমার খনির নিচে কাজে যোগ দেন। নির্ধারিত কাজ শেষ করে অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে বসে থাকার সময় হঠাৎই অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। সহকর্মীরা দ্রুত তাঁকে খনির নিচ থেকে উদ্ধার করে বিশ্বেশ্বরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই কোলিয়ারি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে পৌঁছালে কান্নায় ভেঙে পড়েন। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে কর্মরত অবস্থায় শিবকুমারের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ সহকর্মীরাও। ইসিএল কর্মী রামচরণ বাবু জানান, সহকর্মীদের কাছ থেকে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিবকুমারকে দ্রুত খনির নিচ থেকে উপরে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে ঠিক কী কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর মৃত্যু হয়, তা এখনও নিশ্চিত নয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই প্রকৃত কারণ জানা যাবে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ইসিএল সূত্রে জানা গিয়েছে, সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী মৃত কর্মীর পরিবারের প্রাপ্য সমস্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। পাশাপাশি, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিয়ম মেনে পরিবারের একজন সদস্যকে চাকরির সুযোগও দেওয়া হবে বলে সংস্থা সূত্রে জানা গেছে।

# জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে লাল চশমা ও কৃত্রিম হাত পরিয়ে বিজ্ঞাপন, বিতর্ক!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

বর্ধমান শহরের বড়নীলপুর মোড় ও কার্জন গেট-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় একটি অভিজাত বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল বিজ্ঞাপনকে ঘিরে শনিবার তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। হিন্দু দেব-দেবীর অবমাননা এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার অভিযোগ তুলে ওই বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরব হয় জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, গত কয়েকদিন ধরে শহরের বিভিন্ন জায়ান্ট এলইডি স্ক্রিনে ওই শাড়ির শোরুমের একটি বিজ্ঞাপন সম্প্রচার করা হচ্ছিল। সেখানে ভগবান জগন্নাথ, বলরাম ও দেবী সুভদ্রাকে অ্যানিমেশনের মাধ্যমে লাল চশমা ও কৃত্রিম হাত পরিয়ে শোরুমে কেনাকাটা করতে আসা ক্রেতা হিসেবে দেখানো হয়েছে। বিজ্ঞাপনে তাঁদের শাড়ি কেনা এবং ডিসকাউন্টের সুবিধা নেওয়ার দৃশ্য তুলে ধরা হয়। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ্যে আসতেই বহু মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। কংগ্রেসের অভিযোগ, হিন্দুদের আরাধ্য দেবতাদের এভাবে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে অপমান করা হয়েছে। শনিবার জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব শোরুম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে অবিলম্বে ওই বিজ্ঞাপন বন্ধ করার দাবি জানায়। প্রতিবাদকারীদের পক্ষ থেকে জেলা কংগ্রেসের আইএনটিইউসি সভাপতি গৌরব সমাদ্দার বলেন, ক্ষ্মভগবানকে বিজ্ঞাপনের কাস্টমার বানিয়ে হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা হয়েছে। ধর্মীয় প্রতীককে ব্যবসায়িক প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা। কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সামনে দুর্গাপুজো রয়েছে। ভবিষ্যতে লক্ষ্মী, গণেশ, সরস্বতী বা অন্য কোনও দেব-দেবীকেও এভাবে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হলে তার বিরুদ্ধে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবেক্ষ্ম। তিনি আরও জানান, শোরুমের ম্যানেজারের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে এক ঘণ্টার মধ্যে আপত্তিকর বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেওয়ার আল্টিমেটাম দেওয়া হয়। শোরুম কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপনটি প্রত্যাহারের আশ্বাস দিয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।প্রতিবাদকারীদের বক্তব্য, ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করে কোনও সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যদি ব্যবসায়িক প্রচার চালায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও কঠোর অবস্থান নেওয়া হবে। বর্ধমান থেকে শুরু করে গোটা পশ্চিমবঙ্গ এবং দেশের অন্যত্রও এমন ঘটনা ঘটলে বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।অন্যদিকে, এই অভিযোগের বিষয়ে শোরুমের ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

ফলে বিজ্ঞাপনটি কী উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল বা বিতর্ক নিয়ে প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক অবস্থান কী, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনাকে ঘিরে শহরে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।

ধর্মীয় প্রতীককে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে ব্যবহার কতটা শোভন এবং তার সীমারেখা কোথায় হওয়া উচিত, সেই প্রশ্নও নতুন করে সামনে এসেছে। তবে অভিযোগগুলোর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

# গ্রেপ্তার মেমারী-১ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেমারী

পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারী-১ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূল নেতা মৃন্ময় ঘোষকে গ্রেপ্তার করেছে মেমারী থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি এবং খুনের চেষ্টার (অ্যাটেম্পট টু মার্ডার) অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার গ্রেপ্তারের পর মৃন্ময় ঘোষকে বর্ধমান আদালতে তোলা হয়। আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরেই তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদিকে, পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে এবং তদন্তের স্বার্থেই অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে মেমারীর রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের আবহে গোটা ঘটনায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। তবে অভিযোগের সত্যতা এবং গ্রেপ্তারের পেছনের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।

# বইয়ের পাতার বাইরে অঙ্কের পাঠ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খণ্ডঘোষ

শুধু বইয়ের পাতায় অঙ্কের সূত্র মুখস্থ করলেই যে প্রকৃত শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, সেই বার্তাই তুলে ধরল পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের ইন্দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। পুঁথিগত শিক্ষার গণ্ডি পেরিয়ে বাস্তব জীবনের সঙ্গে পড়াশোনার যোগসূত্র গড়ে তুলতে বিদ্যালয়ের উদ্যোগে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আয়োজন করা হয় এক অভিনব ব্যবহারিক শিক্ষামূলক কর্মসূচির। অঙ্ককে সহজ, আনন্দদায়ক এবং বাস্তবমুখী করে তুলতেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে পৌঁছে যান এলাকার মিরেপোতা বাজারে শনিবার।বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগ ঘিরে বাজার এলাকায়ও কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। ছোট ছোট পড়ুয়াদের হাতে বাজারের ব্যাগ, সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধান; এমন দৃশ্য দেখে অনেক ক্রেতা ও বিক্রেতাও উৎসাহের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। বাজারে পৌঁছে পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সবজি কেনার দায়িত্ব। তারা নিজেরাই বিভিন্ন দোকানে গিয়ে সবজির দাম জিজ্ঞাসা করে, দর যাচাই করে এবং কেজি অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণের অঙ্ক কষে কেনাকাটা করে। শুধু সবজি কেনাই নয়, কত টাকা দিলে কত টাকা ফেরত পাওয়া উচিত, কীভাবে মোট খরচের হিসাব রাখতে হয়, একাধিক জিনিস কিনলে মোট মূল্য কত দাঁড়ায়;এসব বিষয়ও বাস্তবে হাতে-কলমে শেখানো হয়। অঙ্কের খাতায় শেখা যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের ব্যবহার কীভাবে প্রতিদিনের জীবনে কাজে লাগে, তা নিজেরাই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করে খুদে পড়ুয়ারা। ফলে অঙ্কের প্রতি ভয় কাটিয়ে বিষয়টিকে আরও সহজ ও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে সক্ষম হয় তারা।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শুভেন্দু ঘোষাল জানান, বর্তমান সময়ে জাতীয় শিক্ষানীতিতেও ব্যবহারিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই ভাবনাকে সামনে রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, ক্ষ্মশুধু বই পড়ে অঙ্ক শেখা নয়, বাস্তব জীবনে সেই জ্ঞান কীভাবে কাজে লাগে, তা ছাত্রছাত্রীদের হাতে-কলমে শেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য। পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে এসে ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে শেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলেই শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা অর্জিত হবেক্ষ্ম।

তিনি আরও জানান, বাজার থেকে ছাত্রছাত্রীরা যে সবজি কিনেছে, সেগুলিই বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিল রান্নায় ব্যবহার করা হবে। ফলে পড়ুয়ারা শুধু অঙ্ক নয়, দায়িত্ববোধ, পরিকল্পনা, অর্থের সঠিক ব্যবহার এবং দলগতভাবে কাজ করার শিক্ষাও অর্জন করেছে।এই কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেক পড়ুয়ার পাশে থেকে বাজার করার বিভিন্ন ধাপ বুঝিয়ে দেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। বাজারের ব্যবসায়ীরাও শিশুদের উৎসাহিত করে সঠিক দাম, ওজন এবং হিসাব বুঝিয়ে দেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, আগামী দিনেও বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এ ধরনের আরও ব্যবহারিক শিক্ষামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। শুধুমাত্র পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনে শেখা বিষয়ের প্রয়োগ ঘটিয়ে দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই তাদের লক্ষ্য।শিক্ষাবিদদের মতে, এ ধরনের উদ্যোগ শিশুদের মধ্যে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, যুক্তিবোধ, আত্মবিশ্বাস এবং বাস্তব সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমকে আরও আকর্ষণীয় ও জীবনঘনিষ্ঠ করে তোলে।

ইন্দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই অভিনব উদ্যোগ তাই শুধু অঙ্ক শেখানোর একটি ব্যতিক্রমী পদ্ধতিই নয়, বরং বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিক্ষার এক সুন্দর মেলবন্ধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। শিক্ষা যে শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার প্রয়োগ রয়েছে;সেই মূল্যবান বার্তাই তুলে ধরল খণ্ডঘোষের এই বিদ্যালয়।

# মধ্যরাতে প্রশাসনের বুলডোজার!

## গুঁড়িয়ে দেওয়া হল একাধিক অবৈধ দোকান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেমারি

পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত রসুলপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায় সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে শুক্রবার গভীর রাতে অভিযান চালাল প্রশাসন। বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় রসুলপুর রেল স্টেশন সংলগ্ন সরকারি জমির উপর গড়ে ওঠা একাধিক অবৈধ দোকান ও অস্থায়ী কাঠামো। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে রেল স্টেশনের পাশের সরকারি জমির একটি অংশ দখল করে বেশ কয়েকটি দোকান নির্মাণ করে ব্যবসা চালানো হচ্ছিল। প্রশাসনের দাবি, প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই সরকারি জমির উপর ওই সমস্ত নির্মাণ করা হয়েছিল। বিষয়টি খতিয়ে দেখে জমি দখলমুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুক্রবার গভীর রাতে প্রশাসনের উপস্থিতিতে বুলডোজার দিয়ে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। একের পর এক অবৈধ দোকান ও নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়। অভিযানের সময় এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন ছিল, যাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনও অবনতি না ঘটে।রাতের এই আকস্মিক উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে রসুলপুর বাজার এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকারি জমি দখলমুক্ত করা এবং ভবিষ্যতে বেআইনি দখল রোধ করাই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য।

# হেরোইন সহ কারবারি গ্রেপ্তার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুর্শিদাবাদ

শনিবার সকালে কৃষ্ণপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ হেরোইন সহ এক কারবারিকে গ্রেপ্তার করে। হেরোইনের পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে পাচারে ব্যবহৃত মোটরসাইকেল এবং একটি অ্যানড্রয়েড মোবাইল ফোন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম সাহাবুদ্দিন শেখ। বাড়ি লালগোলা থানার সিসারমজানপুর। ধৃতকে এদিন বহরমপুরে মাদক সংক্রান্ত আদালতে তোলা হলে বিচারক সাত দিনের নির্দেশ দেন। লালবাগ মহকুমা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ওই হেরোইন কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে ৩৯২ গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাজেয়াপ্ত হেরোইনের আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। ধৃতকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে সে দীর্ঘদিন ধরে মাদক কারবারের মধ্যে যুক্ত। সীমান্ত সংলগ্ন এক মাদক কারবারিকে হাত বদলের জন্য যাচ্ছিল। ধৃতের বিরুদ্ধে মাদক সংক্রান্ত একাধিক আইনে মামলা রুজুর পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। লালগোলা পুলিশ জানিয়েছে, সোর্সের খবর মোতাবেক শনিবার ভোর থেকে কৃষ্ণপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় নাকা তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় এক সন্দেহভাজনকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পর্দাফাঁস হয়। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে হেরোইনের একটি প্যাকেট বাজেয়াপ্ত করা হয়। অন্যদিকে, শুক্রবার রাতে সুতি থানার শ্রীরামপুর এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ১০১ গ্রাম হেরোইন সহ এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম আসরাফুল হাসান ওরফে খোকন মহালদার। বাড়ি সুতির শেখপুড়া গ্রামে। তার কাছ থেকে একটি মোটরবাইকও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

# মুর্শিদাবাদের 'অভিশপ্ত' রেলগেট পরীক্ষায় ফরেনসিক বিভাগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদের সেই অভিশপ্ত রেলগেট পরিদর্শনে গেল রাজ্য ফরেনসিক বিভাগ। ঘুরে দেখলেন গোবিন্দপুর রেলগেটের দুর্ঘটনাস্থল। শনিবার দুপুরে ঘটনাস্থলে যান বিভাগের আধিকারিকরা। দলে ছিলেন ফরেনসিক বিভাগের সিনিয়র বিশেষজ্ঞ সি সরকার। সরেজমিনে সব কিছু খতিয়ে দেখেন তাঁরা। কথা বলেন রেলের আধিকারিকদের সঙ্গেও।এ দিন ফরেন্সিক বিভাগের আধিকারিকরা রেলের আধিকারিকদের কাছে জানতে চায় এই রেলের গেট কোন টাইপের? গেট রেলের আধিকারিকরা জানান, গেটটি নন ইন্টারলকিং সি টাইপ গেট। এ ছাড়াও এই গেট বন্ধের নির্দেশ কিভাবে আসে? কী ভাবে এই রেলগেট কাজ করে? তখন রেলের এক আধিকারিক জানান, প্রাইভেট নাম্বর দিয়ে জানানো হয় লাইন ক্লিয়ারের কথা। লেজার ডিসটেন্স মাপার যন্ত্র দিয়ে একাধিক পরীক্ষা করা হয়। এ ছাড়াও দুর্ঘটনাস্থলে বেশ কিছু নমুনা খতিয়ে দেখেন। এরপর সেখান থেকে চলে যায় আজিমগঞ্জ স্টেশনেতর কাছে। সেখানে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পুলকারের পরিস্থিতি ক্ষতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা।

# পাঁচলার পর জগৎবল্লভপুর

## ফের স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে গুলি, টাকা ও গয়না লুঠ

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

শুক্রবার রাতে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের পাঁতিহালে বাড়ি ফেরার পথে পল্লব সাহা নামের এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বাইকে আসা চার দুষ্কৃতী। ব্যবসায়ীর পায়ে গুলি লাগে। তাঁর টাকা ও গয়নার ব্যাগ লুট হয় বলে অভিযোগ। জখম অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনায় প্রকাশ, জগৎবল্লভপুরের পাঁতিহাল হাটতলা বাসস্ট্যান্ডের কাছে রাতে ওই ঘটনা ঘটে। বাইকে চড়ে আসা ওই সশস্ত্র দুষ্কৃতী দল হামলা চালায়। ছিনতাইয়ে বাধা দিলে পায়ে গুলি লেগে জখম হন ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ী। তাঁর টাকা ও গয়না ছিনতাই হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পল্লব সাহা নামের ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ী রাতে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় একটি বাইকে করে চারজন দুষ্কৃতী এসে তাঁকে ঘিরে ধরে। পল্লব বাবুর কাছ থেকে গয়না ও টাকার ব্যাগ ছিনতাই করে নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। বাধা দিলে পল্লবকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা এক রাউন্ড গুলি চালায় বলে অভিযোগ। গুলি তাঁর পায়ে লাগে। এরপর আশপাশের লোকজন দুষ্কৃতীদের তাড়া করলে চম্পট দেয় তারা। আহত ব্যবসায়ীকে নিয়ে যাওয়া হয় জগৎবল্লভপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁকে।

উল্লেখ্য, ছোটখাটো সোনার দোকান চালানোর পাশাপাশি সিভিক ভলেন্টিয়ারেরও কাজ করেন পল্লব। জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দুষ্কৃতীদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে তল্লাশি চলছে। জখম স্বর্ণ ব্যবসায়ী পল্লব সাহা বলেন, 'ওখানে চারজন মিলে আমাকে প্রথমে ঘিরে ধরে। তারপর আমাকে বলে যে এখুনি তোকে মেরে ফেলব। এই কথা বলে আমাকে মারতে শুরু করে। আমাকে গুলি করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদ করলে আমার একটা পায়ে গুলি করে। তারপরেও আমি উঠে ওদের দু'জনকে ধরেছি। আমার ব্যাগে সোনার দোকানের অল্প মাল ছিল। সেই ব্যাগ নিয়ে ওরা ছুটে পালিয়ে যায়। আমি থানায় সিভিক ভলেন্টিয়ারের কাজ করি। আগে সোনার লাইনে কাজ করেছিলাম। সেই সূত্রেই আমার একটা ছোটখাটো সোনার দোকান আছে।' উল্লেখ্য, এর আগে হাওড়ার পাঁচলায় গত ১৩ জুন রানিহাটি জয়নগর বাজার এলাকায় দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার সময় বাইকে চড়ে আসা মুখঢাকা কয়েকজন দুষ্কৃতী হামলা চালায়। বাধা দেওয়ায় প্রায় ৫ রাউন্ড গুলি ছোঁড়া হয় এবং সোনা-রুপোর গয়না ও নগদ ৬০ হাজার টাকা ভর্তি ব্যাগ ছিনতাই করে তারা পালিয়ে যায়।

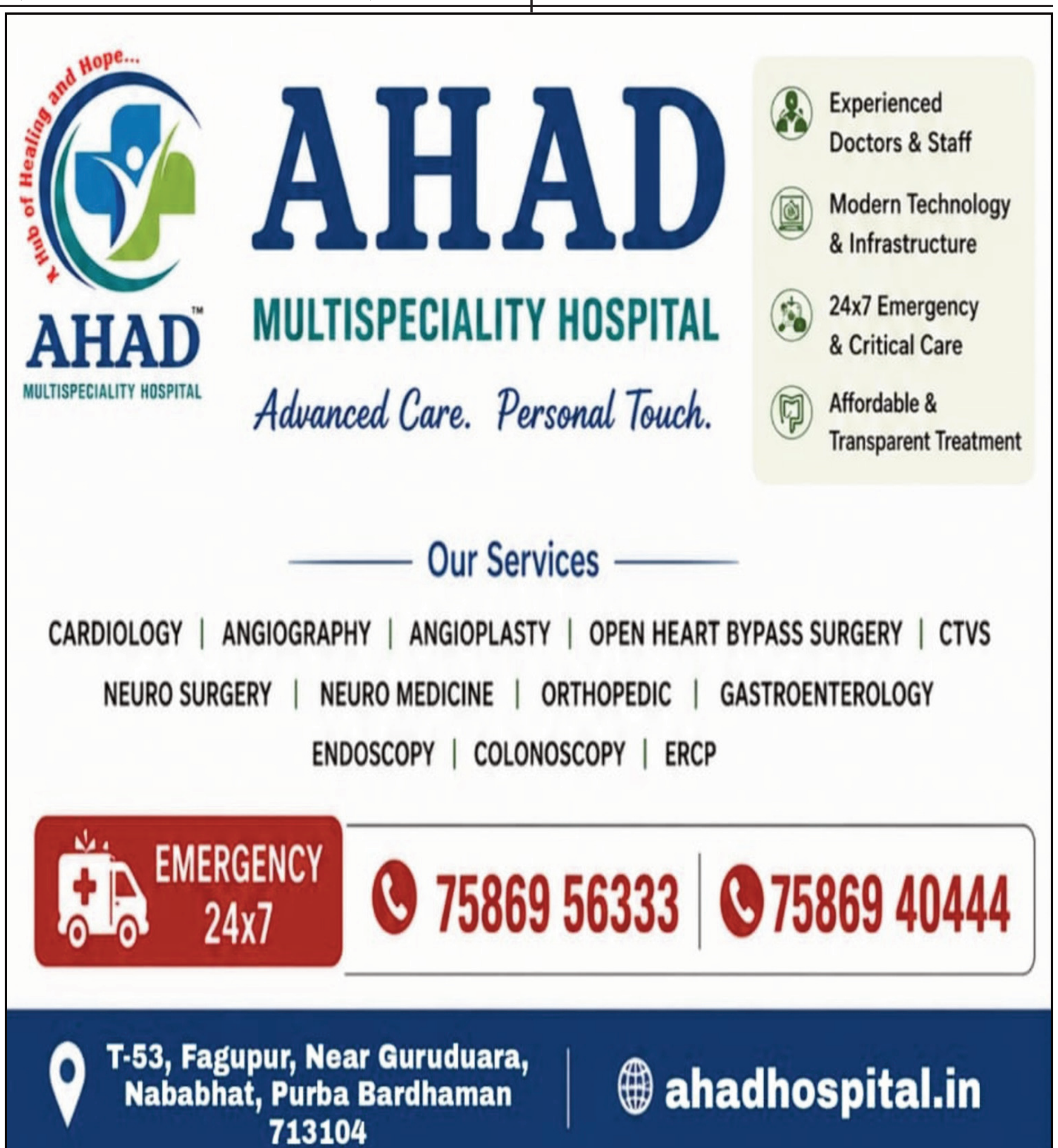

sakaler sironam.......22 July....2026_Layout 1 26-07-2026 03:56 Page 8



# দিল্লির লাঠিচার্জে ফুঁসছে রানীগঞ্জ ভীম আর্মির পথ অবরোধ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রানীগঞ্জ

দিল্লির যন্তর মন্তরে ছাত্র-ছাত্রী ও যুবকদের আন্দোলনে পুলিশি লাঠিচার্জের অভিযোগ ঘিরে দেশজুড়ে প্রতিবাদের আবহের মধ্যেই শনিবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল রানীগঞ্জ। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে এবং আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে ভীম আর্মির ডাকে পাঞ্জাবি মোড়ে পথ অবরোধ ও বিক্ষোভে শামিল হলেন শতাধিক ছাত্র-যুব ও সংগঠনের সদস্যরা। শনিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ শহীদ ভগৎ সিংয়ের মূর্তির পাদদেশে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন আন্দোলনকারীরা। হাতে প্ল্যাকার্ড, মুখে স্লোগান; 'লাঠিচার্জের জবাব চাই', 'ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা চাই', 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের দোষীদের গ্রেফতার করো'; এইসব দাবিতে সরব হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। পরে আন্দোলনকারীরা পথ অবরোধে বসলে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচলে প্রভাব পড়ে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দিল্লিতে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত ছাত্র-যুবকদের উপর অকারণে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে। তাঁদের দাবি, মহিলা, ছাত্র-ছাত্রীসহ বহু নিরীহ আন্দোলনকারী পুলিশের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। শুধু তাই নয়, নামফলকবিহীন পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে বর্বরোচিত আচরণের অভিযোগ তুলে তাঁদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান আন্দোলনকারীরা। একই সঙ্গে সাম্প্রতিক প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবি তোলেন তাঁরা। ভবিষ্যতে যাতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে এমন ঘটনা আর না ঘটে, তার জন্য স্বচ্ছ ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বানও জানান বিক্ষোভকারীরা। ভীম আর্মির নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, সরকার যতদিন না এই ঘটনাগুলিতে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, ততদিন তাদের আন্দোলন থামবে না। শনিবারের এই পথ অবরোধ কর্মসূচি বিকেল পর্যন্ত চলবে বলে জানানো হয়েছে। সম্ভাব্য অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ বাহিনী এবং গোটা পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে প্রশাসন।

# সেবাশ্রয়ে জোরজুলুম ও তোলাবাজির অভিযোগ
## কাঠগড়ায় সাংসদ অভিষেক ও তাঁর প্রাক্তন পিএ

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
ডায়মন্ড হারবার

ডায়মন্ড হারবারের বহুল আলোচিত 'সেবাশ্রয়' ও 'সেবাশ্রয়-২' স্বাস্থ্য শিবিরকে কেন্দ্র করে তীব্র আইনি বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা স্থানীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তোলাবাজি এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন (প্রিভেনশন অফ করাপশন অ্যাক্ট)-সহ একাধিক গুরুতর ধারায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর প্রাক্তন আপ্তসহায়ক (পিএ) সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে পুলিশে মামলা রুজু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পৈলানের 'ইকো ক্রিক রিসর্ট'-এর প্রতিনিধি সমীরণ রায়ের দায়ের করা একটি লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অভিযোগপত্রে জানানো হয়েছে, ২০২৫ এবং ২০২৬ সালের স্বাস্থ্য শিবির চলাকালীন প্রায় ৪০ দিন ধরে ওই রিসর্টের সমস্ত ঘর জোরপূর্বক দখল করে রাখা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ওই দীর্ঘ সময়ে শিবিরে কর্মরত প্রায় ১১০ থেকে ১২০ জন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর থাকা, খাওয়া এবং যাতায়াতের বিপুল খরচ রিসর্ট কর্তৃপক্ষকে বহন করতে বাধ্য করা হয় বলেও অভিযোগ। রিসর্ট কর্তৃপক্ষের দাবি, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎকালীন পিএ সুমিত রায় এবং প্রাক্তন মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডলের তরফে তাঁদের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এমনকি স্থানীয় ক্যাম্প পরিচালনার নামে মোটা অঙ্কের অতিরিক্ত টাকাও দাবি করা হয়। সেই টাকা দিতে অস্বীকার করায় রিসর্টে ভাঙচুর চালানো এবং তাঁদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় বলে লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের দাবি, পর্যটনের ভরা মরশুমে এই জোরজুলুমের জেরে রিসর্টের প্রায় ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত প্রভাবশালী অভিযুক্তদের ভয়ে এতদিন তাঁরা মুখ খুলতে সাহস পাননি। তবে অবশেষে ন্যায়বিচারের আশায় তাঁরা আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ডায়মন্ড হারবারের রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# চায়ের দোকানে লুট ও মালিককে মারধর

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
ইনদাস, বাঁকুড়া

গত ২০ জুলাই সন্ধ্যায় হেয়াৎনগরের কেনেলপাড়ার একটি চায়ের দোকানে স্করপিও গাড়িতে চেপে ৬ জন দুষ্কৃতী আসে এবং নিজেদের আবগারি দপ্তরের কর্মী বলে পরিচয় দেয়। এরপর তল্লাশির নামে ক্যাশবাক্স থেকে প্রায় ২ হাজার টাকা নিয়ে নেয় তারা এবং দোকান মালিক মুজিবর মল্লিককে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। অভিযোগ, এরপর পাত্রসায়ের ব্লকের বামিরা এলাকার একটি পেট্রোল পাম্পে গাড়িতে তেল ভরিয়ে সেই ৬ হাজার টাকা মুজিবর মল্লিকের ফোনপে থেকে পরিশোধ করায় দুষ্কৃতীরা। পরে তাকে ডাডনা দিঘির পাড়ে নিয়ে গিয়ে মারধর করে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর মুজিবর মল্লিক ইন্দাস থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। মুজিবর মণ্ডল নামে ওই ব্যবসায়ীর দাবি, গত ২০ জুলাই রাতে আবগারি দপ্তরের নাম করে কয়েক জন দুস্কৃতি আমার দোকান থেকে আমাকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। পরে একটি পেট্রোল পাম্পের কাছে নামিয়ে মারধোর করে ফোন পে থেকে ছ'হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুস্কৃতি দলটি। এই ধরণের ঘটনা যাতে আর কারও সাথে না ঘটে সেই লক্ষ্যেই ধৃত দুস্কৃতিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনি।

# উল্টে গেল যাত্রীবাহী বাস

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব সংবাদদাতা
মেদিনীপুর

শনিবার ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর সদর ব্লকের অন্তর্গত মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়কের মাঝে গুড়গুড়িপাল থানার বেলিয়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে ঝাড়গ্রাম থেকে মেদিনীপুর আসার পথে গুড়গুড়ি পাল থানার বেলিয়া এলাকায় যাত্রীবাহী বাসের সামনে এক বাইক আরোহী আচমকা বাসের সামনে চলে আসে। যার ফলে বাইক আরোহী কে বাঁচাতে গিয়ে বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে যার জেরে বাসটি রাস্তার পাশে নয়নজুরিতে উল্টে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে উদ্ধারের কাজ শুরু করে। সেই সঙ্গে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় গুড়গুড়ি পাল থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে গিয়ে বাসে থাকা যাত্রীদের সকলকেই নিরাপদে উদ্ধার করে পুলিশ।

তবে বাসে থাকা যাত্রীরা সকলেই সুরক্ষিত রয়েছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। যার ফলে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল ছড়িয়ে পড়ে। তবে ঠিক কি কারনে বাসটি নয়ন জলিতে উল্টে গিয়েছিল তা খতিয়ে দেখার জন্য পুলিশ তদন্তের কাজ শুরু করেছে।

# হেলমেটবিহীন চালকদের সচেতন করতে পথে নামল পুলিশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বেলপাহাড়ি

শুধু পুলিশি জরিমানার জুজু দেখিয়ে নয়, বরং চালকদের মধ্যে জীবনের প্রকৃত মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে এবার এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের অন্তর্গত বেলপাহাড়ি থানা। গ্রামীণ এলাকার বিস্তীর্ণ রাস্তায় অনেক সময়ই দু'চাকার যানের চালকেরা অল্প দূরত্বের অজুহাতে বা নিছক গাফিলতির বশে হেলমেট পরার বিষয়টিকে চরম অবহেলা করেন, যার জেরে প্রায়শই ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সেই অনভিপ্রেত মৃত্যুমিছিল রুখতে এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই বেলপাহাড়ি থানার পুলিশ কর্মীরা শনিবার এলাকার বিভিন্ন রাস্তায় এক বিশেষ হেলমেট চেকিং এবং ট্রাফিক সচেতনতামূলক অভিযান চালান। এদিন হেলমেটবিহীন বাইক চালকদের রাস্তায় থামিয়ে তাঁদের কড়া ভাষায় ভর্ৎসনার পাশাপাশি বোঝানো হচ্ছে যে জীবনের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই হতে পারে না।এই অভিযানের মূল বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট;হেলমেট পরাটা শুধুমাত্র ট্রাফিক আইন মানার একঘেয়ে আইনি বাধ্যবাধকতা নয়, বরং এটি চালকের নিজের এবং তাঁর বাড়িতে অপেক্ষায় থাকা পরিবারের সুরক্ষার সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ। সমাজমাধ্যমেও বেলপাহাড়ি থানার পক্ষ থেকে পুলিশের এই অভিযানের ছবি তুলে ধরে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে যে, একটি সামান্য হেলমেট একটি অমূল্য জীবন বাঁচাতে পারে। প্রশাসনের এই লাগাতার পদক্ষেপ একটি গভীর তাৎপর্য বহন করছে; এটি চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, কেবল চালান কেটে বা কড়া শাস্তির পথে না হেঁটে পুলিশ এখন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে চালকদের মানসিকতায় একটি ইতিবাচক ও স্থায়ী পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছে। এর মূল লক্ষ্য হলো, সাধারণ মানুষ যেন কেবল পুলিশের ভয়ে বাধ্য হয়ে নয়, বরং নিজেদের প্রাণের তাগিদেই ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলেন এবং সমাজে এক সম্পূর্ণ নিরাপদ যাত্রার পরিবেশ গড়ে তুলতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন।

# হাওড়ার উত্তর খুরুটে খুঁটি পুজো

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

পুজোর ঢাকে কাঠি, উল্টোরথের সন্ধ্যায় হাওড়ার উত্তর খুরুটে হয়ে গেল খুঁটি পুজো। শুক্রবার উল্টোরথের সন্ধ্যায় সাড়ম্বরে ৮৭তম বর্ষ দুর্গোৎসবের খুঁটি পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মধ্য হাওড়ার জয়নারায়ণ বাবু ও আনন্দ দত্ত লেনের উত্তর খুরুট বারওয়ারির ক্লাব প্রাঙ্গণে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির হাওড়া জেলা সদরের সহ-সভাপতি অজয় মান্না, বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ এন ব্যানার্জি, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাংশু দাস সহ বারওয়ারির কর্মকর্তারা। এদিনের সন্ধ্যায় খুঁটি পুজোর পাশাপাশি বারওয়ারির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। কার্যত উল্টোরথে খুঁটি পুজোর মধ্যে দিয়ে শারদ উৎসবের ঢাকে কাঠি পড়লো। এর পাশাপাশি এদিন মধ্য হাওড়ার নেতাজি সুভাষ রোডের রামকৃষ্ণ এ্যাথলেটিক ক্লাবেও শুক্রবার সন্ধ্যায় ৫৫তম বর্ষের পুজো উপলক্ষে ক্লাব প্রাঙ্গণে খুঁটি পুজো অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গোৎসব-এর আনুষ্ঠানিক শুভারম্ভ হয় 'খুঁটি পুজোর' মাধ্যমে। উপস্থিত ছিলেন সংঘের দুর্গোৎসব কমিটির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অমিতাভ দত্ত, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, বিশিষ্ট আইনজীবী মল্লিকা রায়চৌধুরী, সমাজসেবী সৌমেন দে, স্বপন জাটি সহ ক্লাবের সভ্যবৃন্দ।

# ঘটনার শিকার প্রাক্তন বিধায়ক কল্লোল খাঁ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নাকাশিপাড়া

শনিবার দুপুরে ১টা ২০ মিনিট নাগাদ কল্লোল, তাঁর সঙ্গী একরাম নাকাশিপাড়া থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন। ইটলা এলাকায় দুর্ঘটনার মুখে পড়ে তাঁর গাড়ি।পথ দুর্ঘটনায় আহত নাকাশিপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক কল্লোল খাঁ। কলকাতা আসার পথে দুর্ঘটনার শিকার তিনি। শনিবার দুপুরে কোতোয়ালি থানার ইটলা এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। মাথা, হাত ও পায়ে আঘাত লেগেছে। তিনি ছাড়াও আহত হয়েছেন, তাঁর গাড়ির চালক, বর্ষীয়ান নেতার সঙ্গী একরাম শেখ। একরামের একটি হাত ভেঙে যাওয়ার পাশাপাশি শরীরের বিভিন্ন অংশে চোট লেগেছে।জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে ১টা ২০ মিনিট নাগাদ কল্লোল, তাঁর সঙ্গী একরাম নাকাশিপাড়া থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন। ইটলা এলাকায় পৌঁছতেই একটি লরি আচমকা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ঘুরে যায়। সেই সময় তাঁদের গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরির পিছনে ধাক্কা মারে। ঘটনায় আহত হন কল্লোল, গাড়ির চালক ও তাঁর সঙ্গী। বিকট শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। উদ্ধারকার্য শুরু করেন তাঁরা। আহতদের শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।একরাম শেখের দাবি, দুর্ঘটনায় কল্লোল খাঁর মাথা, হাত ও পায়ে আঘাত লেগেছে। গাড়ির চালকও শরীরের একাধিক জায়গায় আহত হয়েছেন। এ ছাড়া একরাম শেখের একটি হাত ভেঙে যাওয়ার পাশাপাশি শরীরের বিভিন্ন অংশে চোট লেগেছে। বর্তমানে কল্লোল খাঁ-সহ আহত সকলেই শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছে পুলিশ।

# বর্ধমানে 'বিনামূল্যে বাসন মেলা'য় উপকৃত ৭০ জন ভিক্ষাজীবী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

প্রতি বছরের মতো এ বছরও বর্ষাকালে প্রান্তিক ভিক্ষাজীবী মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে অভিনব উদ্যোগ নিল বর্ধমান সদর প্যায়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সংস্থার উদ্যোগে শাঁখারীপুকুর ম্যালেরিয়া অফিস কালী মন্দিরের সামনে আয়োজিত হয় 'বিনামূল্যে বাসন মেলা'। এই মেলায় স্টিল, চিনামাটি ও কাঁচের বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় বাসনপত্র প্রদর্শন করা হয়। প্রান্তিক ভিক্ষাজীবী মানুষরা নিজেদের প্রয়োজন ও পছন্দ অনুযায়ী সেই বাসনপত্র বিনামূল্যে সংগ্রহ করেন। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, বর্ষাকালে সংক্রমণজনিত পেটের রোগের প্রকোপ অন্যান্য ঋতুর তুলনায় অনেক বেশি থাকে। একাধিক মানুষের একই থালা বা পাত্রে খাবার খাওয়ার অভ্যাস এই ধরনের সংক্রমণের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দেয়, যা প্রান্তিক মানুষের মধ্যে বেশি দেখা যায়। সেই কারণেই প্রত্যেকের জন্য পৃথক খাবারের পাত্র ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যেই এই বাসন মেলার আয়োজন করা হয়েছে।শুধু বাসন বিতরণই নয়, এদিন ৭০ জন ভিক্ষাজীবীর হাতে তুলে দেওয়া হয় পুষ্টিকর মধ্যাহ্নভোজনও। সংস্থার সম্পাদক প্রলয় মজুমদার বলেন, স্বাস্থ্যরক্ষা বলতে শুধু ওষুধ নয়, সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের মধ্যে সেই সচেতনতা গড়ে তুলতেই প্রতি বছর এই 'বিনামূল্যে বাসন মেলা'র আয়োজন করা হয়।সংস্থার এই মানবিক ও জনস্বাস্থ্যভিত্তিক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারাও। তাঁদের মতে, প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এই ধরনের উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেয়।

sakaler sironam.......22 July....2026_Layout 1 26-07-2026 03:56 Page 9



# আমরা চাষ করি আনন্দে

## এক কৃষকের জীবনের গল্প !

সকালের শিরোনাম
কল্যাণ দত্ত

আমরা চাষ করি আনন্দে, মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যে। এই একটি লাইন যেন বাংলার হাজার বছরের কৃষিজীবনের প্রতিচ্ছবি। এখানে শুধু মাঠ নেই, শুধু ফসল নেই; আছে মানুষের বেঁচে থাকার ইতিহাস, ঘামের গন্ধ, স্বপ্নের বীজ, মায়ের হাসি, সন্তানের ভবিষ্যৎ আর মাটির প্রতি এক অবিচ্ছেদ্য ভালোবাসা।

গ্রামের এক প্রান্তে ছোট্ট একটি বাড়ি। কাঁচা উঠান, পাশে একটি আমগাছ, আর উঠানের কোণে বাঁধা দুটি গরু। সেই বাড়িতেই থাকেন একজন সাধারণ কৃষক। সমাজের চোখে তিনি হয়তো সাধারণ, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তিনিই একজন অসাধারণ মানুষ। কারণ তাঁর দুই হাতের পরিশ্রমেই হাজার হাজার মানুষের ঘরে অন্ন পৌঁছে যায়। রাত তখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। পূর্ব আকাশে হালকা আলো ফুটতে শুরু করেছে। চারদিকে নীরবতা, শুধু পাখির ডাক আর শিশির পড়ার শব্দ। কৃষকের ঘুম ভাঙে অ্যালার্মে নয়, দায়িত্বের ডাকে। ঘুম জড়ানো চোখে তিনি উঠোনে বেরিয়ে আকাশের দিকে তাকান।

আজকের দিনটি কেমন হবে? বৃষ্টি হবে, নাকি রোদ? এই প্রশ্নের উত্তর জানেন না। তবুও তিনি থেমে থাকেন না। মুখে এক কাপ গরম চা, কাঁধে কোদাল, হাতে বীজ আর মনে অদম্য সাহস নিয়ে তিনি হাঁটা শুরু করেন মাঠের দিকে। পথের দু'পাশে সবুজ ধানের জমি, কাশফুলের দোলা, দূরে নদীর কলকল ধ্বনি;সব মিলিয়ে যেন প্রকৃতি নিজেই তাঁকে স্বাগত জানায়। মাঠে পৌঁছেই শুরু হয় আসল যুদ্ধ। জমি তৈরি করা, আগাছা পরিষ্কার করা, সেচ দেওয়া, সার প্রয়োগ, বীজ বোনা;প্রতিটি কাজের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অসীম ধৈর্য। মাটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শুধু কাজের নয়, ভালোবাসার। তিনি জানেন কোন জমি কতটুকু পানি চাই, কোন চারার কী যত্ন দরকার, কখন বীজ বুনতে হবে, কখন ফসল কাটতে হবে। এই জ্ঞান কোনো বই থেকে শেখা নয়; এটি এসেছে অভিজ্ঞতা, শ্রম এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা শিক্ষার মধ্য দিয়ে।

দিন বাড়ে। সূর্য মাথার ওপরে উঠে আসে। গরমে শরীর ভিজে যায় ঘামে। কিন্তু সেই ঘাম মুছে আবার কাজে লেগে পড়েন তিনি। কারণ কৃষকের বা কৃষকদের কাছে সময় মানেই ফসল। একটি দিনের অবহেলা কখনো কখনো পুরো মৌসুমের ক্ষতির কারণ হতে পারে। কখনো আকাশে কালো মেঘ জমে। ঝড়ে নষ্ট হয়ে যায় পাকা ধান। কখনো টানা খরায় জমি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। আবার কখনো অতিবৃষ্টিতে পানির নিচে তলিয়ে যায় মাসের পর মাসের পরিশ্রম। সেই সময় বুক ভেঙে যায় ঠিকই, কিন্তু কৃষক হার মানেন না। তিনি আবার নতুন করে শুরু করেন। কারণ তিনি জানেন;মাটির প্রতি বিশ্বাস হারালে জীবনও থেমে যাবে।

একদিন সেই ছোট্ট বীজ ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে। সবুজ চারা বাতাসে দুলতে থাকে। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন সবুজ সমুদ্র। সেই দৃশ্য দেখে কৃষকের চোখে আনন্দের জল আসে। কারণ এই সবুজের মধ্যেই তিনি দেখতে পান নিজের সন্তানের পড়াশোনা, বৃদ্ধ বাবা-মায়ের চিকিৎসা, পরিবারের হাসি আর আগামী দিনের স্বপ্ন।

সময় গড়ায়। ধানের শীষ সোনালি রঙ ধারণ করে। পুরো মাঠ যেন সোনার চাদরে ঢেকে যায়। বাতাসে দুলতে থাকা ধান যেন প্রকৃতির গান গায়। সেই দিন কৃষকের মুখে যে হাসি ফুটে ওঠে, তার মূল্য কোনো অর্থ দিয়ে মাপা যায় না। এটি পরিশ্রমের জয়, ধৈর্যের জয়, জীবনের জয়। ফসল কাটার দিন পুরো গ্রাম যেন উৎসবে মেতে ওঠে। সবাই মিলে মাঠে কাজ করে। হাসি, গল্প, গান আর আনন্দে ভরে ওঠে চারদিক। নতুন ধানের ঘ্রাণে মন ভরে যায়। সেই ধান একদিন চাল হয়ে পৌঁছে যায় শহরের মানুষের খাবারের টেবিলে। কিন্তু খুব কম মানুষই ভাবেন;এই একমুঠো ভাতের পেছনে কত হাজার ঘণ্টার পরিশ্রম, কত অশ্রু, কত দুশ্চিন্তা আর কত স্বপ্ন লুকিয়ে আছে। আজ পৃথিবী যত আধুনিক হচ্ছে, প্রযুক্তি যত উন্নত হচ্ছে, তবুও কৃষকের প্রয়োজন কখনো কমছে না। ট্রাক্টর জমি চাষ করতে পারে, মেশিন ধান কাটতে পারে, কিন্তু জমিকে ভালোবাসতে পারে না। সেই ভালোবাসা কেবল একজন কৃষকের হৃদয়েই থাকে। কৃষক কখনো নিজের জন্য একা বাঁচেন না। তিনি বাঁচেন সমাজের জন্য, দেশের জন্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। তাঁর হাতে জন্ম নেওয়া প্রতিটি শস্যকণা আমাদের জীবনের অংশ। তাই কৃষককে সম্মান করা মানে নিজের অস্তিত্বকে সম্মান করা। আজ আমাদের দায়িত্ব শুধু কৃষকের উৎপাদিত ফসল খাওয়া নয়; তাঁর পরিশ্রমের মূল্য দেওয়া, তাঁর পাশে দাঁড়ানো এবং দেশীয় কৃষিকে এগিয়ে নেওয়া। কারণ একটি শক্তিশালী কৃষি ব্যবস্থাই একটি শক্তিশালী জাতির ভিত্তি। মাটি

কখনো কাউকে প্রতারণা করে না। যে তাকে ভালোবাসে, যত্ন করে, ঘাম ঝরায়;মাটি একদিন তাকে তার প্রাপ্য ফিরিয়ে দেয়। সেই কারণেই কৃষক প্রতিদিন নতুন আশায় মাঠে যান। প্রতিটি সূর্যোদয় তাঁর কাছে নতুন সম্ভাবনার বার্তা নিয়ে আসে, আর প্রতিটি সূর্যাস্ত বলে যায়;পরিশ্রম কখনো বৃথা যায় না। আমরা চাষ করি আনন্দে। কারণ এই মাটিই আমাদের মা। এই মাঠই আমাদের স্বপ্ন। এই ফসলই আমাদের ভবিষ্যৎ। সকাল থেকে সন্ধ্যা, ঋতু থেকে ঋতু, বছর থেকে বছর;আমাদের জীবন জড়িয়ে আছে এই সবুজের সঙ্গে।

যতদিন পৃথিবীতে মানুষের অন্নের প্রয়োজন থাকবে, ততদিন কৃষকের ঘাম, মাটির গন্ধ আর সবুজ মাঠের গল্প কখনো শেষ হবে না। শেষ কথা- কৃষক শুধু একজন পেশাজীবী নন;তিনি জীবন নির্মাতা। তাঁর হাতেই জন্ম নেয় অন্ন, তাঁর ঘামেই বেঁচে থাকে সভ্যতা। তাই আসুন, কৃষিকে ভালোবাসি, কৃষকের সম্মান রক্ষা করি এবং মাটির প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা কখনো ভুলে না যাই। কারণ ক্ষ্মআমরা চাষ করি আনন্দেক্ষ্ম;এটি শুধু একটি বাক্য নয়, এটি বাংলার প্রাণ, বাংলার পরিচয় এবং বাংলার চিরন্তন গর্ব।

# যান্ত্রিক ত্রুটির মাশুল ! প্রাণ গেল মহিলার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কালনা

এক মুহূর্তের অসাবধানতা নয়, বরং যান্ত্রিক ত্রুটিরই মর্মান্তিক পরিণতি। কৃষ্ণনগর থেকে বর্ধমানগামী একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি টোটোকে সজোরে ধাক্কা মারে, তারপর রাস্তার ধারে নয়নজুলিতে উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান টোটোতে থাকা এক মহিলা যাত্রী। মৃতের নাম মিহিজান বিবি। তাঁর বাড়ি নাদনঘাট থানার অন্তর্গত পারুলডাঙ্গা এলাকায়। শনিবার এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনাটি ঘটে কালনা থানার নান্দাই গাবতলা পেট্রোল পাম্পের সামনে। মৃতের পাশাপাশি টোটোতে থাকা আজমিরা খাতুন ও শাহারু বিবি গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে কালনা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসটি কিছু দূর যাওয়ার পর থেকেই যান্ত্রিক ত্রুটির লক্ষণ দেখা দিচ্ছিল। মাঝপথে বাস থামিয়ে ত্রুটি সারানোর চেষ্টা করা হলেও, কিছুক্ষণ পর ফের যাত্রা শুরু করতেই ঘটে বিপর্যয়। আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা টোটোকে ধাক্কা মেরে বাসটি রাস্তার ধারের নয়নজুলিতে উল্টে পড়ে। বাসযাত্রীদের দাবি, চলন্ত অবস্থাতেই বাসে যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তবে ভাগ্যের জোরে বাসটি নয়নজুলিতে পাট জাগ দেওয়া অংশের ওপর গিয়ে পড়ায় বড়সড় প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব হয়। বাসে থাকা যাত্রীরা অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে। একটি যান্ত্রিক ত্রুটি যে কত বড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, এই ঘটনা যেন তারই নির্মম উদাহরণ হয়ে রইল।

# টানা বৃষ্টিতে ডুবল ৬০০ বিঘা ধানের জমি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাটোয়া

কয়েকদিনের টানা ভারী বৃষ্টিতে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের শ্রীবাটি অঞ্চলের মুল্টিগ্রামের উত্তরপাড়া মাঠ এলাকায় কার্যত বন্যাসদৃশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিস্তীর্ণ কৃষিজমি জলমগ্ন হয়ে পড়ায় চরম অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এলাকার শতাধিক কৃষক। সদ্য বোনা ধানের বীজ জলের তলায় চলে যাওয়ায় এবার বড়সড় আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে চাষের উপর নির্ভরশীল কৃষকদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুল্টিগ্রামের উত্তরপাড়ার মাঠে প্রায় ৬০০ বিঘা ধান চাষের জমি সম্পূর্ণভাবে জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির ফলে মাঠে এতটাই জল জমেছে যে কোথাও কোথাও ধানের বীজতলা আর চোখেই পড়ছে না। কৃষকদের দাবি, দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, বীজ, সার, শ্রমিকের খরচ;সবকিছুই এখন জলের নিচে। দ্রুত জল না নামলে সদ্য বোনা ধানের বীজ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নতুন করে চাষ শুরু করতে হবে, যার জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে। অনেক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের পক্ষে সেই খরচ বহন করা অত্যন্ত কঠিন। স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, এই দুরবস্থার মূল কারণ এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা। বহু বছর ধরে ড্রেন সংস্কার না হওয়ায় বর্ষা এলেই সামান্য বৃষ্টিতেই মাঠে জল জমে যায়। জল বের হওয়ার কোনও কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায় দিনের পর দিন কৃষিজমি জলমগ্ন অবস্থায় পড়ে থাকে। ফলে প্রতিবছরই একই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তাঁদের। বহুবার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বিষয়টি জানানো হলেও স্থায়ী সমাধান মেলেনি বলেই অভিযোগ।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কথায়, কৃষিকাজই তাঁদের একমাত্র জীবিকা। এই ফসল নষ্ট হলে শুধু বর্তমান মৌসুম নয়, আগামী কয়েক মাসের সংসার চালানোও কঠিন হয়ে পড়বে। ব্যাংক ঋণ, মহাজনের ধার এবং চাষের খরচ কীভাবে শোধ করবেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তাঁরা। অনেকেই জানিয়েছেন, দ্রুত জল না সরলে ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়বে এবং ধানের পরিবর্তে বিকল্প ফসল ফলানোর সুযোগও নষ্ট হয়ে যাবে।

এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, অবিলম্বে ড্রেন সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হোক এবং জল নিষ্কাশনের জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য আর্থিক সহায়তা ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও করার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের মতে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নতি না হলে প্রতি বর্ষাতেই একই দুর্ভোগের শিকার হতে হবে কৃষকদের। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের আশা, প্রশাসন দ্রুত পরিস্থিতি পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং ড্রেন সংস্কার ও জল নিষ্কাশনের স্থায়ী ব্যবস্থা করবে। তবেই ভবিষ্যতে এই ধরনের জলাবদ্ধতা থেকে কৃষিজমি, ফসল এবং কৃষকদের জীবিকা রক্ষা করা সম্ভব হবে।

# স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

দলীয় কার্যালয় বা রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে গিয়ে জনসেবার এক অনন্য নজির দেখাল ঝাড়গ্রামের ভারতীয় জনতা পার্টি। শনিবার ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষীকান্ত সাউয়ের উদ্যোগে এবং ঝাড়গ্রাম নগর মন্ডল সভাপতি অমিত দাসের সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হলো এক বৃহৎ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির। এলাকার বহু সাধারণ মানুষ এই শিবিরে উপস্থিত হয়ে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন। ফিতা কেটে এই বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের শুভ উদ্বোধন করেন বিজেপির ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি তুফান মাহাতো। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির অফিস সেক্রেটারি ঝন্টু সিংহ এবং মিডিয়া কনভেনার প্রশান্ত মজুমদার। উদ্বোধনের পর জেলা সভাপতি তুফান মাহাতো স্বাস্থ্য শিবিরে আসা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন, তাঁদের শারীরিক সমস্যার খোঁজখবর নেন এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ যথাযথভাবে মেনে চলার অনুরোধ জানান। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'আজকের এই স্বাস্থ্য শিবির অত্যন্ত সফল। টাউনের মন্ডল সভাপতি অমিত দাস পুরো ব্যবস্থার চমৎকার দেখাশোনা করছেন। ভবিষ্যতে ঝাড়গ্রামের প্রতিটা ওয়ার্ডে এবং প্রতিটি মন্ডলে আমরা এই ধরনের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করব, যাতে সাধারণ মানুষকে চিকিৎসার জন্য দূরে দৌড়ঝাঁপ করতে না হয়।'

পূর্ববর্তী তৃণমূল রাজ্য সরকারের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে জেলা সভাপতি আরও বলেন, 'শুধু রাজনীতি করাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়, সাধারণ মানুষের সেবাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আজ সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এখানে আসছেন, নিজেদের শারীরিক অসুবিধার কথা ডাক্তারবাবুদের বলছেন এবং উপকৃত হচ্ছেন। কিন্তু পূর্বের সরকার মানুষকে সেবা দেওয়ার বদলে গরু পাচার আর কয়লা পাচার নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তাঁদের মানুষের সেবার দিকে বিন্দুমাত্র নজর ছিল না। ভারতীয় জনতা পার্টি প্রমাণ করে দিয়েছে যে তারা শুধু ভোটের রাজনীতি করে না, বিপদে-আপদে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সমাজসেবাও করে।'শিবিরে উপস্থিত অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা নিখরচায় সাধারণ মানুষের চোখ পরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। পাশাপাশি সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়। এলাকার সর্বস্তরের মানুষ বিজেপির এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

# সুন্দরবনে শিশু মৃত্যু রোধে সচেতনতা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সাগর

জলবেষ্টিত সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিশুদের জলে ডুবে মৃত্যুর মর্মান্তিক ঘটনা প্রতিনিয়ত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই অকাল শিশু মৃত্যু রোধ করতে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে শনিবার সাগর ব্লকের সুন্দরবন জনকল্যাণ সংঘ বিদ্যানিকেতনে যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হলো 'বিশ্ব জলে ডুবে যাওয়া প্রতিরোধ দিবস'।এদিন সকালে বিদ্যালয় চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য সচেতনতামূলক র‌্যালির আয়োজন করা হয়। ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড হাতে ছাত্রছাত্রীরা এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এর পাশাপাশি বিদ্যালয়ের দেওয়ালে বিষয়ের ওপর আকর্ষণীয় পোস্টার প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। 'চাইল্ড ইন নীড ইনস্টিটিউট' (সিনি)-র বিশেষ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকেরা, ব্লক স্বাস্থ্যকর্মী এবং এলাকার একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে সুন্দরবনের ভৌগোলিক অবস্থান ও তার ফলে সৃষ্ট বিপদ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিশিষ্ট শিক্ষক অশোক কুমার মন্ডল। তিনি বলেন, সুন্দরবনের চতুর্দিক নদী, নালা ও খালে ঘেরা। এ অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি বাড়ির আশেপাশেই রয়েছে গভীর পুকুর। অসচেতনতার কারণে এখানে প্রতিনিয়ত শিশুদের প্রাণহানির মতো অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটছে, যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমাদের একটাই লক্ষ্য;একটি শিশুও যেন আর জলে ডুবে প্রাণ না হারায়। তার জন্য শুধু বিদ্যালয়ে নয়, প্রতিটি পরিবারে জল সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে হবে এবং শিশুদের ওপর নজরদারি জোরদার করতে হবে।

আয়োজক সংস্থা এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যৌথ দাবি, প্রশাসনিক আধিকারিক, পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের এই সম্মিলিত উপস্থিতি সুন্দরবনের গ্রামীণ মানুষকে আরও বেশি করে সচেতন করে তুলবে। গ্রামীণ স্তরে যদি অভিভাবকেরা সচেতন হন এবং নিরাপদ আচরণবিধি মেনে চলেন, তবেই সুন্দরবনের বুক থেকে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা চিরতরে নির্মূল করা সম্ভব হবে বলে আশা করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

# ফের পঞ্চায়েত হাত ছাড়া তৃণমূলের

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
বাঁকুড়া

আরও একটি গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া তৃণমূলের। প্রথমে উপ প্রধান ও পরে প্রধান পদত্যাগের পরই বাঁকুড়া-১ ব্লকের বিকনা গ্রাম পঞ্চায়েত দখল নিল বিজেপি। উল্লেখ্য, ১৯ আসন বিশিষ্ট বিকনা গ্রাম পঞ্চায়েতে ১০ টি তৃণমূল, বিজেপি ৭ টি ও সিপিআইএমের দখলে ২ টি আসন ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে পঞ্চায়েত দখল করে তৃণমূল।

এবার রাজ্যে পালাবদলের পর গত ১২ জুলাই উপ প্রধান অনন্ত কুমার সিংহ ও ২৩ জুলাই প্রধান প্রতিমা কাপড়ি ইস্তফা দেন। অচলাবস্থার মাঝেই শুক্রবার বিকনা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান নির্বাচনের ভোটাভুটিতে তৃণমূল ও সিপিআইএমের কোন নির্বাচিত সদস্য উপস্থিত না থাকায় বিজেপির ৭ সদস্যের উপস্থিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে ওই দলের সনজ গরাই উপ প্রধান নির্বাচিত হন। এরপরেই বিকনা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে প্রবেশ করেন উপ প্রধান সনজ গরাই। তাঁর দাবি, মানুষের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানই আমাদের লক্ষ্য। প্রধান নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তিনিই এখন কাজ চালিয়ে যাবেন বলে জানান। বিজেপির ওন্দা-৪ মণ্ডলের সভাপতি নিত্যানন্দ প্রতিহারের দাবি, ডাবল ইঞ্জিন সরকার মানুষের জন্য কাজ করছে, এখানেও তাই হবে। এখন মানুষের উন্নয়নে কাজ করাই তাদের লক্ষ্য বলে তিনি জানান।

# চাঁদা তুলে রাস্তা সংস্কার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মঙ্গলকোট

দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর ধরে গ্রামের প্রধান রাস্তার সংস্কার না হওয়ায় চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের পূর্ব নপাড়া গ্রামের বাসিন্দারা।প্রশাসনের কাছে বারবার আবেদন জানিয়েও মেলেনি সুরাহা।শেষে নিজেরাই বেহাল রাস্তা মেরামতের উদ্যোগ নেন।সেইমত চাঁদা তুলে রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করেন গ্রামবাসীরা।স্থানীয়দের দাবি, বাম আমলে শেষবার রাস্তায় মোরাম পড়েছিল। এরপর তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর গ্রামের বিভিন্ন অলিগলি ঢালাই রাস্তা হলেও, গ্রামের প্রধান সড়কের আর কোনও সংস্কার হয়নি। ফলে বছরের পর বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ এই যোগাযোগের রাস্তা।বর্ষা শুরু হতেই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। কাদায় ভরা রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। নিত্যদিন স্কুলপড়ুয়া, কৃষক, রোগী ও সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়। বাধ্য হয়েই গ্রামের মানুষ চাঁদা তুলে রাস্তা চলাচলের উপযোগী করার উদ্যোগ নেন। গ্রামের বাসিন্দা মনোয়ার কাজী বলেন, বর্ষার আগে তারা নিজেদের উদ্যোগে এই কাজ শুরু করেছেন।

তাদের আশা, বিধায়ক শিশির ঘোষ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত স্থায়ীভাবে রাস্তা সংস্কারের ব্যবস্থা করবেন।মহিবুল কাজী নামের আর এক বাসিন্দা বলেন, বর্ষার সময় গ্রামবাসীদের যাতায়াতে প্রচণ্ড সমস্যা হচ্ছে। তাই কিছু ইঁট ও ধাস দিয়ে আপাতত রাস্তা চলাচলের উপযোগী করার চেষ্টা করা হোচ্ছে। খুব শীঘ্রই বিধায়কের কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানিয়ে স্থায়ী রাস্তা নির্মাণের দাবি জানানো হবে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের কাছে বারবার আবেদন জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। তাই বাধ্য হয়ে নিজেরাই অর্থ সংগ্রহ করে রাস্তা মেরামতের উদ্যোগ নিতে হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা নিয়ে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

# সামান্য ছাগলছানাকে বাঁচাতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি !

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াগ্রাম

**ভোর তখন সবেমাত্র আড়মোড়া ভাঙছে। কিন্তু সেই ভোরের আলো ভালোভাবে ফোটার আগেই এক বুকবিদারক কান্নার রোলে ঘুম ভাঙল ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রামের বিরিবেড়িয়া গ্রামের। উচ্চমাধ্যমিকে অভাবনীয় সাফল্যের পর সদ্য কাঁথি কলেজে বাংলা স্নাতকে ভর্তি হওয়া একুশ বছর বয়সী মেধাবী তরুণ জয়রাম কিস্কুর চোখে ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন।**

ভোর তখন সবেমাত্র আড়মোড়া ভাঙছে। কিন্তু সেই ভোরের আলো ভালোভাবে ফোটার আগেই এক বুকবিদারক কান্নার রোলে ঘুম ভাঙল ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রামের বিরিবেড়িয়া গ্রামের। উচ্চমাধ্যমিকে অভাবনীয় সাফল্যের পর সদ্য কাঁথি কলেজে বাংলা স্নাতকে ভর্তি হওয়া একুশ বছর বয়সী মেধাবী তরুণ জয়রাম কিস্কুর চোখে ছিল এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। কিন্তু শনিবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সামান্য একটি ছাগলছানাকে উদ্ধার করার মরিয়া চেষ্টা সেই সব স্বপ্নকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিল। প্রায় পঞ্চাশ ফুট গভীর একটি কুয়োর মধ্যে আচমকাই পড়ে যাওয়া একটি ছাগলছানাকে বাঁচাতে গিয়ে জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে তরতাজা এই তরুণের। এই নিদারুণ ঘটনাটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, বিপদের মুহূর্তে আবেগতাড়িত হয়ে নেওয়া সিদ্ধান্ত এবং ন্যূনতম বৈজ্ঞানিক সুরক্ষাবিধির অভাব কীভাবে একটি সম্ভাবনাময় জীবনকে নিমেষে শেষ করে দিতে পারে। বাড়ির লোকেদের ডাকে ঘুম থেকে উঠে পরিস্থিতি দেখে জয়রাম যখন কুয়োর ধারে ছুটে যান, তখন তাঁকে নিচে নামার জন্য একটি দড়ি দেওয়া হয়। কিন্তু চরম আক্ষেপের বিষয় হলো, দড়িটি তাঁর শরীরে সুরক্ষিতভাবে বাঁধা ছিল না; তিনি কেবল হাতের জোরে সেটি ধরে নিচে নামার এক ভয়ংকর ঝুঁকিপূর্ণ চেষ্টা করেছিলেন। গভীর কুয়োর স্যাঁতস্যাঁতে দেওয়ালে নামার সময় আচমকাই হাত ফস্কে যাওয়ায় তিনি আর দড়িটি ধরে রাখতে পারেননি এবং চোখের নিমেষে গভীর জলে তলিয়ে যান। এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে স্থানীয় আরও এক ব্যক্তি তাঁকে উদ্ধারের জন্য কুয়োয় নামলেও শেষরক্ষা হয়নি, উলটে তিনিও গুরুতর আহত হন। চোখের সামনে নিজের সন্তানের এমন মর্মান্তিক পরিণতি দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন জয়রামের বাবা ডোমান কিস্কু। শূন্য দৃষ্টিতে আক্ষেপের সুরে তিনি জানিয়েছেন যে, ছেলে যখন কুয়োয় নামছিল, তখন তাকে কেউ বাধা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। একজন হতভাগ্য পিতার এই আক্ষেপ আসলে এক বৃহত্তর সামাজিক অসচেতনতা এবং সম্মিলিত গাফিলতিরই প্রতিচ্ছবি, যেখানে সামান্য একটি পশুকে বাঁচানোর তাগিদে একটি মানুষের জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার বিষয়টিকে কেউই বাধা দেওয়ার কথা ভাবেননি। পরবর্তীতে পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘ চেষ্টার পর কুয়ো থেকে জয়রামের নিথর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। কলেজের প্রথম পাঠ শুরু করার আগেই চিরঘুমের দেশে পাড়ি দেওয়া এই তরুণের মৃত্যুতে বিরিবেড়িয়া গ্রামে এখন শুধুই স্বজন হারানোর তীব্র হাহাকার আর এক অনন্ত শূন্যতা।

# একাধিক ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব, অভিযোগ কলেজ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বারাসাত

গোবরডাঙ্গায় কলেজের ভূগোল বিভাগের এক শিক্ষক সন্দীপ দত্তের বিরুদ্ধে একাধিক ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব, কুরুচিকর মন্তব্য এবং দীর্ঘদিন ধরে ভয় দেখানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে কলেজ চত্বর ও এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় ও কলেজ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনের অজুহাতে ছাত্রীদের ডাকতেন। অভিযোগ, সেখানে তাঁদের অশালীন প্রস্তাব দেওয়া হতো এবং অনৈতিক দাবি না মানলে বিভিন্ন ভাবে ভয় দেখানো হতো।

দীর্ঘদিন ধরে মুখ বুজে থাকার পর সম্প্রতি বেশ কয়েকজন ছাত্রী সরব হলে বিষয়টি সামনে আসে।ঘটনাটি জানাজানি হতেই তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয় ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। উত্তেজিত জনতা অভিযুক্ত শিক্ষক সন্দীপ দত্তকে জুতোর মালা পরিয়ে এবং ডিম ছুড়ে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

এরপর তাঁকে ওই অবস্থাতেই মিছিল করে গোবরডাঙ্গা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে গোবরডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# জন্মভূমিতে শ্রদ্ধায় স্মরণ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
লাভপুর

বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী তাঁর জন্মভূমি লাভপুরে ৮ই শ্রাবণ উপলক্ষে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ও তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে, বীরভূম জেলা প্রশাসন এবং দিশারী সাংস্কৃতিক চক্রের ব্যবস্থাপনায় শনিবার ধাত্রীদেবতা প্রাঙ্গণ ও অতুল শিব ক্লাবের মঞ্চে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় শুক্রবার অতুল শিব ক্লাবের মঞ্চে শিশুদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। শনিবার সকালে জন্মজয়ন্তীর মূল কর্মসূচি শুরু হয় লাভপুরের বহুরূপী শিল্পীদের অংশগ্রহণে এক বর্ণাঢ্য প্রভাত পরিক্রমার মধ্য দিয়ে। দিশারী সাংস্কৃতিক চক্রের শিল্পীরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন কালজয়ী চরিত্রের বেশে শোভাযাত্রায় অংশ নেন। পরে আঁতুড়ঘর ও ধাত্রীদেবতা প্রাঙ্গণে সাহিত্যিকের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর অতুল শিব ক্লাবের মঞ্চে আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সারাদিন ধরে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও স্মরণসভাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্মরণ করা হয় বাংলা সাহিত্যের এই কিংবদন্তি সাহিত্যিককে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের জেলা আধিকারিক অরিত্র চক্রবর্তী, বোলপুর মহকুমা শাসক নিলুফা পারভীন, লাভপুরের বিডিও উৎপল দাসমহুরী-সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। জেলাশাসক ধবল জৈন জানান, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলির সংরক্ষণ ও এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে জেলা প্রশাসন আরও গুরুত্ব দেবে। এদিন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিব দেবাশিস দত্ত। সাহিত্যসভায় জেলার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কবি, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিপ্রেমীরা অংশ নেন। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাট্য পরিবেশনা। রবিবারও কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। এদিন বসে আঁকার প্রতিযোগিতা, 'গানে ও কথায় তারাশঙ্কর প্রণাম', পুরস্কার বিতরণ, গুণীজন সংবর্ধনা এবং নাট্য মঞ্চায়নের মাধ্যমে দুই দিনের অনুষ্ঠান শেষ হবে।

# বুলডোজার অভিযান, রেলের জমি থেকে উচ্ছেদ অবৈধ নির্মাণ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাড়োয়া

শিয়ালদহ-হাসনাবাদ রেল শাখার হাড়োয়া রোড রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেলের জমি দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে শনিবার বড়সড় উচ্ছেদ অভিযান চালাল রেল ও প্রশাসন। দীর্ঘদিন ধরে রেলের জমির উপর বেআইনিভাবে তৈরি হওয়া দোকানঘর, টিনের ছাউনি, অস্থায়ী কাঠামো এবং অন্যান্য দখলদারি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। অভিযানের সময় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলেও গোটা প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে রেলের জমি দখল করে একাধিক অবৈধ নির্মাণ গড়ে ওঠায় স্টেশন সংলগ্ন রাস্তা ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে পড়ছিল। এর জেরে প্রতিদিনই পথচারী, স্থানীয় বাসিন্দা এবং যানবাহন চলাচলে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছিল। পাশাপাশি জরুরি পরিষেবা, বিশেষ করে দমকল ও অ্যাম্বুল্যান্স চলাচলেও বাধা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দখলদারদের একাধিকবার নোটিশ দিয়ে স্বেচ্ছায় নির্মাণ সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সেই নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় অবশেষে উচ্ছেদ অভিযানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শনিবার দুপুরে বিশাল পুলিশ বাহিনীর নিরাপত্তায় রেল কর্তৃপক্ষ, ভূমি দপ্তর এবং প্রশাসনের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে অভিযান শুরু হয়। প্রথমে গোটা এলাকা ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। এরপর বুলডোজার নামিয়ে একে একে সমস্ত অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়।

রাস্তার উপর জমে থাকা বিভিন্ন সামগ্রীও সরিয়ে দেওয়া হয়। প্রশাসনের দাবি, জনস্বার্থে এবং নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতেই এই অভিযান চালানো হয়েছে। ভবিষ্যতেও রেলের জমি দখল করে কোনও বেআইনি নির্মাণ গড়ে উঠতে দেওয়া হবে না বলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে। অভিযানের পর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রাস্তা অনেকটাই প্রশস্ত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের চলাচলও স্বাভাবিক হবে বলে আশা প্রশাসনের।

# পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

দুর্নীতির অভিযোগ, হাওড়ার সাঁকরাইলের ধূলাগোড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি লক্ষ্য করে 'ডিম-থেরাপি', রাস্তা অবরোধ করে চললো বিক্ষোভ। সাঁকরাইল ব্লকের ধূলাগোড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে বেআইনি নির্মাণ, অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন সরকারি কাজ পাইয়ে দেওয়া এবং গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় ভোটারদের হুমকি প্রদর্শন সহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। এর পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রসঙ্গে কদর্য ভাষা প্রয়োগেরও অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি কর্মীরা। এই নিয়ে শনিবার প্রধানের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভকারীরা এদিন প্রধানের বাড়ি লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ করেন। এর পাশাপাশি ধূলাগোড় রোড অবরোধ করে তাঁরা বিক্ষোভে সামিল হন। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই প্রধানের বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ উঠলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এতদিন কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিক্ষোভকারীদের দাবি, সাঁকরাইল থানার পুলিশ অবিলম্বে অভিযোগের ভিত্তিতে প্রধানকে গ্রেফতার করুক। তাঁদের হুঁশিয়ারি, প্রধানকে গ্রেফতার না করা পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ চলবে।

এদিন বিক্ষোভকারীরা আরও জানান, গত ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটে বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে ওই পঞ্চায়েত প্রধান বিজেপি কর্মীদের ভয় দেখিয়েছিলেন। এর পাশাপাশি জয়ী প্রার্থীদের ভয় দেখিয়ে সার্টিফিকেট পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

এছাড়াও কয়েকদিন আগে জমির মালিকদের সঙ্গে রেজিস্ট্রি না করে মাটি ফেলে জমি ভরাট করে দেওয়া হচ্ছিল। আমরা প্রতিবাদ করায় গালিগালাজ করা হয়। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর নাম করেও কদর্য ভাষা প্রয়োগ করা হয়। এইসবেরই প্রতিবাদে আমরা এদিন অবরোধ করেছি। পরে ঘটনাস্থলে সাঁকরাইল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

# বিধানসভায় জঙ্গলমহল ইস্যু, সরব বিজেপি বিধায়ক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

বিধানসভা অধিবেশনে জঙ্গলমহলের উন্নয়নের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ফের সরব হতে দেখা গেল ঝাড়গ্রামের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউকে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় পর্যটন দফতরের অনুদানের দাবির উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে নিজের বক্তব্য রাখেন। তাঁর এই ভাষণে একদিকে যেমন উঠে এসেছে ঝাড়গ্রামের অপার পর্যটন সম্ভাবনার কথা, ঠিক তেমনই অন্যদিকে আদিবাসী সমাজের প্রান্তিক অংশের জন্য বরাদ্দ অর্থের নয়ছয়ের গুরুতর অভিযোগ তুলে ধরে তিনি তদন্ত দাবি করেন। বিধায়ক স্পষ্ট ভাষায় জানান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অরণ্য, ঐতিহ্য এবং রাজবাড়িকে ঘিরে ঝাড়গ্রামে পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও সেই অনুযায়ী পরিকাঠামোর বিন্দুমাত্র উন্নয়ন এখনও হয়নি। বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে শৌচালয়, বিশ্রামাগার, পানীয় জল ও অন্যান্য প্রাথমিক পরিষেবার চরম অভাবে বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও প্রবীণ পর্যটকদের যে চূড়ান্ত নাকাল হতে হচ্ছে, তা তিনি বিধানসভায় তুলে ধরেন।

এই প্রশাসনিক উদাসীনতার চিত্রটি আসলে জঙ্গলমহল নিয়ে সরকারি স্তরে থাকা দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অভিযোগকেই মান্যতা দেয়। ঝাড়গ্রামে 'টাইগার সাফারি' প্রকল্প ঘোষণার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদও জানান এবং আশা প্রকাশ করেন যে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে জঙ্গলমহলের পর্যটনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলবে। জঙ্গলমহলের অর্থনৈতিক রূপরেখা বদলাতে তিনি ঝাড়গ্রাম ও লালগড়ের রাজবাড়ি, সংলগ্ন অরণ্য এবং অন্যান্য দর্শনীয় স্থানকে যুক্ত করে একটি সমন্বিত হেরিটেজ ও ইকো-ট্যুরিজম সার্কিট গড়ে তোলার অত্যন্ত বাস্তবসম্মত প্রস্তাব দেন। এর পাশাপাশি কংসাবতী নদীর বৈতা ও সাতপাটি এলাকায় নৌবিহার চালু করা, গোপীবল্লভপুরের হাতিবাড়ি পর্যটন কেন্দ্রের আরও উন্নয়ন, হোমস্টের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি ঝাড়গ্রাম পৌরসভাকে 'পর্যটন নগরী' ঘোষণা করে বিশেষ আর্থিক বরাদ্দের জোরালো দাবি জানান তিনি। এই দাবিগুলো পূরণের ওপর জোর দেওয়ার মূল কারণ হলো, শিল্পের অভাব থাকা এই জেলাটিতে পর্যটনের বিকাশ ঘটলেই স্থানীয় মানুষের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। তবে তাঁর ভাষণের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশটি ছিল প্রান্তিক জনজাতিদের বঞ্চনা নিয়ে। বক্তব্যের শেষ পর্বে লোধা-শবর উন্নয়ন পর্ষদের তহবিলের চরম অব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিধায়ক অভিযোগ করেন যে, কেন্দ্রের বরাদ্দ অর্থের যথাযথ ব্যবহার হয়নি। বহু লোধা-শবর পরিবার এখনও যে নিদারুণ আর্থিক অনটনের মধ্যে জীবনযাপন করছে, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি গোটা বিষয়টির একটি নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

# শ্রমিক সভা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঘাটাল

শ্রমিকদের জীবন জীবিকা সংক্রান্ত নানান সমস্যা বিষয়ে শনিবার এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল ঘাটাল শহরে। আশাকর্মী, আই সি ডি এস, ওয়াটার কেরিয়ার এন্ড সুইপার, মোটরভ্যান ইত্যাদি ইউনিয়নগুলির কর্মীগণ এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বিভিন্ন ট্রেডের সদস্যগণ তাদের সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি'র রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি সমরেন্দ্র নাথ মাজী। উক্ত শ্রমিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও এস ইউ সি আই ( কম্যুনিস্ট) দলের প্রতিষ্ঠাতা শিবদাস ঘোষের ৫১ তম মৃত্যুদিন ৫ আগস্টের তাৎপর্য ও দেশের বর্তমান পরিস্থিতির উপর আলোচনা করেন জেলা সম্পাদক দীনেশ মেইকাপ। এবং ৫ আগস্ট কলকাতার রাণি রাসমণি এভিনিউ তে এই দিনের তাৎপর্যের উপর এস ইউ সি আই সি'র সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষের আলোচনা শুনতে যাওয়ার আহ্বান জানান। সমগ্র সভাটি পরিচালনা করেন ঘাটাল শাখার পক্ষে জগবন্ধু মাজী।

# দুর্ব্যবহার করার অভিযোগে দুর্গাপুর পুরসভার কর্মীকে বদলি অন্য দপ্তরে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দুর্গাপুর

সরকারি পরিষেবা নিতে এসে অসহায় মানুষের সঙ্গে অশালীন আচরণ আর দুর্ব্যবহার করার অভিযোগের জেরে দুর্গাপুর পুরসভার এইকর্মীকে বদলি করা হয়েছে অন্য দপ্তরে। ঘটনার একদিন কেটে যাবার পরে কড়া পদক্ষেপ নিল দুর্গাপুর নগর নিগম কর্তৃপক্ষ। সিটি সেন্টার এর পুরসভা মুল দপ্তর থেকে স্বপ্নেন্দু ভৌমিক ওরফে জয়কে একেবারে বীরভানপুর মহাশ্মশানের অফিসে বদলি করল নগর নিগম এর আধিকারিকরা। তার বিরুদ্ধে পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ উঠছিল দিনের পর দিন। স্বপ্নেন্দু ভৌমিক ওরফে জয় দুর্গাপুর নগর নিগমে দাপটের সঙ্গে কাজ করতেন অর্থ বিভাগে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা থেকে শুরু করে হুমকি দেওয়ার অভিযোগও ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। দুদিন আগে এক ব্যক্তি তার অসুস্থ স্ত্রীর অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের জমা নথিপত্রর খোঁজ নিতে এসে পুর কর্মী জয়ের রোষের মুখে পড়েন। সেই ব্যক্তি নথিপত্র জমা দেওয়ার কথা জানতে চাইলে তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে পুরকর্মী জয়। আঙুল উচিয়ে সে বলে আমার নাম স্বপ্নেন্দু ভৌমিক। আমি কিছু বলবো না আমার বিরুদ্ধে যেখানে যা অভিযোগ জানানোর জানান। যা করার করে নিন। পুনরায় এই ধরনের অভিযোগ সামনে আসতেই আর দেরি করেনি পুরসভার প্রশাসনিক কর্তারা। দুর্গাপুর নগর নিগমের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, স্বপ্নেন্দু ভৌমিককে সিটি সেন্টারের প্রধান দপ্তর থেকে বীরভানপুর মহাশ্মশানের অফিসে বদলি করা হয়েছে। অন্যদিকে, বীরভানপুর মহাশ্মশান থেকে বাবলু বিশিকে দুর্গাপুর নগর নিগমের সিটি সেন্টারের প্রধান দপ্তরে নিয়ে আসা হয়েছে। নগর নিগমের এই পদক্ষেপকে সাধারণ মানুষের স্বার্থে নেওয়া কঠোর সিদ্ধান্ত বলেই মনে করছেন এলাকার মানুষ । এই বদলির খবরে খুশি দুর্গাপুরের সাধারণ বাসিন্দা।

# নলহাটিতে এনআইএ-র বড়সড় অভিযান

## বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার, গ্রেফতার ১

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
নলহাটী

বীরভূমের নলহাটিতে বড়সড় সাফল্য পেল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এন আইএ)। সূত্রের খবর, ২০২৪ সালের ,ঝাড়খণ্ডের কোডারমা য় একটি মামলায় এনআইএ তদন্তে আসে বীরভূমের নলহাটির পাহাড় শিল্পাঞ্চলে বাহাদুরপুরে, গত দুদিন ধরে তল্লাশি চালাচ্ছিল তদন্তকারী সংস্থা। সেই সূত্র ধরেই গতকাল শুক্রবার নলহাটি থানার বাহাদুরপুর পাহাড় শিল্পাঞ্চল এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রায় ১ হাজার কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও প্রায় ৪০০০ জেলেটিন স্টিক বলে জানা গেছে। ঘটনায় নলহাটি থানা এলাকার রাকিবুল শেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা চক্রের হদিস পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক সামগ্রী কোথা থেকে এসেছে, কী উদ্দেশ্যে সেগুলি মজুত করা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না;তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে তদন্তকারী সূত্রে ইঙ্গিত, অবৈধ পাথর খাদান কার্যকলাপে ব্যবহারের জন্য বেআইনিভাবে এই বিস্ফোরক মজুত ও পাচার করা হচ্ছিল। পাশাপাশি এর পিছনে বড় কোনও নাশকতার ছক রয়েছে কি না, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা। এনআইএ-র দাবি, ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে এবং খুব শীঘ্রই আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে।

# দক্ষিণ দিনাজপুরে সীমান্ত এলাকার উন্নয়নে বড় পরিকল্পনা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দক্ষিণ দিনাজপুর

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ৩৫২ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার মধ্যে এই 'ভাইব্রান্ট' গ্রামগুলি গড়ে তোলা হবে।কেন্দ্রীয় সরকারের তৎপরতায় সীমান্তবর্তী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ৬৬টি গ্রামকে 'ভাইব্রান্ট ভিলেজ' হিসেবে গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দ্রুত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের রূপরেখা তৈরি করছে জেলা প্রশাসন। এই গ্রামগুলির সার্বিক পরিকাঠামো ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে।দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক বালা সুব্রমনিয়াম টি বলেন, চারটি প্রধান ব্যবস্থা তো থাকছেই, এছাড়া ওই গ্রামগুলিতে আর্থ সামাজিক দিকগুলি কীভাবে বাড়ানো যাবে তার জন্য স্কিম তৈরি করা হচ্ছে। স্থানীয় মানুষজনকে সেই স্কিমের আওতায় আনা হবে। বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায় বলেন, তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডুর উপস্থিতিতে জেলা শাসক, বিডিও-সহ প্রসাশনের কর্তাদের নিয়ে আমরা ব্লক ও জেলাস্তু স্তরে ইতিমধ্যে বৈঠক করেছি। সীমান্ত গ্রামগুলির আর্থ সামাজিক ও পরিকাঠামো উন্নয়ন আমাদের লক্ষ্য। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ৩৫২ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার মধ্যে এই 'ভাইব্রান্ট' গ্রামগুলি গড়ে তোলা হবে। এককেটি গ্রামের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে তিন কোটি টাকা। রাস্তা, বিদ্যুৎ, টেলিকম এবং ইন্টারনেট পরিষেবা আবশ্যিক থাকছে এই 'ভাইব্রান্ট' গ্রামে। এছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পশুপালন-সহ সরকারি প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন করা হবে।

# প্রধানমন্ত্রীর ছবি জ্বালিয়ে সিগারেট ধরানোর অভিযোগে গ্রেফতার যুবক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বারাসাত

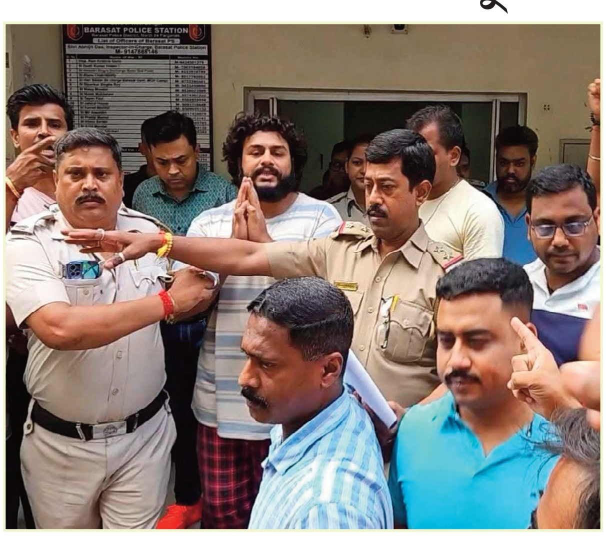


প্রধানমন্ত্রীর ছবি জ্বালিয়ে সিগারেট ধরানোর অভিযোগে গ্রেফতার হলেন এক যুবক। ধৃতের নাম সৌমিক চ্যাটার্জী। সৌমিক বারাসাত পৌরসভার অন্তর্গত বাদু এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ, গতকাল শিয়ালদায় একটি আন্দোলনে অংশ নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর ছবি জ্বালিয়ে তাতে সিগারেট ধরান। এরপর সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেন। এই ঘটনার জেরে বিজেপির পক্ষ থেকে বারাসাত থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ সৌমিক চ্যাটার্জীকে গ্রেফতার করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার বারাসাত থানার সামনে উত্তেজনা ছড়ায়। বিক্ষোভে সামিল হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপের দাবি তোলেন তাঁরা। বিক্ষোভের জেরে থানা চত্বরে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা তৈরি হয়। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

শনিবার ধৃত সৌমিক চ্যাটার্জী কে বারাসাত জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে চারদিন জেল হেফাজতে থাকার নির্দেশ দেন।

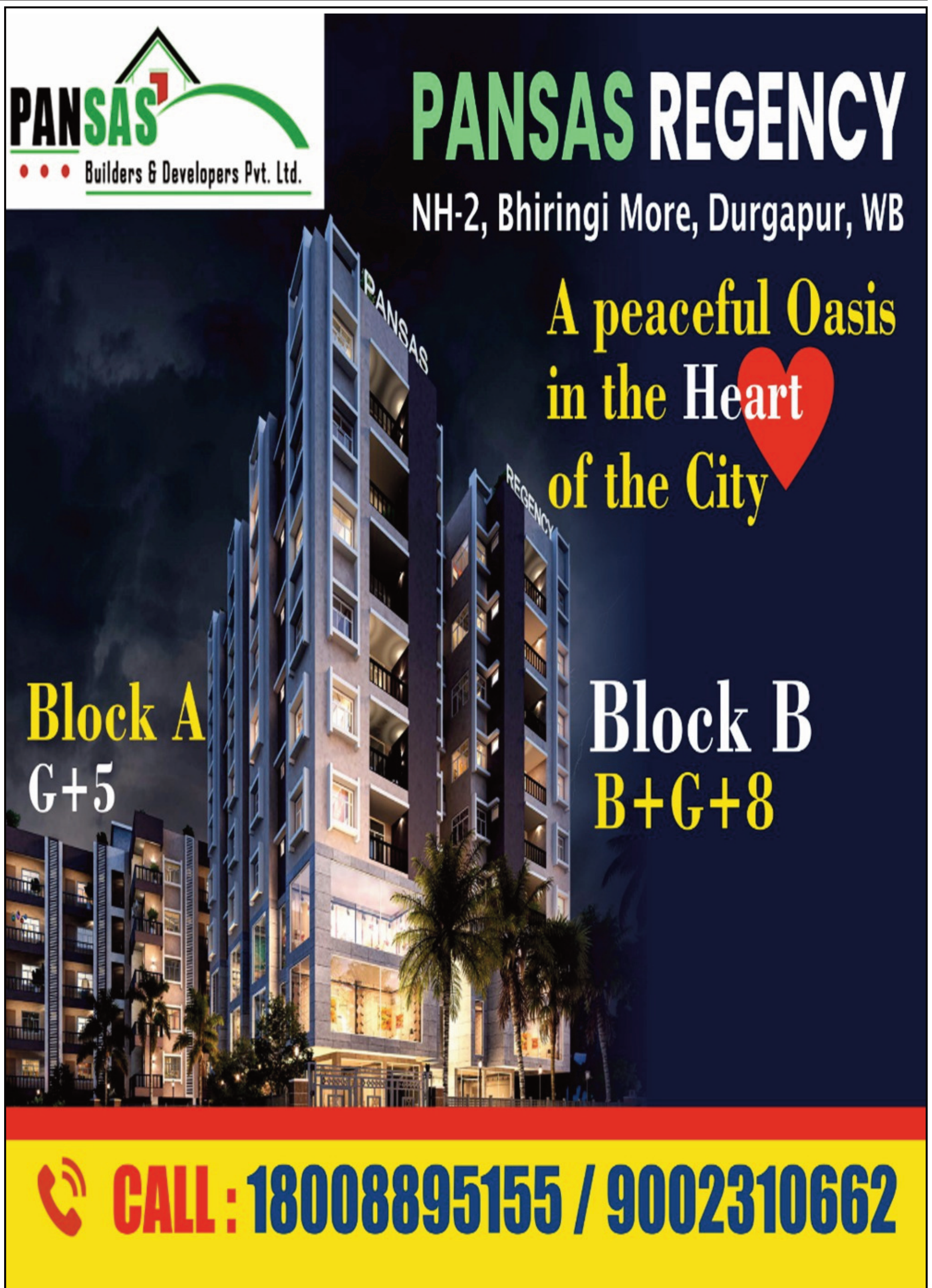

# আসন্ন জনগণনার মেগা প্রস্তুতি! বিশেষ প্রশিক্ষণ

সকালের শিরোনাম
সুনীপম মহাকুল
ঝাড়গ্রাম

আসন্ন ২০২৭ সালের দেশব্যাপী জনগণনার মহাযজ্ঞকে সর্বাঙ্গীণভাবে সফল করতে তৃণমূল স্তরে এখন থেকেই জোরদার পরিকাঠামোগত প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল ঝাড়গ্রামে। শনিবার ঝাড়গ্রাম পৌরসভার উদ্যোগে শহরের একটি প্রেক্ষাগৃহে আগামী জনগণনার কাজে নিযুক্ত এন্যুমেরেটর বা গণনাকারী এবং সুপারভাইজার বা তদারকিকারীদের নিয়ে এক নিবিড় ও বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। একটি দেশের আগামী এক দশকের আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা, পরিকাঠামো উন্নয়ন, আসন পুনর্বিন্যাস এবং সরকারি প্রকল্পগুলোর সঠিক রূপায়ণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে এই জনগণনার নির্ভুল তথ্যের ওপর। তাই দেশের এই সুবিশাল পরিসংখ্যান সংগ্রহের গুরুদায়িত্ব পালনে একেবারে নিচুতলার কর্মীদের প্রযুক্তিগত ও ব্যবহারিক দিক থেকে দক্ষ করে তুলতে প্রশাসনের এই আগাম তৎপরতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রশিক্ষণ পর্বের শেষে প্রেক্ষাগৃহের ভেতরে ব্যানার ও প্রজেক্টরের স্ক্রিনের সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে গ্রুপ ছবি তুলছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিপুল সংখ্যক নারী-পুরুষ এন্যুমেরেটর ও সুপারভাইজাররা। তাঁদের অনেকেরই হাতে থাকা ফোল্ডার ও নির্দেশিকার নথিপত্র স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, আধুনিক ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে এই শিবিরে অত্যন্ত গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই ছবি আসলে প্রশাসনের সেই নীরব কর্মীদের মুখচ্ছবি তুলে ধরে, যাঁরা আগামী দিনে ঘরে ঘরে গিয়ে দেশের প্রকৃত জনতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি করবেন। ঝাড়গ্রামের মতো একটি আংশিক বনাঞ্চল ঘেরা এবং মিশ্র জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের জেলায় প্রতিটি পরিবারের কাছে পৌঁছে গিয়ে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করাটা প্রশাসনিকভাবে রীতিমতো একটি চ্যালেঞ্জের বিষয়। বিশেষ করে প্রান্তিক আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে সঠিক তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ভাষা ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বোঝার জন্য স্থানীয় গণনাকারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়াটা অপরিহার্য। এই প্রশিক্ষণ শিবিরটি কেবল একটি রুটিন সরকারি নিয়মপালন নয়, বরং এটি দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভাণ্ডারকে মজবুত করার প্রথম এবং প্রধান ধাপ। সমাজের একেবারে পিছনের সারিতে থাকা প্রান্তিক মানুষটি থেকে শুরু করে শহরের প্রতিটি নাগরিক যাতে কোনোভাবেই গণনার বাইরে থেকে না যান, তা সুনিশ্চিত করতে এই এন্যুমেরেটররাই আগামী দিনে সরকারের চোখ ও কান হয়ে মাঠেঘাটে কাজ করবেন। পাশাপাশি, কোনো ভুয়ো তথ্য যাতে সরকারি খাতায় জায়গা না পায়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব থাকবে সুপারভাইজারদের কাঁধে। ঝাড়গ্রাম পৌরসভার এই সুপরিকল্পিত এবং সময়োচিত পদক্ষেপ আগামী ২০২৭ সালের ডিজিটাল জনগণনার জটিল কাজে জেলার প্রশাসনিক যন্ত্রকে যে বেশ কয়েক কদম এগিয়ে রাখল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

# নিখোঁজ ৩ নাবালককে উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাঁকসা

নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ পেয়ে তৎপরতার সঙ্গে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ৩ নাবালককে উদ্ধার করলো আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কাঁকসা থানার পুলিশ। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিল কাঁকসার শেরপুরের ৩ নাবালক।

বৃহস্পতিবার সারা রাত তাদের খুঁজে না পেয়ে শুক্রবার পরিবারের সদস্যরা কাঁকসা থানার পুলিশের দারস্ত হন।সেই অভিযোগ পাওয়ার পরেই কাঁকসা থানার পুলিশ নিখোঁজ ঐ তিন নাবালকের সন্ধানে নামে।প্রায় ৩ ঘন্টার মধ্যে ৩ নাবালককে দুর্গাপুর থেকে উদ্ধার করে কাঁকসা থানার পুলিশ। এর পরেই তাদের পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়। শুক্রবার রাতে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের এসিপি (কাঁকসা) ও কাঁকসা থানার আইসি পরিবারের সদস্যদের কাঁকসা থানায় পরিবারের সদস্যদের হাতে ঐ ৩জনকে তুলে দেন। কাঁকসার শেরপুরের বাসিন্দা পারুল রুইদাস জানিয়েছেন,তার দুই ছেলে এক জনের বয়স ১১বছর ও অন্যজনের ১০ বছর।প্রতিবেশী এক নাবালকের সাথে তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুর্গাপুরে চলে যায়। তিনি বলেন, এর পর রাতে বাড়ি না ফেরার খোঁজ শুরু করি আমরা। কিন্তু তাদের কোন খোঁজ না পাওয়ায় শুক্রবার দুপুরে কাঁকসা থানার পুলিশের দারস্থ হই।

কাঁকসা থানার পুলিশ তৎক্ষণাৎ তাদের সন্ধানে নেমে ৩জনকে উদ্ধার করে। পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে এলাকার মানুষ ও তিনজনের পরিবারের সদস্যরা।

# অবৈধ বালি মজুত ও পাচার রুখতে কড়া প্রশাসন, যৌথ অভিযান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

অবৈধ বালি পাচার ও বেআইনি বালি মজুতের বিরুদ্ধে আরও কড়া হচ্ছে ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন। ভরা বর্ষায় নদী থেকে বালি উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকলেও সেই নিয়ম মানা হচ্ছে কি না এবং অনুমতির অতিরিক্ত বালি মজুত করা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখ তে ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে পুলিশ ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের যৌথ অভিযান। সম্প্রতি ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ ও ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর নদীপাড়ে থাকা চালানের অতিরিক্ত স্টক বালির পরিমাণ যাচাই করতে জোরদার অভিযান শুরু করেছে। প্রশাসনের অভিযোগ, বর্ষাকালে নদী থেকে বালি উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নদীপাড়ে অতিরিক্ত বালির মজুত গড়ে তুলছে। সেই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতেই এই অভিযান। শনিবার গোপীবল্লভপুর-২ নং ব্লকের চোরমুন্ডি ও মহাপাল এলাকার সুবর্ণরেখা নদীর পাড়ে থাকা বালির স্টক পরিদর্শন করেন বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ ও ব্লক ভূমি দপ্তরের আধিকারিকরা। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) সমীর অধিকারী, বেলিয়াবেড়া থানার ওসি নিলু মণ্ডল-সহ ব্লক ভূমি দপ্তরের কর্মীরা সরেজমিনে এলাকা ঘুরে দেখে ন। ফিতে দিয়ে বালির স্তূপের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা মেপে মজুত বালির পরিমাণও যাচাই করা হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বর্ষার মরসুমে নদীগর্ভ থেকে বালি উত্তোলন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাই নদীতীরবর্তী এলাকায় নিয়মিত নজরদারি চালিয়ে দেখা হচ্ছে কোথাও অবৈধভাবে বালি তোলা হচ্ছে কি না। পাশাপাশি যেসব ব্যবসায়ীর বৈধ অনুমতি রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রেও নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত বালি মজুত করা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ ও ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অনুমোদিত পরিমাণের বেশি বালি মজুত বা অন্য কোনও অনিয়ম ধরা পড়লে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অবৈধ বালি পাচার ও বেআইনি মজুত রুখতে আগামী দিনেও জেলার বিভিন্ন এলাকায় এই ধরনের যৌথ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

# দীনদয়াল উপাধ্যায় মহা প্রশিক্ষণ শিবির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

গত কয়েকদিন ধরে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করছে। শনিবার আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে বিজেপি যুব মোর্চার আসানসোল সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে এই ধরনের একটি শিবিরের আয়োজন করা হয়। জেলা বিজেপি সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য এবং শীর্ষস্থানীয় স্থানীয় বিজেপি নেতারা উপস্থিত ছিলেন। দেবতনু ভট্টাচার্য বলেন , কিছুদিন আগে সারা ভারতে পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় মহা প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের কারণে তা সম্ভব হয়নি। গত এক মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এদিন রবীন্দ্র ভবনে এই মহা প্রশিক্ষণ শিবির হয়। তিনি আরো বলেন , জেলার সমস্ত মণ্ডল ও মোর্চাগুলির প্রশিক্ষণ ২৮ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ হবে। তিনি আরো বলেন , এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণ বিজেপি কর্মীদের বিজেপির ইতিহাস ও বিকাশ সম্পর্কে জানানো হবে। পাশাপাশি দলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের সচেতন করা হবে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে একটি অনুরোধ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে। সেখানে যারা ভালো ফল করবে তাদের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

# জলাজমিতে যুবকের দেহ উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ডোমজুড়

যুবককে গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায়

হাওড়ার ডোমজুড়ের প্রশস্ত সাহাপাড়ায় পরিত্যক্ত জলাজমিতে যুবকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। 'খুন' করে দেহ গাছে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ স্থানীয়দের। শনিবার দুপুরে ওই নির্জন জলাজমিতে গাছের ডালে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এটি 'খুনে'র ঘটনা বলে এলাকার মানুষের দাবি। নির্জন জলাজমিতে অজ্ঞাতপরিচয় ওই দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, খুব সম্ভবতঃ 'খুনে'র পর গাছের ডালের সঙ্গে দেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এলাকার মানুষজন ঘটনায় যথেষ্টই আতঙ্কিত। তাঁদের অভিযোগ, গত প্রায় আড়াই মাস ধরে সেখানে রাস্তাঘাট খারাপ। রাস্তায় আলো নেই। এরই মধ্যে এই 'খুনে'র ঘটনা। এদিন খবর পেয়ে পুলিশ আসে। দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃত যুবকের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

# আসানসোল ও দুর্গাপুরে ইসকনের উল্টো রথ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল ও দুর্গাপুর

আটদিন মাসির বাড়িতে থাকার পরে শুক্রবার বিকেলে উল্টো রথযাত্রায় নিজের মন্দিরে বলরাম ও শুভদ্রা নিয়ে মন্দির ফিরলেন জগন্নাথ দেব। এদিন বিকেলে আসানসোল ইসকনের উল্টো রথযাত্রার শোভাযাত্রা বেরোয় চিত্রা মোড় সংলগ্ন পোলো গ্রাউন্ড থেকে। এই উল্টো রথযাত্রায় হাজারো ভক্তের ঢল নামে। ছিলেন প্রচুর সাধারণ মানুষও। আসানসোল উত্তর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় রশি টেনে উল্টো রথযাত্রার সূচনা করেন। ছিলেন আসানসোল ইসকনের প্রভু দয়াচন্দ নিতাই দাস। এই উল্টো রথযাত্রা পোলো গ্রাউন্ড থেকে শুরু হয়ে বার্নপুর রোড, ভগৎ সিং মোড়, সেনরেল রোড বা বিবেকানন্দ সরণী হয়ে গাড়ুইয়ে মন্দিরে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে ভক্তদের জন্য প্রসাদ দেওয়া হয়। অন্যদিকে, উল্টো রথ উপলক্ষে শুক্রবার দুর্গাপুরের ইসকনের রথযাত্রায় উপচে পড়ে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ভিড়। আকবর রোডের অস্থায়ী মাসির বাড়ি থেকে শুক্রবার প্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথ ফিরে যাচ্ছে দুর্গাপুর ইসকন মন্দিরে। এই উপলক্ষে দুপুর থেকেই রথের এক ঝলক দেখতে এবং প্রভু জগন্নাথের দর্শন পেতে দুর্গাপুরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য ভক্ত সমবেত হন। হরিনাম সংকীর্তনের তালে তালে নাচে-গানে মেতে ওঠেন ভক্তরা। ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও ধর্মীয় আবহে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। রথযাত্রার পথে ভক্তদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।উৎসবকে ঘিরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। রথযাত্রার পুরো পথজুড়ে মোতায়েন ছিল পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকরা। তাদের তৎপরতায় শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে সম্পন্ন হচ্ছে উল্টো রথের এই ঐতিহ্যবাহী উৎসব।

# নিখোঁজ নাবালিকা খড়্গপুর স্টেশন থেকে উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খড়গপুর

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ি এলাকার এক নাবালিকা জুতো কিনতে যাওয়ার নাম করে শুক্রবার বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ বাড়ি না ফেরায় তার পরিবারের লোকেদের সন্দেহ হয়। এরপর তার পরিবারের লোকেরা কেশিয়াড়ি থানায় গিয়ে বিষয়টি জানায়। খবর পেয়ে কেশিয়াড়ি থানার পুলিশ ওই নাবালিকার খোঁজে তল্লাশি শুরু করে। অবশেষে ওই নাবালিকাকে শুক্রবার সন্ধ্যায় খড়্গপুর স্টেশন থেকে কেশিয়াড়ি থানার পুলিশ উদ্ধার করে। সেই সঙ্গে দুই যুবককে পুলিশ গ্রেফতার করে। তাদের মধ্যে এক যুবকের বাড়ি মুর্শিদাবাদ।। সেই যুবকটি কেশিয়াড়ি এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতো। যার ফলে ওই না বাড়িকার সঙ্গে ওই যুবকের পরিচয় হয়। পুলিশ ওই নাবালিকা কে উদ্ধার করে তার পরিবারের হাতে তুলে দেয়। সেই সঙ্গে ওই দুই যুবককে পুলিশ গ্রেফতার করে কি কারণে ওই নাবালিকাকে তারা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল তা জানার জন্য তাদের কাজ শুরু করেছে। তাই পুলিশের কাজে খুশি কেশিয়াড়ি থানা এলাকার বাসিন্দারা।

সেই জন্য ওই নাবালিকার পরিবারের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারা কেশিয়াড়ি থানার পুলিশ প্রশাসনকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে পুলিশ ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করায় স্বস্তি ফিরেছে তার পরিবারে। বিশেষ সূত্র মারফত জানা যায় যে মুর্শিদাবাদের ওই যুবকটি ওই নাবালিকাকে নিয়ে ট্রেনে করে যখন পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল তখনই পুলিশের হাতে তারা ধরা পড়ে যায়।

# নিখোঁজ সাংসদের খোঁজে থানায় বিজেপি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
অন্ডাল

লোকসভা ভোটের পর থেকে আসানসোলের তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকে জনসমক্ষে দেখা যাচ্ছে না; এমন অভিযোগ তুলে তাঁর 'খোঁজ' চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হল বিজেপি। শনিবার অন্ডাল থানার উখড়া ফাঁড়িতে সাংসদের নামে প্রতীকী 'নিখোঁজ ডায়েরি' দায়ের করেন বিজেপি কর্মীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিম বর্ধমানের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বিরোধীদের অভিযোগ, সাংসদের নাগাল না পেয়ে সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। যদিও তৃণমূল এই অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ, তাদের তরফে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকে দীর্ঘদিন জনসমক্ষে দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলে শনিবার অন্ডাল থানার উখড়া ফাঁড়িতে তাঁর খোঁজ চেয়ে প্রতীকী নিখোঁজ ডায়েরি করল বিজেপি। ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।ভবিজেপি কর্মী দয়াল চ্যাটার্জীর দাবি, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকে সাংসদকে এলাকায় কার্যত দেখা যাচ্ছে না। তাঁর অভিযোগ, বিভিন্ন সমস্যায় সাধারণ মানুষ সাংসদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও সফল হচ্ছেন না। সেই কারণেই বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনতে প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে পুলিশের কাছে নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে। অন্যদিকে, এই অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে বিজেপির এই পদক্ষেপকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। বিরোধীরা বিষয়টিকে জনবিচ্ছিন্নতার ইস্যু হিসেবে তুলে ধরলেও, শাসকদল কী জবাব দেয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

# ১ ও ২ আগস্ট লালগড়ে বসছে 'প্রেসিডেন্ট কাপ'-এর আসর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়া ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব অধ্যায় রচিত হতে চলেছে জঙ্গলমহলের বুকে। আগামী ১ ও ২ আগস্ট লালগড়ের ভাউদি ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাজ্যের অন্যতম সর্ববৃহৎ ফুটবল টুর্নামেন্ট 'প্রেসিডেন্ট কাপ'। জি গ্রুপ লালগড়ের পরিচালনায় আয়োজিত এই টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে কেবল ঝাড়গ্রাম জেলা নয়,

পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা এবং সমগ্র জঙ্গলমহল জুড়ে ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে চরম উন্মাদনা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। টুর্নামেন্টকে স্মরণীয় করে রাখ তে গোটা ঝাড়গ্রাম শহরসহ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত বর্ণাঢ্য গেট, তোরণ এবং ব্যানারে মুড়ে ফেলা হয়েছে। ঝাড়গ্রাম শহরের বিখ্যাত সাবিত্রী মন্দির এলাকাতেও জোরকদমে চলছে গেট নির্মাণের কাজ।

শুক্রবার সাজসজ্জার কাজ স্বশরীরে খ তিয়ে দেখতে উপস্থিত হন খেলার মূল উদ্যোক্তা ও অফিস সেক্রেটারি ঝন্টু সিংহ, জেলা মিডিয়া সেল কনভেনার প্রশান্ত মজুমদার, গোপীবল্লভপুর ১ মণ্ডল সভাপতি গৌতম পড়িয়া,কাজ পরিদর্শন শেষে অফিস সেক্রেটারি ঝন্টু সিংহ বলেন,আগামী ১ ও ২ আগস্ট জঙ্গলমহল তথা বাংলা, বিহার ও ওড়িশার সর্ববৃহৎ ফুটবল টুর্নামেন্ট 'প্রেসিডেন্ট কাপ' ধরমপুর অঞ্চলের ভাউদিতে অনুষ্ঠিত হবে। এটি কেবল একটি ফুটবল খেলা নয়, মানুষকে একসূত্রে বাঁধার ও সংঘবদ্ধ করার এক বিশেষ প্রয়াস। অতীতে বলা হতো জঙ্গলমহল হাসছে, কিন্তু আদতে জঙ্গলমহল কাঁদছিল। আজ এখানে এসে দেখে যান, জঙ্গলমহল সত্যিই হাসছে। এই মেগা টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও অতিথি আসন অলঙ্কৃত করতে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের পরিচিত মুখ তথা পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। পাশাপাশি স্থানীয় বিধায়ক লক্ষীকান্ত সাউ এবং জেলা সভাপতি তুফান দা-র বিশেষ উদ্যোগ ও সহায়তায় এই বিশাল আয়োজন সম্ভব হয়েছে বলে আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

টুর্নামেন্ট শুরু হতে আর মাত্র কয়েক দিন বাকি, তার আগেই সাধারণ মানুষের মধ্যে উত্তেজনার পারদ চরম সীমায় পৌঁছেছে। সব মিলিয়ে আগামী ১ ও ২ আগস্ট লালগড়ের ভাউদি মাঠ ফুটবলের এক মহাসংগমে পরিণত হতে চলেছে।

# ঘোষ পরিবারের প্রাচীন রথযাত্রায় ভক্তদের সমাগম

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বারাসাত

প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মিলনমেলা রথযাত্রায় মুখরিত হয়ে উঠল রাজারহাটের বিষ্ণুপুর বাসিনা গ্রাম। ঘোষ পরিবারের শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা উৎসবে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ ভক্তের সমাগম ঘটেছিল। সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসা নিয়ম ও ধর্মীয় আচার মেনে ঘোষ পরিবারে এ বছরও ধুমধাম করে পালিত হলো এই উৎসব। সকাল থেকেই পুজো-অর্চনা, জগন্নাথদেবের বিশেষ ভোগ নিবেদন এবং মন্ত্রোচ্চারণে চারপাশের পরিবেশ এক স্বর্গীয় অনুভূতিতে ভরে ওঠে। বৈকোলে যখন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীকে সুসজ্জিত রথে অধিষ্ঠিত করা হয়, তখন ভক্তদের জয়ধ্বনি ও কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে পুরো গ্রাম মুখরিত হয়ে ওঠে। রথের রশি স্পর্শ করে পুণ্য অর্জনের আশায় দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন হাজারো মানুষ। উৎসবের এই দিনগুলোতে বাসিনা গ্রাম যেন এক মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়। ঘোষ পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়, বহু বছর ধরে চলে আসা এই পারিবারিক উৎসব আজ শুধু তাঁদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, এটি এখন সর্বজনীন উৎসবে রূপ নিয়েছে। প্রাচীন এই ঐতিহ্যের ধারা বজায় রাখতে পেরে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত।

# যন্তর মন্তরের বিক্ষোভের বিরুদ্ধে আসানসোলে মিছিল বিজেপির

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
আসানসোল

নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে গত প্রায় এক মাস ধরে দিল্লির জন্তর মন্তরে 'ককরোচ জনতা পার্টি' নামে একটি সংগঠনের উদ্যোগে বিক্ষোভ চলছে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে হবে। এই আন্দোলনের বিরোধিতায় শনিবার আসানসোলে রবীন্দ্র ভবন থেকে আসানসোল বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়। 'শিক্ষা সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ'-এর ব্যানারে অনুষ্ঠিত এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপি সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য, অখিল ভারতীয় শিক্ষক মহাসংঘ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) এবং ভারতীয় মজদুর সংঘের সদস্যরা। মিছিল প্রসঙ্গে জেলা বিজেপি সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য বলেন, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিল্লির জন্তর মন্তরে যে আন্দোলন চলছে, তার আড়ালে কিছু দেশবিরোধী শক্তি দেশের পরিবেশ অশান্ত করার চেষ্টা করছে। তাঁর দাবি, দেশে একটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার রয়েছে, অথচ আন্দোলনের নামে অরাজকতা সৃষ্টি করে সরকারকে দুর্বল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করার পরও যেভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাতে স্পষ্ট যে আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য শুধু নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস নয়, বরং দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করা। তাঁর অভিযোগ, জন্তর মন্তরের বিক্ষোভকারীরা দেশবিরোধী শক্তির মদত পাচ্ছেন। তবে দেশের শক্তিশালী সরকার এই ধরনের ষড়যন্ত্র সফল হতে দেবে না বলেও তিনি দাবি করেন।। এদিনের মিছিলে অংশ নেওয়া যুবক সব্যসাচী মাঝি বলেন, দিল্লির জন্তর মন্তরে কিছু দেশবিরোধী শক্তি প্রশ্নপত্র ফাঁসকে ইস্যু করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই তিনি এই মিছিলে অংশ নিয়েছেন।

তাঁর বক্তব্য, আন্দোলনের নামে যারা অরাজকতা সৃষ্টি করছেন, তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

# এসইউসিআই-এর বিক্ষোভ মিছিল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্ব মেদিনীপুর

সম্প্রতি এন.টি.এ. ও নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস সহ দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছে, সেই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে এবং শুক্রবার ছাত্র মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ ও সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনায় যুক্ত দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবীতে এস ইউ সি আই(কমিউনিস্ট) দলের ডাকে শনিবার সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবসে পাঁশকুড়া ও ভোগপুরে দলের কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা সংগঠিত করে। নেতৃবৃন্দ বিক্ষোভ মিছিল থেকে তাদের বক্তব্যে আজকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে এই দুর্নীতির সাথে যুক্ত সবাইকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান। অন্যদিকে ৫ আগস্ট এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রতিষ্ঠাতা শিবদাস ঘোষের ৫১ তম স্মরন দিবস উদযাপনের প্রস্তুতিতে আজ দলের পাঁশকুড়া দক্ষিণ লোকাল কমিটির উদ্যোগে চৈতন্যপুর রাধাবনে দলের কর্মী-সমর্থক-দরদী-শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন,দলের পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নারায়ণ চন্দ্র নায়ক। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের পাঁশকুড়া উত্তর লোকাল কমিটির সদস্য স্বপন বেরা ও দীপঙ্কর মাইতি। সভায় নিট পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত বিষয়ে আন্দোলন, হকার উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন ও নূতন করে স্মার্ট মিটার লাগানোর চক্রান্ত প্রতিরোধ আন্দোলন সহ বিভিন্ন আন্দোলন সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়।

# সিস্টেমের বিরুদ্ধে একাই লড়াইয়ের শপথ প্যারা-সাইক্লিস্ট লিশার

সকালের শিরোনাম
স্পোর্টস ডেস্ক

কমনওয়েলথ গেমসে পাড়ি দেওয়ার ঠিক আগে দেশের ক্রীড়া কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এক নজিরবিহীন বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ভারতের মাইনর প্যারা-সাইক্লিস্ট লিশা দাস। সাইক্লিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া -এর দেওয়া সরকারি কিট, যাতায়াতের টিকিট এবং হোটেলের সুবিধা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, গ্লাসগোতে তিনি নিজের তৈরি কিট পরবেন এবং নিজের আনা তেরঙাই বহন করবেন। ফেডারেশনের বিরুদ্ধে 'অব্যাহত হয়রানি, মানসিক চাপ এবং অসহযোগিতার' গুরুতর অভিযোগ তুলে এই লড়াকু অ্যাথলিট নিজের পকেটের প্রায় ১২ লক্ষ টাকা খরচ করে বিমানভাড়া, গ্লাসগোতে থাকা এবং নিজের অত্যাধুনিক সাইকেলের কাস্টমস ডিউটির ব্যবস্থা আগেই করে ফেলেছেন। লিশার এই ক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত কোচ আদিত্য মেহেতাকে ফেডারেশনের বঞ্চনা। দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ফেডারেশন তাঁর কোচকে স্বীকৃতি বা টিকিট দেয়নি। একটি কড়া ইমেইলের মাধ্যমে লিশা দাবি করেছেন, অবিলম্বে কোচ আদিত্য, টেকনিশিয়ান কে দত্তাত্রেয় এবং ফিজিওথেরাপিস্ট ডঃ আশা শেখকে গেমসের অ্যাক্রিডিটেশন দিতে হবে। এখানেই শেষ নয়, ভারতের প্যারালিম্পিক কমিটির সরকারি মাধ্যমে বিনা অনুমতিতে তাঁর ছবি ব্যবহার করে মিথ্যা কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এই নাবালিকা ক্রীড়াবিদ। ফেডারেশন শেষ মুহূর্তে টিকিট ও হোটেলের ব্যবস্থা করলেও, দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তার কারণে লিশা তা ফিরিয়ে দিয়েছেন।

দেশের হয়ে ট্র্যাকে নামতে তিনি অত্যন্ত গর্বিত হলেও, যে পরিকাঠামো তাঁকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করেনি, তাদের কোনো সুবিধা নিতে তিনি নারাজ;আর এভাবেই এক অদম্য আত্মসম্মানবোধ ও প্রতিবাদের অনন্য নজির গড়লেন এই তরুণ অ্যাথলিট।

# চিলির ক্লাবে কেপ ভার্দের তারকা গোলরক্ষক ভোজিনহা

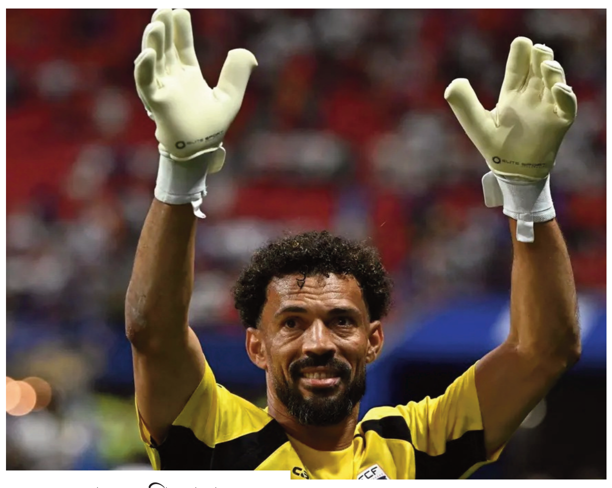

সকালের শিরোনাম
স্পোর্টস ডেস্ক

চল্লিশ বছর বয়সে এসে যখন বেশিরভাগ ফুটবলার অবসরের জীবনযাপন করেন, ঠিক তখনই এক অবিশ্বাস্য রূপকথার জন্ম দিয়ে ফুটবল বিশ্বকে চমকে দিয়েছেন কেপ ভার্দের গোলরক্ষক ভোজিনহা। সদ্য সমাপ্ত ২০২৬ বিশ্বকাপে দেশের হয়ে প্রথমবার খেলতে নেমেই অতিমানবিক পারফরম্যান্স উপহার দেওয়া এই অভিজ্ঞ গোলরক্ষক এবার চিলির বিখ্যাত ক্লাব কোলো কোলো-তে যোগ দেওয়ার মৌখিক চুক্তিতে উপনীত হয়েছেন। পর্তুগালের দ্বিতীয় সারির ক্লাব শ্যাভেসের সাথে চুক্তি শেষ হওয়ার পর বিশ্বকাপের আগে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ দলহীন একজন 'ফ্রি এজেন্ট'। কিন্তু বিশ্বকাপের মঞ্চ তাঁর ক্যারিয়ারের মোড় পুরোপুরি ঘুরিয়ে দিয়েছে। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেনের বিরুদ্ধে সাতটি সেভ করে গোলশূন্য ড্রয়ের মাধ্যমে তিনি বিশ্বকাপের অভিষেকে 'ক্লিন শিট' রাখা সবচেয়ে বয়স্ক গোলরক্ষকের রেকর্ড গড়েন। এরপর রাউন্ড অফ ৩২-এ আর্জেন্টিনার কাছে অতিরিক্ত সময়ে ৩-২ গোলে হারার ম্যাচেও আটটি দুর্দান্ত সেভ করে তিনি স্বয়ং লিওনেল মেসি সহ বহু কিংবদন্তির প্রশংসা কুড়িয়েছেন। টুর্নামেন্টের চার ম্যাচে তাঁর মোট ১৮টি সেভের মধ্যে ১৫টিই এসেছে দুই ফাইনালিস্ট দলের বিরুদ্ধে, যা তাঁকে ফিফার 'টিম অফ দ্য টুর্নামেন্ট'-এ জায়গা করে দিয়েছে। দাদু-দিদার দেওয়া আদরের ডাকনাম 'ভোজিনহা' (আসল নাম জোসিমার হোসে এভোরো ডিয়াস) নিয়ে খেলা এই তারকার জনপ্রিয়তা এখন এতটাই আকাশছোঁয়া যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ফলোয়ার সংখ্যা মাত্র ৫০ হাজার থেকে এক লাফে ২ কোটি ৯০ লক্ষে পৌঁছেছে। এমএলএস-এর ক্লাব ইন্টার মায়ামির মতো দলের প্রস্তাব থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি চিলির সান্তিয়াগো শহরের ক্লাব কোলো কোলো-কেই বেছে নিয়েছেন। বেকারত্ব থেকে শুরু করে চল্লিশে এসে বিশ্বকাপের মঞ্চ মাতানো ভোজিনহা এবার কোচ ফার্নান্দো অরটিজের অধীনে লড়বেন দক্ষিণ আমেরিকার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খ্যাত কোপা লিবার্তাদোরেস জয়ের লক্ষ্যে, যা নিঃসন্দেহে ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম রোমাঞ্চকর এক প্রত্যাবর্তনের গল্প।

# গ্লাসগোয় খাতা খুলল ভারত, ব্রোঞ্জ জয়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
**গ্লাসগো**

স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোয় আয়োজিত ২০২৬ কমনওয়েলথ গেমসে অবশেষে পদকের খাতা খুলল ভারত। শনিবার সকালে পুরুষদের হেভিওয়েট প্যারা পাওয়ারলিফটিং ফাইনালে দুর্দান্ত পারফর্ম করে দেশকে প্রথম ব্রোঞ্জ পদক এনে দিলেন অ্যাথলিট ঝান্ডু কুমার। বিহারের নালন্দা জেলার বাসিন্দা এই অ্যাথলিট নিজের দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ১৯০ কেজি ওজন তুলে মোট ১৩০.৯ পয়েন্ট অর্জন করেন এবং পদকমঞ্চে নিজের স্থান সুনিশ্চিত করেন। প্রতিযোগিতার শুরুতে প্রথম প্রচেষ্টায় সফলভাবে ১৮১ কেজি ওজন তুলে নিজের অভিযান শুরু করেছিলেন ঝান্ডু। এরপর দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ১৯০ কেজি তুলে পদকের লড়াইয়ে একধাক্কায় অনেকটা এগিয়ে যান তিনি। তবে নিজের শেষ ও তৃতীয় প্রচেষ্টায় ১৯৬ কেজি তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি, যা সফল হলে ২০২২ সালের বার্মিংহাম গেমসের রেকর্ড ভেঙে যেত। কিন্তু শেষ চেষ্টাটি সফল না হলেও তাঁর আগের পারফরম্যান্সই ভারতকে চলতি গেমসের প্রথম পদক এনে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এর আগে লাইটওয়েট ইভেন্টগুলোতে অবশ্য ভারতীয় অ্যাথলিটরা একটুর জন্য পদক হাতছাড়া করেন। পুরুষদের লাইটওয়েট ফাইনালে ব্যক্তিগত সেরা ২০০ কেজি ওজন তুলে চতুর্থ স্থানে শেষ করেন অশোক মালিক। অন্যদিকে পরমজিৎ কুমার সপ্তম স্থান অধিকার করেন। মহিলাদের বিভাগে জসপ্রীত কৌর ষষ্ঠ এবং সুমন দেবী সপ্তম স্থানে শেষ করেন। তবে হেভিওয়েট ফাইনালে কস্তুরী রাজামণি কোনো বৈধ লিফট নথিভুক্ত করতে পারেননি। শৈশবেই পোলিওতে আক্রান্ত হওয়া এবং চরম আর্থিক অনটনের সাথে লড়াই করে বড় হওয়া ঝান্ডু কুমারের এই সাফল্য মোটেও সহজ ছিল না। সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি পাওয়ারলিফটিংয়ের মতো কঠিন খেলায় নিজেকে আন্তর্জাতিক মানে তুলে এনেছেন তিনি। তাঁর এই অভাবনীয় সাফল্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী ঝান্ডুর এই পারফরম্যান্সকে ক্ষমনোমুগ্ধকরক্ষ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি জানান, এই জয় ঝান্ডু কুমারের অদম্য মানসিক শক্তি, দৃঢ় সংকল্প এবং বছরের পর বছর ধরে করা কঠোর অনুশীলনেরই ফসল। প্রতিটি বাধা অতিক্রম করে বিশ্বমঞ্চে জয়ী হয়ে তিনি গোটা দেশকে গর্বিত করেছেন এবং দেশের অগুনতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

# মাথায় গুরুতর আঘাত, হাসপাতালে ইংল্যান্ডের জিমন্যাস্ট ল্যাংটন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
**গ্লাসগো**

গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে জিমন্যাস্টিকসের পুরুষদের দলগত ফাইনাল চলাকালীন এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল ক্রীড়ামহল। শুক্রবার প্রতিযোগিতার একেবারে শেষ পর্যায়ে (ফাইনাল রোটেশন) হরাইজন্টাল বার থেকে ছিটকে সোজা মাথার ভরে মাটিতে আছড়ে পড়েন যুক্তরাজ্যের ১৯ বছর বয়সী তরুণ জিমন্যাস্ট গ্যাব্রিয়েল ল্যাংটন। মাথায় মারাত্মক আঘাত (কনকাশন) পাওয়ায় তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। দুর্ঘটনার ভয়াবহতা ও চিকিৎসা৶এই মর্মান্তিক ঘটনা ফের প্রমাণ করল যে জিমন্যাস্টিকসের মতো খেলায় মাধ্যাকর্ষণকে জয় করার লড়াইয়ে সামান্যতম ভুলে অ্যাথলিটদের জীবন কতটা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। দুর্ঘটনার পর প্রতিযোগিতা দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে। চিকিৎসকেরা দ্রুত ছুটে এসে ফ্লোরের মধ্যেই কয়েক মিনিট ধরে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। এরপর মাথা ও ঘাড় স্থির রাখার জন্য বিশেষ সাপোর্ট দিয়ে স্ট্রেচারে করে তাঁকে সরাসরি হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘাড় ও মাথার সাপোর্ট ব্যবহার করা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে আঘাতটি মেরুদণ্ড বা স্নায়বিক দিক থেকে কতটা প্রাণঘাতী হতে পারত। তবে টিম ইংল্যান্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, হাসপাতালে ল্যাংটনের জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি নড়াচড়া করার পাশাপাশি চিকিৎসকদের সঙ্গে কথাও বলছেন;যা সাময়িকভাবে বড় স্বস্তির খবর। টিম ইংল্যান্ড একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে দ্রুত সাড়া দেওয়ার জন্য চিকিৎসক দলকে ধন্যবাদ জানিয়েছে এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে পরবর্তীতে আরও তথ্য দেওয়ার কথা বলেছে। কিংবদন্তির বদলি হিসেবে এসে মর্মান্তিক পরিণতি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই তরুণ জিমন্যাস্ট মূলত দলে এসেছিলেন ছ'বারের অলিম্পিক পদকজয়ী কিংবদন্তি ম্যাক্স হুইটলক আহত হওয়ার পর তাঁর বদলি হিসেবে। একজন কিংবদন্তির শূন্যস্থান পূরণের বিপুল চাপ এবং বিশ্বমঞ্চে নিজেকে প্রমাণের তীব্র তাগিদের মাঝেই এই দুর্ঘটনা ল্যাংটনের সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ারের জন্য এক বিশাল মানসিক ও শারীরিক ধাক্কা। ম্লান হয়ে যাওয়া পদক জয় ও পদক তালিকা ল্যাংটনের দুর্ঘটনার জেরে গোটা প্রতিযোগিতায় এক বিষণ্ণতার ছায়া নেমে আসে। দীর্ঘ বিরতির পর খেলা ফের শুরু হলে ইংল্যান্ড শেষ পর্যন্ত কানাডার পিছনে থেকে রুপো জিতেই সন্তুষ্ট থাকে এবং সোনা জেতে কানাডা। অন্যদিকে, ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে অস্ট্রেলিয়া, যা ২০১০ সালে দিল্লির কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জেতার পর পুরুষদের দলগত জিমন্যাস্টিকসে তাদের প্রথম পদক। তবে দলের এমন অভাবনীয় পদক জয়ের দিনে ল্যাংটনের হাসপাতালে থাকাটা ইংল্যান্ড দলের পোডিয়াম ফিনিশের আনন্দকে পুরোপুরি ম্লান করে দিয়েছে। সতীর্থের প্রতিক্রিয়া ও মানসিক কাঠিন্য ল্যাংটনের সতীর্থ লুক হোয়াইটহাউস জানিয়েছেন যে তাঁরা শুনেছেন ল্যাংটন আপাতত ঠিক আছেন। তিনি রূঢ় বাস্তব তুলে ধরে বলেন, জমন্যাস্টিকস অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি খেলা এবং এই ধরনের ঘটনা আমাদের সেই কথাটাই বারবার মনে করিয়ে দেয়। এটা এমন একটা জিনিস যা আপনাকে মাথা থেকে বের করেই রাখতে হবে। হোয়াইটহাউসের এই মন্তব্য পেশাদার অ্যাথলিটদের অসীম মানসিক কাঠিন্যের দিকটিই তুলে ধরে। চোখের সামনে সতীর্থের এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা দেখার পরও তাঁদের আবেগ সরিয়ে রেখে, ভয়কে জয় করে ফের সেই বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির ওপরই পারফর্ম করে যেতে হয়, যা খেলাধুলার পর্দার আড়ালে থাকা এক নিষ্ঠুর সত্য।

# ফর্মুলা ওয়ান ফেরানোর মাস্টারপ্ল্যান, স্বীকৃতি কেন্দ্রের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
**নতুন দিল্লি**

দীর্ঘদিনের অভিজাত এবং নিভৃত খেলস ছেড়ে এবার ভারতের মূলধারার ক্রীড়া মানচিত্রে পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নিল মোটরস্পোর্ট। গত ২৩ জুলাই ভারত সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের এক নির্দেশিকায় 'ফেডারেশন অফ মোটর স্পোর্টস ক্লাবস অফ ইন্ডিয়া' বা এফএমএসসিআই-কে তাৎক্ষণিকভাবে 'ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশন' বা জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের সাময়িক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। গত ১১ জুন এই স্বীকৃতির জন্য আবেদন করেছিল সংস্থাটি। এই পদক্ষেপকে নিছকই একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখলে ভুল হবে; বরং এটি ভারতে ফের ফর্মুলা ওয়ানের মতো বিশ্বমানের রেসিং প্রতিযোগিতা ফিরিয়ে আনার এবং দেশের মোটরস্পোর্ট ইকোসিস্টেমকে চাঙ্গা করার এক বৃহত্তর সরকারি কৌশলের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক ধাপ। এই স্বীকৃতি আদায়ের পথটি মোটেও প্রথাগত ছিল না। মূলত ২০১১ সালের ন্যাশনাল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট কোডের কিছু কড়া নিয়মে নজিরবিহীন ছাড় দিয়েই এই মর্যাদা দিয়েছে সরকার। অন্যান্য খেলার ক্ষেত্রে ভারতের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে উপস্থিতি এবং জেলা স্তরের অ্যাসোসিয়েশন থাকার যে আইনি বাধ্যবাধকতা থাকে, মোটরস্পোর্টের ক্ষেত্রে তাতে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এর একটি অত্যন্ত স্পষ্ট বিশ্লেষণ হলো, সরকার অনুধাবন করতে পেরেছে যে মোটরস্পোর্টের মতো ব্যয়বহুল খেলায় ক্রিকেট বা ফুটবলের মতো তৃণমূল স্তরের কাঠামোর চেয়ে আন্তর্জাতিক মানের পরিকাঠামো বেশি জরুরি। সম্প্রতি মোটরস্পোর্টের পরিকাঠামো, বিনিয়োগ, ক্রীড়া পর্যটন এবং আন্তর্জাতিক ইভেন্ট আয়োজনের সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখতে সরকার যে বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে, নিয়ম শিথিলের এই সিদ্ধান্ত সরাসরি সেই মেগা-প্রকল্পেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে এই স্বীকৃতি একেবারেই শর্তহীন নয়, বরং এর মাধ্যমে দেশের রেসিং জগতকে পুরোপুরি সরকারি দায়বদ্ধতার আওতায় আনা হলো। সাময়িক এই স্বীকৃতি বজায় রাখতে হলে সংস্থাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২০২৫ সালের ন্যাশনাল স্পোর্টস গভর্ন্যান্স অ্যাক্ট বা জাতীয় ক্রীড়া প্রশাসন আইন অনুযায়ী নিজেদের গঠনতন্ত্র এবং মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন সংশোধন করতে হবে। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কর্মকর্তাদের নির্বাচন, আরটিআই বা তথ্য জানার অধিকার আইন, অ্যান্টি-ডোপিং বা ডোপ-বিরোধী নিয়ম মানার পাশাপাশি সরকারি প্যানেলভুক্ত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দিয়ে হিসাব পরীক্ষা করানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এমনকি নির্দেশ অমান্য করলে, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হারালে বা মিথ্যা তথ্যের প্রমাণ পেলে সরকার যেকোনো মুহূর্তে এই মর্যাদা কেড়ে নিতে পারে।

অর্থাৎ, সরকারি সমর্থন ও আর্থিক অনুদান পেতে হলে সংস্থাকে এতদিনকার 'প্রাইভেট ক্লাব'-এর অস্বচ্ছতা সম্পূর্ণভাবে ঝেড়ে ফেলে মূলধারার ফেডারেশনের মতো কাজ করতে হবে। ভারতের ক্রীড়া অর্থনীতিতে এই স্বীকৃতির প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে। গ্রেটার নয়ডার বুদ্ধ ইন্টারন্যাশনাল সার্কিটের মতো আন্তর্জাতিক মানের রেসিং ট্র্যাক থাকা সত্ত্বেও, ২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত মাত্র তিন মরসুম ফর্মুলা ওয়ান এবং ২০২৩ সালে মোটোজিপি ভারত আয়োজনের পর দেশের মোটরস্পোর্ট কিছুটা থমকে গিয়েছিল। মূল কারণ ছিল সরকারি কাঠামোগত সমর্থনের অভাব।

এবার আনুষ্ঠানিক জাতীয় ফেডারেশনের তকমা পাওয়ায় এফএমএসসিআই সেই প্রাতিষ্ঠানিক জোর পেল, যা আগামী দিনে বিশ্বমঞ্চে ভারতের মোটরস্পোর্টকে শুধু ধনীদের শখ নয়, বরং দেশের ক্রীড়া অর্থনীতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে।

# ১৮ বলে সূর্যবংশীর ঝড়ো হাফ সেঞ্চুরি

সকালের শিরোনাম
স্পোর্টস ডেস্ক

টানা সাত ম্যাচ হারের অন্ধকার শেষে অবশেষে ভারতীয় শিবিরে আশার আলো নিয়ে এল এক পনেরো বছরের কিশোর। হারারে স্পোর্টস ক্লাবে জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ভারতের ৭ উইকেটের দাপুটে জয়ের মূল কারিগর বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৮ বলে তাঁর করা বিধ্বংসী হাফ সেঞ্চুরি শুধু প্রতিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দেয়নি, বরং অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়াস আইয়ারকে এনে দিয়েছে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রথম জয়ের স্বাদ। আয়ারল্যান্ডের কাছে সিরিজ হার এবং ইংল্যান্ডের কাছে ৪-০ ব্যবধানে পর্যুদস্ত হওয়ার পর বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের কাছে এই জয় ছিল ঘুরে দাঁড়ানোর এক মরিয়া লড়াই। বৃহস্পতিবার টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে জিম্বাবুয়ে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে মাত্র ১২৫ রান তুলতে সক্ষম হয়। পিচের পরিবর্তনশীল ও অসমান

বাউন্সকে কাজে লাগিয়ে শুরু থেকেই রাশ নিজেদের হাতে রাখেন ভারতীয় বোলাররা। স্বাগতিকদের হয়ে সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন অলরাউন্ডার ওয়েসলি মাধেভেরে। ষষ্ঠ উইকেটে টাডিওয়ানাশে মারুমানির (অপরাজিত ২৭) সঙ্গে ৫৮ রানের একটি প্রতিরোধমূলক জুটি গড়লেও, অবিবেচকের মতো দ্বিতীয় রান নেওয়ার চেষ্টায় রান আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন তিনি। ১২৬ রানের সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ধরা দেন চলতি মাসে আন্তর্জাতিক অভিষেক হওয়া কনিষ্ঠতম ভারতীয় ক্রিকেটার বৈভব। চারটি বিশাল ছক্কা ও চারটি বাউন্ডারিতে সাজানো তাঁর ১৮ বলের ৫০ রানের অনবদ্য ইনিংসটি ম্যাচের ভাগ্য দ্রুত নির্ধারণ করে দেয়। রিচার্ড এনগারাভার বলে থার্ড ম্যানে বেন কারানের হাতে ক্যাচ দিয়ে যখন তিনি সাজঘরে ফিরছেন, দলের স্কোর তখন ২ উইকেটে ৬৮। এরপর উইকেটরক্ষক ঈশান কিষাণের ৩৫ এবং অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ারের অপরাজিত ২৮ রানের সুবাদে ৪০ বল বাকি থাকতেই অনায়াসে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় ভারত। ম্যাচ শেষে দৃশ্যতই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অধিনায়ক শ্রেয়াস দলের এই দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের প্রশংসা করে জানান, পিচের কঠিন বাউন্স সামলে পাওয়া এই দাপুটে জয় সিরিজের বাকি ম্যাচগুলোতে তাঁদের নতুন করে আত্মবিশ্বাস জোগাবে।

# ট্রাম্পের দ্বারস্থ ফিলিপাইনস

দক্ষিণ চিন সাগরের বিতর্কিত জলসীমায় আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে এবার সমস্ত কূটনৈতিক শিষ্টাচার শিকেয় তুলে চরম আগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে চিন। চলতি সপ্তাহে এই নিয়ে তৃতীয়বার স্কারবরো শোল বা চিনের ভাষায় হুয়াংইয়ান দ্বীপের কাছে ফিলিপিন্সের কোস্ট গার্ডের নৌকোর ওপর চিনা কোস্ট গার্ডের বর্বরোচিত হামলার ঘটনা সেই রূঢ় বাস্তবেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। শুক্রবার চিনা বাহিনী ফিলিপিন্সের একাধিক নৌকোর ওপর তথাকথিত 'নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ' নেওয়ার দাবি করেছে, যা আদতে বেজিংয়ের একতরফা আগ্রাসনেরই একটি মোড়ক। এর ঠিক আগের দিনই ফিলিপিন্সের একটি নৌকোকে লক্ষ্য করে টানা দুই মিনিটেরও বেশি সময় ধরে জলকামান দেগেছিল চিনা কোস্ট গার্ড। এই ঘটনাগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে পেশিশক্তির জোরে প্রতিবেশীদের কণ্ঠরোধ করার কৌশল নিয়েছে শি জিনপিংয়ের প্রশাসন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, চলতি সপ্তাহের শুরুতে সেকেন্ড থমাস শোলে চিনা কোস্ট গার্ডের কাঠের লাঠির ঘায়ে ফিলিপিন্সের এক নৌসেনা মারাত্মক আহত হয়েছেন। জলকামান থেকে সরাসরি শারীরিক আক্রমণের এই রূপান্তর স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, এই সংঘাত আর নিছক ভয় দেখানোর পর্যায়ে নেই, বরং তা যেকোনো মুহূর্তে এক বড়সড় সামরিক সংঘর্ষের রূপ নিতে পারে। এই অভূতপূর্ব উত্তেজনার আবহে সংঘাতটি আর কেবল দুটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতির এক নতুন ভরকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়র মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। ম্যানিলাকে আশ্বস্ত করে ট্রাম্প জানিয়েছেন যে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে তাঁর আগামী বৈঠকে তিনি এই বিষয়টি কড়াভাবে উত্থাপন করবেন। ট্রাম্পের এই আশ্বাস এবং ঠিক একই সময়ে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের 'জর্জ ওয়াশিংটন ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ'-এর লুসোন প্রণালী হয়ে দক্ষিণ চিন সাগরে প্রবেশের ছবি প্রকাশ্যে আসার ঘটনাটি আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে এক বিরাট বার্তা।

স্বত্তাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। এল, এস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা -৭০০০১৫ কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। **সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং**।।
Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at I.S .Publications Pvt. Ltd. 4 Canal West Road. Kolkata.700015
**Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com**